বিদ্যাপতি

প্রেম ও ভক্তি রসাত্মক নাটক

স্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩২

শ্রীরমেশচন্দ্র গোস্বামী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঁচসিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভূমিকা
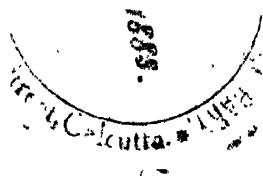
খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বারভাঙ্গা জেলায় জরাইল পরগণার অন্তর্গত গড়্ বিস্‌ফী গ্রামে মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কবিত্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া মিথিলার তদানীন্তন রাজা শিব সিংহ তাঁহাকে রাজসভায় প্রধান সভা-কবির পদে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাপতি পুরুষানুক্রমে শিব ও শক্তির আরাধক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত কবিতাবলী প্রায় সমস্তই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। ইহাতে মনে হয়, যে কোন কারণেই হউক তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। দেশের ইতিহাস সেই কারণ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। কল্পনার আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ভারতবর্ষে কোন ধর্ম্মই তখন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সে সময় বিলুপ্তপ্রায়, বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের ধর্ম্মের নামে পাপাচারে দেশের জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত, আবার শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মহাশূন্যময় ব্রহ্মজ্ঞানকেও সকলে ঠিক আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বিদ্যাপতি ঠিক সেই সময়ে মিথিলার রাজসভায় কৃষ্ণলীলার চিরমধুর রসধারাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করেন। ভক্তকবি জয়দেব ক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, কাজেই বিদ্যাপতির রচিত মধুর পদাবলী এবং সেই ভক্তিরসধারা দেশবাসী সানন্দে গ্রহণ করিল। বিদ্যাপতির পরে, তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক আর একজন কবি বাঙ্গালা দেশকে কৃষ্ণ-লীলার সুধাধারায় অভিষিক্ত করেন। তিনি অমর কবি চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী ভগবানের অবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অত্যন্ত

প্রিয় ছিল। ঠিক এই কারণেই বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি হইলেও তাঁহার রচিত পদাবলী বাঙ্গালীর কাছে এত সমাদর লাভ করিয়াছে।

কবি বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক স্থলে আমাকে বাধ্য হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবশ্য এ যাবত তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্য ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন সেদিকে আমি যথাসাধ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

নাট্যরসপিপাসু দর্শকগণের কাছে আমার নাটক যে সমাদর লাভ করিয়াছে, প্রতি অভিনয় রজনীতে ষ্টার থিয়েটারের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহই তাহার প্রমাণ। ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এবং উক্ত থিয়েটারের প্রথিত-যশা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ আমার নাটকের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভে যে যত্ন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় আমার নাটকের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।— বিদ্যাপতির সাফল্য লাভের পথে তাঁহার দান যে কম নয় ইহা বলাই বাহুল্য। ইতি

বিনীত
গ্রন্থকার

পরিচয় পত্র

পুরুষ

শিবসিংহ	...	মিথিলার রাজা
চন্দ্রকর	...	ঐ মন্ত্রী
ভৈরবানন্দ	...	রাজগুরু
শ্রীবিলাস	...	রাজশ্যালক
কান্তলাল	...	তহশীলদার
বিদ্যাপতি	...	কবি
বিজয়, শঙ্কর	...	ঐ ছাত্রদ্বয়
বসুদেব ওঝা	...	বিদ্যাপতির প্রতিবেশী
চৌবে	...	কাছারির পাইক
স্মৃতিরত্ন, বাচস্পতি, ন্যায়রত্ন, শিরোমণি	...	সভাপণ্ডিতগণ
দিলসুখ		সাঁওতাল সর্দ্দার

সাঁওতালগণ, রাখালবালকগণ, রক্ষিগণ, সন্ন্যাসীদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী

রত্নমালা	...	শিবসিংহের প্রধানা মহিষী
লছিমা	...	ঐ দ্বিতীয় মহিষী
মহামায়া	...	বিদ্যাপতির জননী
মন্দাকিনী	...	বিদ্যাপতির স্ত্রী
মঞ্জরী	...	বসুদেবের কন্যা
চিত্রা	...	নির্য্যাতিতা রমণী
দিলমতিয়া	...	সাঁওতাল সর্দ্দারের কন্যা

ভৈরবী, পরিচারিকা, সখীগণ, সাঁওতাল রমণীগণ ইত্যাদি

সংগঠনকারিগণ

প্রযোজক	শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সুরশিল্পী	„ ধীরেন দাস
নৃত্য পরিকল্পনা	„ সমর ঘোষ (শ্যামসুন্দর)
নৃত্য শিক্ষক	„ রতন দাস
দৃশ্য পরিকল্পনা	„ সুধাংশু চৌধুরী
	(লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস পেণ্টার)
ঐ সহকারী	„ অনিল পাল
হারমোনিয়ম বাদক	„ রতন দাস
ঐ সহকারী	„ সুধীর দাস
বংশীবাদক	„ মন্মথনাথ দাস
সঙ্গতি	„ হরিপদ দাস
পিয়ানো বাদক	„ কালিপদ ভট্টাচার্য্য
বেহালা বাদক	„ কালিপদ সরকার ও শ্রীবৃন্দাবন দাস
স্মারক	„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও
	„ শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
আলোকসম্পাত	„ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	„ কমল বসু
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	„ মাণিক দে ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়
বেশকার্য্য	„ বিভূতিভূষণ দাস

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

শিব সিংহ	শ্রীরতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাপতি	„ ধীরেন দাস
শ্রীবিলাস	„ ভূমেন রায়
ভৈরবানন্দ	„ শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
কান্তলাল	„ আশুতোষ বসু (এঃ)
বসুদেব	„ হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
সাঁওতাল সর্দ্দার	„ গগন চট্টোপাধ্যায়
চৌবে	„ কুঞ্জলাল সেন
মন্ত্রী	„ সূর্য্য সেন
ভিক্ষুক	„ মিহির মুখোপাধ্যায়
শিরোমণি	„ শরৎ চট্টোপাধ্যায়
স্মৃতিরত্ন	„ তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়
বাচস্পতি	„ পুলিন চক্রবর্ত্তী
ন্যায়রত্ন	„ অতুল ভট্টাচার্য্য
বিজয়	„ সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর	„ ব্রজেন দত্ত
প্রথম সন্ন্যাসী	„ সুরেন রায়
দ্বিতীয় সন্ন্যাসী	„ বিনয় বসু
সাঁওতালগণ	„ রতন দাস হরিপদ দাস, মধু বন্দ্যো, শরৎ চট্টো, সূর্য্য সেন, নিতাই দাস, মণীন্দ্র বটব্যাল, তারাপদ ঘোষ, বিদ্যুৎ বসু, সুকুমার বাবু ইত্যাদি
কারা প্রহরীদ্বয়	„ গোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ভট্টাচার্য্য

রত্নমালী	শ্রীমতি পারুলবালা
লছিমা	„ শেফালিকা (পুতুল)
মহামায়া	„ রাজলক্ষী
মন্দাকিনী	„ চারুবালা
মঞ্জরী	„ অরুণা দাস
চিত্রা	„ শান্তি গুপ্তা
পরিচারিকা	„ কোহিনুর বালা
ভৈরবী	„ কামাখ্যাবালা
দিলমতিয়া	„ প্রভাবতী
সাঁওতাল রমণীগণ ও সখীগণ	„ রাণীবালা, নন্দরাণী, বসন্তবালা, উমাশশী, উমা মিত্র, লক্ষীরাণী, উষাবালা, পারুলবালা (এঃ), আশালতা, কামাখ্যাবালা, কনকলতা, মনোরমা ইত্যাদি

বিদ্যাপতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গড় বিস্ফি গ্রামে বিদ্যাপতি ঠাকুরের বাস গৃহ

কাল,—প্রত্যুষ। গৃহের দাওয়ায় ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপর বসিয়া বিদ্যাপতি অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে একখানা হরপার্ব্বতীর স্তব রচনা করিতেছিলেন। অদূরে কুল দেবতা বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্বেশ্বরী দেবীর মন্দির ও তৎসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। জনৈক ভৈরবী গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল এবং ঠাকুর প্রণামান্তে চলিয়া গেল। বিদ্যাপতির কোন দিকেই দৃষ্টি নাই, একাগ্রচিত্তে স্তব রচনা করিতেছেন।

ভৈরবীর গান

তুমি জাগো, শিবে জাগো।
যোগমায়া আজি জাগো॥
জাগো মা সনাতনী, চিন্ময়ী নারায়ণী,
চেতনা রূপিনী মাগো।
উষার উদয়াচলে দীপ্ত আননে,—
মঙ্গল শঙ্খ বাজাও সঘনে ;
নিদ্রিত পুরে জাগরণ সুরে
অমার তিমির নাশগো॥

দুঃখের নিশি হোক আজি ভোর,—
দূরিত কর মা মোহের ঘোর,
বিমল আলোকে বিপুল পুলকে
বরাভয়করা হাস গো ॥

প্রস্থান

ভোরের আলোকরশ্মি কুটির প্রাঙ্গণে ফুটিয়া উঠিল। নিজের রচিত স্তবমালা বিদ্যাপতি গুন্‌গুন্‌ করিয়া সুর সংযোগে আবৃত্তি করিতেছিলেন।

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি—
জয় আধ পুরুষ জয় আধনারী।
আধ হাড়মালা আধ গজমোতি।
আধ চন্দন শোভে আধ বিভূতি ॥

পুষ্পচয়ন করিয়া সাজি হস্তে মন্দাকিনী প্রবেশ করিলেন। বিদ্যাপতির আবৃত্তির সুর তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। তিনি কিয়ৎকাল সেখানে দাঁড়াইলেন, পরে চলিলেন। সহসা বিদ্যাপতির দৃষ্টি সেদিকে পড়িল। তিনি ডাকিলেন :—

বিদ্যা। মন্দাকিনী—

মন্দা। বল!

বিদ্যা। তোমার হাতে ও কি মন্দা?

মন্দা। দেখ্‌তে পাচ্ছ না? আমার মদনমোহন পূজার ফুল।

বিদ্যা। ও!—তোমার মদনমোহন পূজার ফুল!—তাই—বল!

মন্দা। খুবই শ্রুতিকটু লাগলো,—না?

বিদ্যা। না, না,—তা কেন!

মন্দা। আবার "না, না" কেন? আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম,

"মদনমোহন পূজার ফুল" কথাটা শুনেই ঐ সুন্দর মুখখানার উপর দিয়ে একখানা পাত্‌লা মেঘ ভেসে চলে গেল, ঢাক্‌ছো কেন?

বিদ্যা। তা, ও মেঘ যদি এসেই থাকে, সেতো ক্ষণিকের মন্দা! শরতের মেঘ,—গর্জ্জনও নেই, বর্ষণও নেই! ক্ষতি কি?

মন্দা। এই শরতের মেঘই আবার মাঝে মাঝে কালবোশেখীর সৃষ্টি করে কিনা!—তাই—ভয় হয়!

বিদ্যা। চিরকাল আমাকে তুমি ভুলই বুঝে আসছো মন্দা—আজও সে ভুল তোমার ভাঙলো না। আজ বুঝতে পার্চ্ছনা—কিন্তু আমি জানি, মা বিশ্বেশ্বরী একদিন তোমার ভুল ভেঙে দেবেন!—হয়তো তখন তুমি বুঝবে,—

মন্দা। এই, আবার সুরু হলো তো? আসল কথা কি বলতে চাও, বল!—

বিদ্যা। আমার মনের আসল কথা তো তুমি জান মন্দা,—তোমায় আমি বহুবার বলেছি! আমি চাই আমার মায়ের পূজার ফুল,—রক্তজবা! আর, সে তোমারই হাতে তোলা!

মন্দা। না, না,—ও ফুল তো তুমি নিজেই তোলো!—আর, তা ছাড়া,—

বিদ্যা। তা ছাড়া?

মন্দা। আমার সাজিতে তো রক্তজবা রাখবার যায়গা নেই? এই ত্যাখ না,—সাজি আমার ভরে গেছে।

বিদ্যা। আমার সাজিখানাও না হয় ঐ সঙ্গে নিয়েই যেতে! মহাভারত কি সত্যি তা'তে অশুদ্ধ হয়ে যেত?

মন্দা। আজ সকাল থেকেই কোঁদল সুরু হলো বুঝি? আমি কি এমন

অন্যায় কাজটা করেছি যে তার জন্য তুমি আমায় যা তা বল্‌ছো ?

বিদ্যা। ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় মন্দা!

মন্দা। আমার তোলা ফুলে তোমার দেবতা তুষ্ট হন্ না সে তো তুমি বহুবার আমায় বলেছো, আজ আবার নতুন করে সে কথা কেন ?

বিদ্যা। শুধু কণক চাঁপাই তোমায় তুল্‌তে হবে, এরইবা মানে কি ? আমার মায়ের পূজা কি পূজা নয় ?

মন্দা। আমি তা কোনও দিন বলিনি তো ?

বিদ্যা। কিন্তু তোমার রক্তজবা না তোলবার মানে কি তাই নয় ?

মন্দা। অতশত মানে আমি জানিনা। তুমি কবি, একটা কথার একশোটা মানে তুমি করতে পার,—আমি পারিনা।

বিদ্যা। আহা-হা! রক্তজবা তুল্‌তে গিয়ে সত্যি তো আর হাতে রক্তের দাগ লাগেনা যে তোমার কেষ্ট ঠাকুর তাতে রুষ্ট হবেন ?

মন্দা। আবার ? আমার কৃষ্ণপূজা নিয়ে তুমি কেন আমায় রোজ রোজ এম্‌নি ধারা ঠাট্টা কর—বলতো ?

বিদ্যা। ঠাট্টার কথা নয় মন্দা! শাস্ত্রে বলে, স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিণী, সহধর্ম্মিণী। আমার যা ধর্ম্ম, আমার যা প্রিয়, তোমার কি উচিত নয় মন্দা—তাকেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা ?

মন্দা। উচিত,—আমি তা জানি। তোমাকে সুখী করবার, তৃপ্তি দেবার চেষ্টাও আমি করি,—কিন্তু পারিনা।

বিদ্যা। চেষ্টা কর!—সত্যি কি তাই ?

মন্দা। আমায় তুমি বিশ্বাস কর, আমার এই পোড়া অন্তরটাই হচ্ছে আমার সব চেয়ে—বড় শত্রু। কোথায় যেন একটা মস্ত বড় গরমিল

রেখেই চলে, সেই ব্যবধানটা কিছুতেই আমি দূর করতে পারিনা। জানি এ আমার মহা অন্যায়,—আমার কর্ত্তব্য এ নয়, কিন্তু আমার অন্তর্যামী জানেন,—

নেপথ্যে মহামায়ার ডাক শোনা গেল

মহামায়া। বৌমা!

মন্দা। যাই মা!—আমি চল্লাম, যদি পার,—আমায় ক্ষমা করো।

প্রস্থান

বিদ্যা। ক্ষমা করো!—

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। বিদ্যাপতি!

বিদ্যা। মা!

মহামায়া। হ্যাঁরে, বৌমা এখানে ছিল না?

বিদ্যা। এখানে ছিলনা মা, তবে ক্ষণিকের জন্য এখানে দাঁড়িয়েছিল বটে! তার মদনমোহন পূজার ফুল তুলে নিয়ে এই পথে ফিরছিল, আমিই ডেকে ওর খানিকটা সময় নষ্ট করে দিয়েছি।

মহামায়া। তা বেশ করেছিস্, আমি কি সে জন্য তোর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইছি?

বিদ্যা। তুমি চাওনি মা, আমি ইচ্ছে করেই কৈফিয়ৎটা দিয়ে দিলাম। তোমার বৌমার কত কাজ! ঘর সংসারের কাজ, কৃষ্ণপূজার ফুল তোলা, পূজার আয়োজন, পূজা, ভোগ রাঁধা,—তার কাজের কি সীমা সংখ্যা আছে মা? আমার কাছে সে বস্‌বে কখন? আর বসবেই বা কেন?

মহামায়া। হ্যাঁরে, তোদের এই বিরোধ কি কোনদিনই মিটবে না ?

বিদ্যা। কি করে মিটবে মা ? আমার পথে সেতো কোন দিনই আসবে না ! দুজনার পথ যে সম্পূর্ণ আলাদা !

মহামায়া। তার কৃষ্ণপূজা নিয়ে তুই-ই বা বিরোধ করিস কেন বল্‌তো ? কৃষ্ণপূজায় দোষ কি ?

বিদ্যা। আমার বিশ্বেশ্বরী পূজাতেই বা নিন্দের কি আছে বল মা ?

মহামায়া। শোন ছেলের কথা ! আমি কি তাই বল্‌ছি ?

বিদ্যা। তুমি বল্‌ছো না, কিন্তু তোমার বৌমার যে রক্তজবা ফুলে হাত দিলেই হাত নোংরা হয়ে যায়, বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরের উঠোনে পা বাড়ালেই পা ছম্‌ ছম্‌ করে ! এসব ব্যাপার তুমিই কি লক্ষ্য করনি মা ?

মহামায়া। করেছি বাবা।

বিদ্যা। তবে ? শক্তিপূজা কি অবহেলার জিনিস ?

মহামায়া। তুই রাগ করিস্‌ নি বাবা। তুই কথা তুল্‌লি বলেই বল্‌ছি।

বিদ্যা। বল মা !

মহামায়া। শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাও তো অবহেলার সামগ্রী নয় বাবা ! মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা,—সমস্ত হিন্দুস্থান কৃষ্ণ ভক্তির পবিত্র প্লাবনে একদিন ভেসে গিয়েছিল। সেই ভক্তির একটি মাত্র কণাও সেদিন যে পেয়েছিল—সেই তো ধন্য হয়ে গিয়েছিল বাবা !

বিদ্যা। কিন্তু সেও তো চিরস্থায়ী হ'ল না মা ? বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এল, শৈবধর্ম্ম এল, শাক্ত ধর্ম্ম এল,—এদেশের পোড়া ভাগ্যে আবার কোন ধর্ম্ম এসে ঘাড়ে চাপবে কে জানে !

মহামায়া। চিরস্থায়ী এ সংসারে কিছুই নয় বাবা ! ধর্ম্মের নামে যখনই অনাচার আরম্ভ হয় ঠিক তখনই জীবের মুক্তির জন্য ভগবান এক

একটা নূতন আলোকের সৃষ্টি করেন। তারই নাম ধর্ম্ম। নূতনত্বের মোহে লোকে পুরাতনকে যায় ভুলে। তা নইলে সবই এক বাবা! আলাদা পথ হতে পারে, কিন্তু যাবার যায়গা ঠিক একটাই। আর লোকে খুঁজেও ঠিক ঐ একটা জিনিসকেই।

বিদ্যা। আমি তা জানি মা।

মহামায়া। জানিস্ যদি, তবে হরি আর হর—পৃথক কেন করিস্ বাবা? বৌমাকে কৃষ্ণপূজা নিয়ে তুই কিছু বলিস্ না।

বাহিরে কাহার ডাক শোনা গেল

নেপথ্যে। বিদ্যাপতি!

মহামায়া। কে ডাক্‌ছে রে?

বসুদেব। (নেপথ্যে) বিদ্যাপতি বাড়ী আছ?

বিদ্যা। আছি। ভেতরে আসুন—খুড়ো মশায়!

মহামায়া। দেরি করিস্ নি বাবা। তোর পূজোর সময় হ'য়ে এল।

প্রস্থান

বসুদেবের প্রবেশ

বিদ্যা। আজ এত সকালেই বেরিয়ে পড়েছেন, ব্যাপার কি খুড়ো মশায়?

বসু। বাধ্য হয়ে ছুটে আস্‌তে হয়েছে বাবা, ব্যাপার বড় গুরুতর।

বিদ্যা। কি বলুন ত?

বসু। গাঁয়ের উপর ভয়ানক জুলুম আরম্ভ হয়েছে বাবা।

বিদ্যা। জুলুম!

বসু। হ্যাঁ বাবা, জুলুম! এর প্রতিকার না করলে তো চলবে না! স্বর্গীয় মহারাজ দেবসিংহের আমলে তো প্রজার উপর এরকম

দুর্ব্যবহার ছিলনা ? শিবসিংহ নূতন রাজা হ'য়েই যদি এমনি ধারা অবিচার করতে সুরু করেন, গাঁয়ে বাস করা যে দায় হয়ে উঠবে ? নজরানার উপর নজরানা, চাঁদার উপরে চাঁদা,—তারপর খাজ্না তো বেড়েই চলেছে।

বিদ্যা। সে তো আমি জানি খুড়ো মশায়। কিন্তু শিবসিংহ নূতন করে আবার কি অত্যাচার সুরু করলেন ? তিনি তো নিজে লোক তেমন নন্ ?

বসু। আরে বাবা তিনি কি নিজে কিছু কচ্ছেন ? কাছারী বাড়ীতে নতুন মহারাজের এক শ্যালক প্রবর এসে আড্ডা গেড়েছেন,— শুনেছো তো ?

বিদ্যা। হ্যাঁ।

বসু। তাঁর আবার নতুন করে নজরানা চাই ! পরোয়ানা পাওয়া মাত্র হুজুরে হাজির হ'য়ে নজরানার তন্‌খাগুলো সুড় সুড় করে গুণে দিয়ে আসতে পার,—ভালই ! আর যদি তা না পার—ব্যস্ !—দিতে না পারা পর্য্যন্ত থাকো কয়েদ !

বিদ্যা। কয়েদ ?

বসু। হ্যাঁ বাবা! তাইত এই সকালবেলা তোমার কাছেই ছুটে এসেছি। তোমার বাবা গণপতি দাদা বেঁচে থাকতে দায়ে অদায়ে আর কারো কাছে আমি হাত পাতিনি বাবা !

বিদ্যা। আপনার নজরানা কত ধরেছে ?

বসু। তাতে কমতি নেই বাবা,—নগদ পাঁচটি তন্‌খা ! ছেলেটাকে কাল থেকে কয়েদ করে রেখেছে। মারধোর কর্চ্ছে কিনা তাই বা কে জানে !

বিদ্যা। আপনি বাড়ী যান খুড়ো মশায়, স্নান-আহ্নিক করুন গে'। আপনার ছেলেকে ছাড়িয়ে আনাবার ব্যবস্থা আমি কর্‌ছি।

বসু। তোমার জয় হোক বাবা! সদাশিব তোমার মঙ্গল করুন।—এই শ্যালক মহারাজটী শুনছি সোজা লোক নন বাবা! তান্ত্রিক ভৈরবানন্দের চেলা! এখানে এসেও নাকি ভৈরবী চক্রের জোগাড়ে আছেন। কাল রাত্তিরে নাকি গাঁয়ের দু'তিনটে সুন্দরী মেয়েকে ধরিয়ে নিয়ে গেছেন অষ্টসিদ্ধির ভৈরবী করবার জন্য।

বিদ্যা। বলেন কি? ভয়ানক ব্যাপার তো!

বসু। তুমি নিজে একবার মিথিলায় গেলে ভাল হয় না বাবা? শুনেছি মহারাজ শিবসিংহ তোমার সহপাঠি। তাঁর কাছে গিয়ে তুমি নিজে যদি একবার এই সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী বলে আসতে—

বিদ্যা। যদি দরকার হয় আমি নিশ্চয়ই যাব খুড়ো মশায়, আশাকরি প্রতিকার হবে,—অবশ্য যদি মহারাজ ইতিমধ্যে আমাকে বিস্মৃত হয়ে না গিয়ে থাকেন।

বসু। আচ্ছা বাবা, আমি তা হ'লে এখন আসি।—মঞ্জরী কোথায়? তাকে দেখ্‌ছি না যে?

বিদ্যা। সে তার বৌদিদির কাছেই থাকে খুড়োমশায়। ডেকে দেব?

বসু। না বাবা, ডাকবার দরকার নাই। ওকে একটু সাবধানে রেখো। যা দিনকাল পড়েছে! বিয়ে দিলাম, অল্প বয়সেই বিধবা হলো! অভাগিনী! বৌমার কাছে তবু বেশ ভাল থাকে। আচ্ছা বাবা—

প্রস্থান

বিদ্যাপতি। মহারাজ যদি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকেন তা হলেও তো আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই! তিনি মহারাজ, আর আমি তাঁর একজন সামান্য প্রজা। একসঙ্গে বিদ্যাভ্যাস,—সে পরিচয় ক' দিনেরই বা!

চৌবে। (নেপথ্যে) দা' ঠাকুর ঘরমে হ্যায়?

বিদ্যাপতি। হ্যাঁ আছি। এস চৌবে জী!

চৌবের প্রবেশ

বিদ্যাপতি। কি খবর চৌবে?

চৌবে। খবর সব আচ্ছাই হ্যায়। তহশীল-দারজী আপকো একদফে—

বিদ্যাপতি। সেলাম দিয়া। আমি বুঝতে পেরেছি চৌবেজী! শ্যালক মহারাজকে নজরানা দিতে হবে!—এই ত?

চৌবে। জী হাঁ, দা'-ঠাকুর! আপ্ লোকোন্‌কা বহুৎ পড়িলিখা হুয়া হ্যায়,—এ্যায় সাই বিলকুল মালুম হো যাতা!

বিদ্যাপতি। তা হুজুর যখন স্মরণ করেছেন,—যেতেই হবে! আমি কাল সকালেই যাব চৌবেজী!

চৌবে। বহুৎ আচ্ছা!

বিদ্যাপতি। হ্যাঁ, ভাল কথা,—ও পাড়ার বসুদেব খুড়োর ছেলেকে নাকি পাঁচটা টাকার জন্য তোমরা কাল থেকে কয়েদ করে রেখেছো? সত্যি?

চৌবে। ও বাত্ হাম শুনা হ্যায়,—লেকেন হামরা উপর গোসা মাৎ কিজিয়ে দা'ঠাকুর। হাম তো নোকর হ্যায়!

বিদ্যাপতি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি।

প্রস্থান

বিদ্যাপতির পুনঃ প্রবেশ

চৌবে। (সুরে) সীতারাম ভজরে মনুয়া, লহ সীতারাম নাম!

বিদ্যাপতি। এই নাও চৌবেজী, পাঁচটা টাকা। তোমার হুজুরকে দিও। আর খুড়োর ছেলেকে এক্ষুনি ছেড়ে দিও। টাকাটা যেন হুজুরের দরবারে ঠিক পৌঁছয়—দেখো।

চৌবে। নেহি, নেহি দা'ঠাকুর! ই ক্যা বাত্—সীতারাম! সীতারাম!

বিদ্যাপতি। আচ্ছা, আজ তা হ'লে এস। আমি কাল সকালেই যাব।

চৌবে। দা'ঠাকুর, আপকো উ গাছপর বহুৎ ক্ষীরা হুয়া হ্যায়,—হাম দেখা। দু একঠো—

বিদ্যাপতি। দু একটা কেন—যা তোমার দরকার নিয়ে যাও।

চৌবে। আচ্ছি বাৎ! হেঁ হেঁ আপকো বোলকেই লেতা। আউর উধারমে উ জমিন পর বহুৎ ভুট্টাভি হুয়া হ্যায়! দু চারঠো—

বিদ্যাপতি। বেশ তো, নিয়ে যাও।

প্রস্থান

চৌবে। হেঁ হেঁ—আপকো বোলকেই লেতা—কভি চোরি নেই করতা,—সীতারাম—সীতারাম—

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গড় বিস্‌কি গ্রাম

কাল—সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্ব ভাগ। শ্যালক মহারাজ শ্রীবিলাস সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন,—সঙ্গে কান্তলাল এবং চৌবে। শ্রীবিলাস মহারাজ-সুলভ মন্থর পাদক্ষেপে চলিয়াছেন। পিছনে সুদীর্ঘ যষ্টিহস্তে চৌবেজী।

শ্রীবিলাস। কান্তলাল!

কান্তলাল। হুজুর!

শ্রীবিলাস। তোমাদের গ্রামের ভেতর কাউকেই তো তেমন গরীব বলে মনে হচ্ছে না হে! অথচ আমার নজরানার টাকা আদায় হচ্ছে কৈ?

কান্তলাল। আজ্ঞে হুজুর, হবে,—ক্রমে হবে। মা কালীর দিব্যি!

শ্রীবিলাস। দেখ কান্তলাল, তোমার ঐ তহশীলদারী চাল আমার কাছে চলবে না বাপু। ক্রমে হবে! ক্রমে হবে মানেটা কি?

কান্তলাল। আজ্ঞে হুজুর, এ গাঁয়ের প্রজারা প্রায় সবাই গরীব। তাই দিই দিচ্ছি করে যোগাড় করতেও সময় লেগে যাচ্ছে।

শ্রীবিলাস। কিন্তু তাদের ঘর-বাড়ী দেখে তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না?

কান্তলাল। আজ্ঞে হুজুর ঘর-বাড়ী দেখে ওসব বোঝবার উপায় নেই। ঐ যে কথায় বলে,—ও শুধু বাইরেই কোঁচার পত্তন, কিন্তু ভেতরে সব ছুঁচোর কেত্তন হুজুর! সব ফাঁকা! সব ফাঁকা!

শ্রীবিলাস। বটে?

কান্তলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! মা কালীর দিব্যি। আমি এ গাঁয়ের না জানি কি? সব ব্যাটাদের হাঁড়ীর খবর আমার এই নখদর্পণে হুজুর! লোকের পাল পার্ব্বণে খরচের ফর্দ্দ করতে আমি, বিয়ে সাদি ব্যাপারে ঘটকালি করতে আমি, সরিকি গোলমাল মীমাংসা করতে আমি,—আবার মাগীতে মিন্‌সেতে ঝগ্‌ড়া হয় হুজুর, তার বেলাতেও আমারই ডাক্ পড়ে!

শ্রীবিলাস। বল কি হে? তবে তো দেখ্‌ছি তোমাকেই এ গাঁয়ের মহারাজ বলা চলে! কি বল?

কান্তলাল। তা হুজুর আমিও যে মাঝে মাঝে ঐ কথাটা না ভাবি তা নয়। কিন্তু যখন আমার মাইনের পাঁচটা করে টাকা মাসে মাসে নেবার জন্ম সদরে গিয়ে তীর্থের কাকের মতন হাজ্‌রে দিতে হয়, আর কম তহশীলের জন্ম সূর্য্যের দিকে মুখ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয় হুজুর, তখন আর সে কথাটা একদম মনেই থাকেনা। মহারাজ গিরির স্বপ্নটা শূন্তেই মিলিয়ে যায় হুজুর।

শ্রীবিলাস। আরে তার জন্ম ভেব না কান্তলাল। আমার নজরানার টাকাগুলো, আর ভৈরবী চক্রের অষ্টসিদ্ধির ব্যবস্থাটা একটু চট্ করে শেষ করে ফেল দিকিন্। তোমার যাতে ভাল হয় তার জন্ম আমি আছি। বলি, আমার কথার উপরে তোমার বিশ্বাস আছে ত?

কান্তলাল। আজ্ঞে হুজুর কি যে বলেন! আপনি হচ্ছেন বড়রাণীমার সহোদর ভ্রাতা। মহারাজের নিকট হতেও নিকটতম আত্মীয়! মিথিলার সিংহাসনে বসে মহারাজ রাজত্ব করছেন বটে, কিন্তু রাজ্যটা তো চলছে একমাত্র আপনারই ইঙ্গিতে হুজুর।

শ্রীবিলাস। বটে! তাই নাকি হচ্ছে?

কান্তলাল। (জিভ কাটিয়া) আজ্ঞে সে কি কথা হুজুর! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা যে আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করে? মা কালীর দিব্যি হুজুর! আমরা না জানি কি? আর সে কথা ত আপনার নিজের মুখেও ব্যক্ত হুজুর!

শ্রীবিলাস। ঐ যে সাম্‌নে একখানা কোঠাবাড়ী দেখ্‌তে পাচ্ছি, ওটা কার হে?

কান্তলাল। আজ্ঞে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের।

শ্রীবিলাস। ওর নজরানা কত ধরেছ?

কান্তলাল। আজ্ঞে, দু টাকা।

শ্রীবিলাস। এঁ্যা! বল কি? ওরকম বাড়ী যার—সেও গরীব নাকি হে? মোটে দু টাকা?

কান্তলাল। আজ্ঞে গরীব বৈ কি হুজুর! এক টাকা সাত আনা সাত গণ্ডা, দু কড়া, এক ক্রান্তি করে খাজনা, তাই দিতে পাচ্ছেনা আজ সাত বচ্ছর।

শ্রীবিলাস। সাত বচ্ছর! তুমি বল কি হে কান্তলাল?

কান্তলাল। আজ্ঞে কোন শালা মিছে কথা বলে! মা কালীর দিব্যি হুজুর!

শ্রীবিলাস। আঃ রেখে দাও তোমার কালীর দিব্যি। আমার নজরানার টাকাও বোধহয় আদায় হয়নি?

কান্তলাল। না হুজুর!

শ্রীবিলাস। ওকে কাছারীতে তলপ করেছ?

চোবে। জী হাঁ মহারাজ! ঠাকুরজী বোলা হ্যায় কাল সবের মে হাজির হো যায়ে গা।

শ্রীবিলাস। বহুৎ আচ্ছা! কাল দেখে নেব—ব্যাটার ঘাড়ের উপর কটা মাথা! চল, এগিয়ে চল—

সকলের প্রস্থান

অপর দিক হইতে কলসী কাঁখে গান গাহিতে গাহিতে মঞ্জরীর প্রবেশ

গীত

বাঁশী কেন বাজে অবেলায়।
যমুনার তীরে কিগো এল শ্যামরায়॥
কাজে নাহি বসে মন, বাজে বাঁশী অনুক্ষণ,
রাধা রাধা বলে পাগল
করে গো হিয়ায়॥
তারে বলে আয়, বলে আয় গো
যাব না আর কাল জলে,—
নয়নে মোর বাণ ডেকেছে
নেবাতে ওই কালানলে।
কাজল চোখে আর পরি না,—
কালো মেঘেও আর হেরি না,
তবু কেন কালার বাঁশী
বাজে যমুনায়॥

চিত্রার প্রবেশ

চিত্রা। ওরে যাস্‌নি, যাস্‌নি,—অমন ক'রে রাস্তা দিয়ে মেয়ে মানুষকে যেতে নেই। এরা বড় খারাপ। তুই সুন্দর, তোকে ধ'রে নিয়ে যাবে—তোর সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে—কেউ বাঁচাতে পারবে না। তারপর

আর ঘরে ফির্‌তে পার্‌বি না! কেউ তোকে ঘরে ঠাঁই দেবে না—কেউ তোকে ঘরে ঠাঁই দেবে না!

মঞ্জরী। তুমি কে? তোমায় তো চিন্‌তে পাচ্ছি নাঁ?

চিত্রা। আমি? চিন্‌বি কি ক'রে? তুই ছিলি তখন ছোট্ট,—এত'টুকু!—আমি যে ঘর ছাড়া অলক্ষ্মী! আমার বাড়ী ছিল, সংসার ছিল, সব ছিল। কিন্তু এম্‌নি ক'রেই আমার সব গেছে। আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা আমার সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে! তাইতো ব'ল্‌ছি আগে থেকে একটু সাবধান হ'!

মঞ্জরী। কারা তোমার এ সর্ব্বনাশ ক'রেছে?

চিত্রা। এই দেশের রাজার লোকেরা!

মঞ্জরী। সে কি?

চিত্রা। হ্যাঁ,—তুই বিশ্বাস কচ্ছিস না? সত্যি! আমরা যে গরীব। গরীবের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে কি ওদের বুকে বাজে? বাজে না! তা যদি বাজ্‌তো—তাহ'লে আমার এ অবস্থা কেন ক'র্ল্লে? কি অপরাধ আমি ক'রেছিলাম? (কাঁদিয়া ফেলিল)

মঞ্জরী। তুমি ঘরে ফিরে গেলে না কেন?

চিত্রা। ঘরে ফিরবো? হাঃ হাঃ হাঃ! দরজাগুলো যে বন্ধ ক'রে দিলে। কেউ তো ডাক্‌লে না! স্বামী নয়, ভাই নয়, মা নয়, বাপ নয়,—কেউ নয়! ব'ল্‌লে—তুই কলঙ্কিনী—দূর হ'য়ে যা। যাদের কাছে গিয়েছিলি—তাদের কাছে ফিরে যা!—না হয় আত্মহত্যা কর!

মঞ্জরী। বাড়ীর লোক এই কথা ব'ল্‌লে?

চিত্রা। হ্যাঁ,—তারাই তো বলে! তারা তো বাঁচবে!—তারা আমার

জন্য একঘরে হ'তে যাবে কেন? আমরা যে মেয়ে,—আমরা যে শুধু কাঁদতে পারি,—আগুনের মত জ্বলে উঠে সংসারটাকে তো পুড়িয়ে দিতে পারি না! আমাদের কথায় লোকে কান দেবে কেন?

মঞ্জরী। তুমি রাজার কাছে গেলে না কেন?

চিত্রা। কে রাজা? রাজা শিবসিংহ?—তার কাছে আমায় যেতে দেবে কেন? সে আমার ব্যথা বুঝবে কেন?—সে যে রাজা! মিথিলার অধিপতি! তার বুকে যদি এম্‌নি কথনো আগুন জ্বলে —তবে সে হয়তো আমাদের ব্যথা বুঝ্‌বে,—তার আগে নয়! সেই দিন তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো! সেই দিন তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রস্থান

মঞ্জরী। পাগল!—

প্রস্থান

শ্রীবিলাস ও অন্যান্য সকলের পুনঃ প্রবেশ

শ্রীবিলাস। কান্তলাল!

কান্ত। হুজুর!

শ্রীবিলাস। তোমাদের গাঁয়ের মধ্যে এই রাস্তাটাই দেখ্‌ছি সব চেয়ে রমণীয়।

কান্ত। আজ্ঞে তা'তে আর সন্দেহ আছে হুজুর! রমণীদের পুকুরঘাটে যাবার এইটেই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা। প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে ওদের চরণ রেণু। এ রাস্তা রমণীয় না হয়ে পারে হুজুর?

শ্রীবিলাস। বটে!

কান্ত। মা কালীর দিব্যি হুজুর!

শ্রীবিলাস। হাঃ হাঃ হাঃ কবি বিদ্যাপতির গাঁয়ে বাস করে তুমিও কবি হয়ে উঠলে দেখ্‌ছি হে কান্তলাল?

কান্তলাল। আজ্ঞে—হুজুর—

শ্রীবিলাস। ছাখো—এই পথেই রোজ বিকেলে আমাদের বেড়ানো দরকার। ভৈরবী-চক্রের কাজের অনেকটা সুবিধে হয়ে যেতে পারে। —কি বল?

কান্ত। আজ্ঞে, তাত বটেই।

শ্রীবিলাস। ওই যে গান গাইলে মেয়েটা, ওকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, ওকে যোগাড় করা চাই, বুঝেছ? কিহে? তুমি যে কথাই কইছ না?

চৌবে। (জনান্তিকে) সীতারাম! সীতারাম!

কান্ত। আজ্ঞে,—হুজুর—

শ্রীবিলাস। ওকে আজকেই নিয়ে আসা চাই!

চৌবে। (জনান্তিকে) সীতারাম, সীতারাম।

কান্ত। আজ্ঞে,—হুজুর,—ওকে বাদ দিলে হয় না?

শ্রীবিলাস। না হে না! ওকে আজকেই আনা চাই। ওর গান শুনেই আমি ঠিক ধরে ফেলেছি! ওর ভেতরে শক্তি লুকিয়ে আছে। আমাদের ভৈরবী চক্রের সাহায্যে সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে!

কান্ত। আজ্ঞে, ও যে আমার বোন হয়!

চৌবে। সীতারাম! সীতারাম!

শ্রীবিলাস। তোমার কে হয়?

কান্ত। আমার খুড়তুতো ভগ্নী। মা কালীর দিব্যি হুজুর! বসুদেব ওঝা যে আমার খুড়ো হন।

শ্রীবিলাস। আরে ব্যস্! তাহলে তো ভালই হলো হে। বেশী জোর জার করতে হবে না। তুমি নিজে গিয়ে একবার বুঝিয়ে বল্লেই সুড় সুড় করে চলে আস্‌বে।

কান্ত। তাতো আসবে—

শ্রীবিলাস। ব্যস,—তুমি নিজেই যাবে! আজ রাত্রেই,—বুঝলে?

কান্ত। আজ্ঞে, আমার ভগ্নীটাকেও এনে হুজুর ভৈরবী করবেন?

শ্রীবিলাস। নিশ্চয় করবো। ওতে নিন্দের কি আছে? ধর্ম্মকাজ! ওই ঠিক আমার ভৈরবীর উপযুক্ত হবে। ওকে আজকেই নিয়ে আসা চাই,—বুঝলে? এখন চল,—সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

অগ্রসর হইলেন

কান্ত। এই ব্যাটা চোবে, কথা বল্‌ছিস না যে? এখন উপায়?

চোবে। হাম ক্যা জানে?—সীতারাম! সীতারাম!!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিদ্যাপতির গৃহে মন্দাকিনীর কৃষ্ণমন্দির

বেলা অবসান প্রায়,—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু গাছের চূড়ায় চূড়ায় ম্লান হইয়া আসিতেছিল। মন্দিরের দরজা খোলা। মন্দাকিনীর নিজের হাতে গড়া কৃষ্ণ মূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। মন্দিরের দাওয়ার উপর বসিয়া মন্দাকিনী মালা গাঁথিতেছিলেন এবং মৃদুস্বরে গাহিতেছিলেন। পড়ন্ত বেলার এক ঝলক সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখের উপরে আসিয়াও বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছিল।

সেই সুরেতে বাজাও তোমার বাঁশী।
যে সুরে মোর হৃদয় বীণা
বাজে দিবানিশি॥
যে সুরেতে রাধারাণীর মজিয়েছিলে প্রাণ,—
যে সুর তোমার ব্রজের ধেনু শুনতো পেতে কান,
সে সুর তোমার ওগো প্রিয়
আমি ভালবাসি॥
তোমার মোহন সুর হে সখা
জাগে স্বপন মাঝে,—
রাঙিয়ে তোলে স্বপন পুরী
শান্ত মধুর সাজে।
সেই সুরে ওগো সেই সুরে—
(তুমি) বাঁধো প্রেমের ফাঁসী॥

মঞ্জরীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। এই যে মঞ্জরী!

মঞ্জরী। কি সুন্দর গাইছিলে বৌদি! এ গানখানা বুঝি দাদার কাছ থেকে কাল আদায় করলে?

মন্দাকিনী। না বোন, আমার ঠাকুরের গান তোর দাদা তো লিখে দেন না! অনেক সাধ্যি-সাধনা করে একখানা মাত্র আদায় করেছিলাম,—ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত! আর পারিনি।

মঞ্জরী। তবে কি ও তোমার নিজের তৈরি? বেশ গান কিন্তু! খুব ভাল হয়েছে!

মন্দাকিনী। ভাল মন্দ জানিনা বোন!—ঠাকুরের নাম, মনে এলো, সুর করে গেয়ে ফেল্‌লাম। জলের কল্‌সী কাঁখে নিয়েই দাঁড়িয়ে রইলি যে? ওটা ঠাকুর ঘরে রেখে আয়।

মঞ্জরী। ওমা! একি!

মন্দাকিনী। কি হলো?

মঞ্জরী। কলসীতে জল নেই তো! আমি যে এইমাত্র পুকুর ঘাট থেকে জল নিয়ে এলাম গো!

মন্দাকিনী। তোর মাথা নিয়ে এলি হতভাগী!

মঞ্জরী। সত্যি বৌদি!

মন্দাকিনী। লোকে যা বলে তা ঠিক! সত্যি তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

মঞ্জরী। ঠাট্টা নয় বৌদি। কিন্তু কি হলো বলতো? ওরা সব যা তা বকৃতে লাগ্‌ল, আর আমি হয়ত তাই জল ভরতে ভুলেই গেছি,—না বৌদি?

মন্দাকিনী। তাইত বলছি! পুকুর ঘাটে কদম গাছটাছ আছে নাকি? তারই তলায় বংশীধারী, বাঁকা হয়ে বাজায় বাঁশী,—বলে রাধা আয় আয় আয়?

মঞ্জরী। ছিঃ কি যে বল! আমি এখুনি আস্‌ছি বৌদি।

মন্দাকিনী। থাক্‌। এই ভর সন্ধ্যেবেলা আর একলা করে পুকুর ঘাটে যায় না।

মঞ্জরী। আমার একটুও দেরী হবে না বৌদি, আমি আস্‌ছি।

প্রস্থান

মন্দাকিনী। দেরী করিস্‌ নি,—আমি পথ চেয়ে রইলাম।

মঞ্জরী। (নেপথ্যে) আচ্ছা!

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। কার পথ চেয়ে রইলে গো? বাঃ সুন্দর মালা হয়েছে তো! ও কার জন্যে? আমার? না তোমার ঐ বংশীধারীর?

মন্দাকিনী। হ্যাঁ, আমার ঠাকুরের।

বিদ্যাপতি। তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি! আমার সে সৌভাগ্য যে চলে গেছে বহুকাল!

মন্দাকিনী। এ মালা তো তোমার গলায় মানাবে না।

বিদ্যাপতি। হাঁ, তা বটে। বানরের গলায় মুক্তা হার,—কি বল?

মন্দাকিনী। ছিঃ কি যে বল।

বিদ্যাপতি। সত্যি কথাই বলছি মন্দা!

মন্দাকিনী। বারে! এ মালা তোমার গলায় কি করে মানাবে বল? (হাসিয়া) ওতে তো রক্তজবা নেই?

বিদ্যাপতি। হুঁ,—তা বটে।

মন্দাকিনী। রাগ করলে?

বিদ্যাপতি। না, না, রাগ কিসের?

মন্দাকিনী। যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, এই নাও—পর, ঠাকুরের জন্ম আমি না হয় আর একটা মালা গাঁথছি।

বিদ্যাপতি। (ক্রুদ্ধভাবে) আমার দরকার নেই মন্দা। আর, মালা পরতে ইচ্ছেও আমার নেই। (গমনোদ্যত)

মন্দাকিনী। না, না, আমার ঘাট হয়েছে, রক্তজবার কথা বলে সত্যি আমি অন্যায় করেছি। চলে যেও না তুমি,—আমার মাথা খাও, শোন।

বিদ্যাপতি। বল! (ফিরিলেন)

মন্দাকিনী। আমার উপর তুমি রাগ করোনা গো। আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, আমার জ্ঞান কতটুকু? আমার শত অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, তো কে করবে বল?

বিদ্যাপতি। হুঁ!

মন্দাকিনী। সংসারে চল্‌তে গিয়ে পদে পদে আমার অপরাধ হবে, ত্রুটি হবে,—আর তোমাকে সবই ক্ষমা করে যেতে হবে। তোমার দুটী পায়ে পড়ি এই কথাটী তুমি আজ আমায় দাও! সত্যি বল্‌ছি, তোমাতে আমাতে মনের এই অমিল আমি আর সহ্য করতে পার্‌ছি না! বল?

বিদ্যাপতি। তার মানে, তুমি আমার ধর্ম্ম নিয়ে, আচার নিয়ে, নিষ্ঠা নিয়ে একটা ব্যবধান রেখেই চল্‌বে, আর আমি তা নিয়ে তোমায় কিছু বলব না! বাইরের লোকে জানবে আমরা স্বামী স্ত্রী,—এক

মন, এক আত্মা, কিন্তু ভেতরে চিরদিন থাকব আমরা সম্পূর্ণ আলাদা! কেমন এই ত?

মন্দাকিনী। আমার মনের ভাব ঠিক তোমায় আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আমায় ক্ষমা কর!

বিদ্যাপতি। আবার কি করে বুঝিয়ে বলবে মন্দা? এর চেয়েও সহজ করে বুঝিয়ে বলবার কিছু আছে নাকি?

মন্দাকিনী। এক ধর্ম্মমত নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মেলে না, তা ছাড়া আর কোনও অপরাধ তো আমি জ্ঞানতঃ করিনা?

বিদ্যাপতি। ধর্ম্মমত না মিল্‌তে পারে, কিন্তু তা নিয়ে বিরোধের সৃষ্টিই বা হবে কেন?

মন্দাকিনী। বিরোধ? কি বলছো তুমি?

বিদ্যাপতি। তুমি মদনমোহন পূজা কর, তাতে কি আমি বাধা দিই? যদি সত্যি বাধা দিতাম তাহলে তুমি মদনমোহন পূজা করতে পারতে না মন্দা!

মন্দাকিনী। আমি তা জানি।

বিদ্যাপতি। আমি তোমার মদনমোহনের মন্দিরে স্বচ্ছন্দে আসি যাই,—তোমার মদনমোহন পূজা প্রতিদিন দেখতে আসি। কিন্তু আমার বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরের উঠোনে পা বাড়ালেই তোমার জাত যায়।

মন্দাকিনী। জাত যায় না,—আমার ভয় করে।

বিদ্যাপতি। তার মানে?

মন্দাকিনী। বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে যাবার জন্য আমি অনেকদিনই চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। মন্দির প্রাঙ্গণে পা দিতেই আমার বুক কাঁপে! মনে হয় যেন দেবী মন্দির থেকে শুধু রক্তের স্রোত বেরিয়ে

এসে সমস্ত প্রাঙ্গণটা ভাসিয়ে দিচ্ছে। যেদিকে তাকাই, কেবল রক্ত! আমি ভয়ে পালিয়ে আসি।

বিদ্যাপতি। ভয়! কিসের ভয়?—মায়ের কাছে ভয় সন্তানের!

মন্দাকিনী। যে মায়ের মন্দিরে তাঁরই সন্তানের বলি হয়, যে মায়ের পূজার নৈবেদ্য তোমরা রক্ত দিয়ে সাজাও,—সে মায়ের মন্দিরে আমি যেতে পারি না।

বিদ্যাপতি। না, না,—তা যাবে কেন? যাবে তুমি তোমার ওই প্রেমের ঠাকুর মদনমোহনের কাছে—যার বাঁশী আর হাসি তোমায় মজিয়েছে!

মন্দাকিনী। (আর্ত্তস্বরে) কি বল্‌ছো তুমি? ঠাকুরের নিন্দে করছো? ওঃ—

বিদ্যাপতি। নিন্দে আমি কারও করিনি মন্দা! তোমার ঠাকুরকে নিয়েই তুমি থাক, স্বামীর দিকে আর চেও না। তোমার আর আমার মাঝখানে এক মহা সাগরের ব্যবধান! জানি এ জীবনে তা ঘুচবে না।—আমি যাই,—আমার আরতির সময় হলো!—

প্রস্থানোদ্যত

মন্দাকিনী। দাঁড়াও,—একটা কথা।

বিদ্যাপতি। মিছে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই মন্দা! আমার প্রাণের জ্বালা,—আমি যে কি আগুনে দিনরাত পুড়ে মর্‌ছি, সে তুমি বুঝবে না! বুঝবে না!

মন্দাকিনী। (আর্ত্তস্বরে) সে জ্বালার কারণ কি শুধু আমি? সত্যি বল!

বিদ্যাপতি। জানিনা!—হয়ত তাই!

প্রস্থান

মন্দাকিনী। উঃ—ঠাকুর! ঠাকুর! এ তোমার কি বিচার প্রভু? তোমাকে ভাল বাসতে শিখিয়ে কেন তুমি আমায় সংসারে পাঠালে? আর সংসারেই যদি পাঠালে তো আমার স্বামীকে সুখী করবার শক্তি কেন আমায় দিলেনা ঠাকুর? আমি পারিনা,—ওগো, আমি আর পারিনা—

মন্দিরের দাওয়ার উপর লুটাইয়া পড়িলেন

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। বৌমা,—ওকি! এই ভর সন্ধ্যেবেলা অমন করে পড়ে আছ কেন বাছা? ছিঃ ছিঃ ওঠো! ওঠো!

মন্দাকিনী। মা! (দুই চোখ তাহার অশ্রু ভারাক্রান্ত)

মহামায়া। কি হয়েছে মা?

মন্দাকিনী। না মা,—কিছু হয়নি।

মহামায়া। আমার কাছে লুকিও না মা! কিছু না হলে অম্‌নি করে পড়ে পড়ে কাঁদ্‌ছিলে কেন? বিদ্যাপতি বকেছে বুঝি?

মন্দাকিনী। না মা।

মহামায়া। তবে কি? তুলসীতলায় প্রদীপ দাও নি,—ঠাকুর ঘরে এখনো আলো জ্বালা হয়নি,—কি জানি বাছা, তোমাদের এ সব আদিখ্যেতা আমার ভাল লাগেনা বাপু! কেবল রেশারেশি, খালি ঠোকাঠুকী! দুজনাই কি সমান? আমায় কি একটু শান্তিতে থাক্‌তেও দেবে না তোমরা? আরে ছিঃ!

মন্দা। আমারই অন্যায় হয়েছে মা!

মহামায়া। সংসারে একটু ক্ষেমা ঘেন্না করে চলতে হয় মা। শুধু

নিজের জেদ বজায় রাখতে গেলে সব সময় চলে না।—নাও, নাও, ওঠো! বিদ্যাপতি কোথায় গেল? আমারই হয়েছে মুস্কিল। আর পারিনা জ্বালাতন!

মন্দা। স্বামীকে সুখী করতে আমি পারি নি,—হয় তো কোনও দিনই তা পারবো না। সে তো আমার প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বে না! এই পোড়া মুখ নিয়ে তা হলে আমি তার সংসারে পড়ে থাকি কেন? আমায় তুমি টেনে নাও ঠাকুর! এই সংসারের জ্বালা থেকে আমায় মুক্তি দাও! মুক্তি দাও!—

প্রস্থান

ছুটিয়া বসুদেবের প্রবেশ

বসুদেব। মঞ্জরী! মঞ্জরী!—কৈ? কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না?

মহামায়ার পুনঃ প্রবেশ

এই যে বৌঠাকরুণ! মঞ্জরী কৈ? আমার মঞ্জরী? সে এখানে আছে তো?

মহামায়া। কৈ, না! তাকে তো অনেকক্ষণ দেখি নি! কেন? কি হয়েছে?

বসুদেব। তবে ওরা যা বল্‌লে তাই ঠিক!—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌ-ঠাকরুণ! সর্ব্বনাশ হয়েছে!—মঞ্জরীকে ওরা কাছারী বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেছে।

মহামায়া। এঁ্যা! ধরে নিয়ে গেছে? কি বল্‌ছেন আপনি? কারা ধরে নিয়ে গেছে?

বসুদেব। সেই পাষণ্ড শ্রীবিলাস! হায়, হায় হায়! আমার জাত-ধর্ম্ম

আর রইলো না বৌ-ঠাকরুণ,—কিছুই আর রইলো না! কি করলে প্রভো? কি করলে? মরণ ছাড়া আজ আমার আর কোন গতি নেই বৌঠাকরুণ! মরণ ছাড়া গতি নেই! আমি যাই,—আমি যাই!

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান

মহামায়া। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!—শুনুন! শুনুন!

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। কি হ'য়েছে মা?

মহামায়া। ওরে সর্ব্বনাশ হয়েছে। মঞ্জরীকে ওরা ধ'রে নিয়ে গেছে।

বিদ্যাপতি। সে কি!—কারা ধ'রে নিয়ে গেছে!

মহামায়া। শ্রীবিলাসের দল।

বিদ্যাপতি। শ্রীবিলাসের দল?—তারা কি ভেবেছে গাঁয়ে আর মানুষ নেই! সমস্ত দেশ জুড়ে চ'লবে তাদের অত্যাচার—আর নীরবে আমরা তাই সহ্য ক'রবো? মা, আমি চল্লাম! দেখি যদি তাকে রক্ষা ক'রতে পারি!

প্রস্থানোদ্যত

মহামায়া। কিন্তু তুই একা গিয়ে কি ক'রতে পারবি বাবা?

বিদ্যাপতি। মা, তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদ থাকলে শুধু শ্রীবিলাস কেন স্বয়ং মহারাজ শিব সিংহকেও আমি ভয় করি না।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গড় বিসৃফি গ্রামের একপ্রান্তে রাজার কাছারী বাড়ী

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াগিয়াছে। একটি ঘরে শ্রীবিলাস উপবিষ্ট। কান্তলাল পার্শ্বে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান, চৌবের হাতে তালবৃন্ত। কান্তলাল এবং চৌবের মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

শ্রীবিলাস। কান্তলাল!

কান্তলাল। হুজুর!

শ্রীবিলাস। আমার পূজার আয়োজন সব প্রস্তুত?

কান্তলাল। হাঁ হুজুর—!

শ্রীবিলাস। সোমরস তৈরি করে রেখেছ?

কান্তলাল। রেখেছি হুজুর!

শ্রীবিলাস। সিদ্ধি? গাঁজা? ধুতুরো?

কান্তলাল। অষ্টসিদ্ধির সবই মজুত আছে হুজুর!

শ্রীবিলাস। বেশ, বেশ! ভৈরবী ক'জন জোগাড় হয়েছে বললে?

কান্তলাল। আজ্ঞে হুজুর,—তিন জন!

শ্রীবিলাস। মোটে তিন জন!—হাঁ, ভাল কথা,—সেই গাইয়ে মেয়েটী? তাকে আনা হয়েছে? তোমার সেই বোনটির কথা বলছি হে!

কান্তলাল। আজ্ঞে হাঁ!

শ্রীবিলাস। বেশ, বেশ। তোমার ভগ্নী বিধবা হয়েছে বললে না?

কান্তলাল। আজ্ঞে হাঁ!

শ্রীবিলাস। চমৎকার!

কান্তলাল। আজ্ঞে হুজুর,—বিধবা হয়েছে,—চমৎকার ?

শ্রীবিলাস। নিশ্চয় !—বন্ধন মুক্ত ! ওকেই আমার চক্রের প্রধানা ভৈরবী কর্‌বো ! বিশেষতঃ তোমার ভগ্নী, ও যে আমার বিশেষ স্নেহের পাত্রী।

চৌবে। (জনান্তিকে) সীতারাম ! সীতারাম !

শ্রীবিলাস। বুঝেছ ?

কান্তলাল। আজ্ঞে হাঁ !

শ্রীবিলাস। সব কথাতেই 'আজ্ঞে হাঁ' ? আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছুই বুঝতে পার নি।

কান্তলাল। আজ্ঞে, ভৈরবী-চক্রের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ব্যাপার না জান্‌লেও কিছু কিছু বুঝি বই কি হুজুর।

শ্রীবিলাস। কিছু কিছু বোঝ ? হাঃ হাঃ হাঃ—ক্রমে সবই বুঝতে পার্‌বে। তোমায় আমি গুরুজী ভৈরবানন্দের চেলা করে নেব। ভাব্‌ছ কেন ? এখন যাও তো, তোমার ভগ্নীকে এখানে নিয়ে এসো। দীক্ষা দেবার পূর্ব্বে তার কর্ত্তব্যগুলো একবার বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

কান্তলাল। আজ্ঞে, ঐ কাজটি আমাকে মাপ্‌ কর্‌তে হবে।

শ্রীবিলাস। কেন ?

কান্তলাল। আজ্ঞে, আমার ভগ্নীর ঐ ভৈরবী মন্ত্রে দীক্ষা-ফিক্ষা ব্যাপারে আমার এখানে উপস্থিত থাকা চল্‌বে না।

শ্রীবিলাস। চল্‌বে না ?

কান্তলাল। না হুজুর ! মা কালীর দিব্যি !

শ্রীবিলাস। তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ কান্তলাল যে তোমার মরণ-কাঠি

জিয়ন-কাঠি আমার হাতে!—হিসেবের খাতায় দু' টাকা লিখে, পাঁচ টাকা নজরানা আদায় করা আর তিন টাকা নিজে আত্মসাৎ করা, —এসব জোচ্চোরি আমার আর জান্‌তে বাকী নাই!

চৌবে। (জনান্তিকে) সীতারাম! সীতারাম!

শ্রীবিলাস। এ সমস্ত অপরাধের কি বখ্‌শিষ জান তো?—শূল!

কান্তলাল। মা কালীর দিব্যি হুজুর! এই চৌবে বেটাই যত নষ্টের গোড়া!

চৌবে। সীতারাম! সীতারাম!

শ্রীবিলাস। যাও—তাকে নিয়ে এস!

কান্তলাল। দোহাই হুজুর, মা কালীর দিব্যি!

শ্রীবিলাস। (কঠিন স্বরে) যাও!

মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। কাউকে আন্‌তে যেতে হবে না! আমি নিজেই এসেছি। আপনার কি বল্‌বার আছে, বলুন?

শ্রীবিলাস। এই, তন্ত্রের দু' একটা কথা,—সাধন পথের দুটো উপদেশ। অন্য কিছু নয়।

মঞ্জরী। তা' শুনে আমার লাভ?

শ্রীবিলাস। ভৈরবী চক্রে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে এই সব তন্ত্রের উপদেশ জানা থাক্‌লে সিদ্ধিলাভটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই ধর না কেন—

মঞ্জরী। কিন্তু ভৈরবী তো আমি হব না!

শ্রীবিলাস। হাঃ হাঃ হাঃ—ভৈরবী কি কেউ ইচ্ছে কর্‌লেই হতে পারে

সুন্দরী? সে যে বহু ভাগ্যের ফল! এই যে তুমি এখানে এসেছ,—

মঞ্জরী। আমি ইচ্ছে করে তো আসি নি?

শ্রীবিলাস। যাই হোক,—এই যে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে,—

মঞ্জরী। ভৈরবী হবার কথা বলে নয়। আমাকে এখানে আনা হয়েছে স্তোক দিয়ে,—আমার ঐ গুণধর দাদাটির অসুস্থতার মিথ্যা সংবাদ দিয়ে। আমি আসতে চাই নি কিন্তু আপনার লোকজন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে নিয়ে এসেছে।

কান্তলাল। হুজুরের অনুমতি হ'লে, আমি একটু অন্তরালে যাই।

শ্রীবিলাস। আচ্ছা কান্তলাল তুমি এখন যেতে পার,—আমি তোমার ভগ্নার সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা কয়েই আবার তোমাকে ডাকছি।

মঞ্জরী। না কান্তদা,—তুমি যেও না।

শ্রীবিলাস। আহা হা! তুমি বুঝতে পারছ না। ভৈরবী চক্রের উপদেশগুলো অত্যন্ত গোপনীয়।

মঞ্জরী। আপনাকে তো আমি গোড়াতেই বলেছি,—ভৈরবী হবার আমার উপায় নেই। আমার নিজের বলতে কিছুই নেই, সব আমি বহু পূর্ব্বে অন্য দেবতার পায়ে উৎসর্গ করে ফেলেছি।

শ্রীবিলাস। আরে সে তো চুকে গেছে অনেক কাল! তার সঙ্গে আর তোমার এখন সম্বন্ধ কি? এখন তো তুমি বন্ধনমুক্ত!—নীল আকাশের মুক্ত পাখী! কেন মিছে ভাবছো? তোমায় আমি সাধন প্রণালী শিক্ষা দেব,—তোমায় আমি শ্রেষ্ঠা ভৈরবী করে সমাজে প্রতিষ্ঠিতা করবো।

মঞ্জরী। হ্যাঁ! তাই আপনি আমাকে সমাজের কাছে লাঞ্ছিতা করে এখানে, এই নরকে টেনে নিয়ে এসেছেন!

শ্রীবিলাস। সেকি? কেউ কি তোমার অমর্য্যাদা ক'রেছে—সুন্দরী? —কান্তলাল!

কান্তলাল। জানি না হুজুর।

মঞ্জরী। আপনারই হঠকারিতার ফলে আজ আমি গৃহহীনা, আশ্রয়হীনা! এই পোড়া মুখ নিয়ে ঘরে ফিরে যাবার উপায় আমার নেই!

শ্রীবিলাস। না, না, তুমি আশ্রয়হীনা নও সুন্দরী! কেন মিছে ভাবছ? ধর্ম্মে মন দাও,—দেখবে মনের সমস্ত গ্লানি দূর হ'য়ে গেছে। এখন থেকে আমিই তোমার একমাত্র আশ্রয়। আমাকে অবলম্বন ক'রেই তোমার ধর্ম্মের উপর আসক্তি আস্‌বে। তোমার সাহচর্য্য লাভ ক'রেই আমি আমার মহা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবো। শিবোহং! শিবোহং!!

চৌবে। (জনান্তিকে) সীতারাম! সীতারাম!!

শ্রীবিলাস। ভেবে ছাখ—আমিই শিব, আমিই সত্য, আমিই সুন্দর, আমিই সেই পরম পুরুষ! আর তুমি?—তুমি শক্তি, তুমিই সেই পরমা-প্রকৃতি!! তুমি আমি ছাড়া সংসারে কিছুই নেই, কিছু থাক্‌তে পারে না,—

মঞ্জরী। ঠাকুর! ঠাকুর!!—একি পাপ! এ কোন্ নরকে আমায় টেনে আন্‌লে হরি?

কান্তলাল। এখানে আর আমার থাকা চল্‌লো না হুজুর! মা কালীর দিব্যি!—

দ্রুত প্রস্থান

শ্রীবিলাস। চৌবে!

চৌবে। হুজুর!

মঞ্জরী। ঠাকুর! ঠাকুর! এ আমার কি করলে? কি করলে দয়াময়?

হতাশভাবে বসিয়া পড়িল

শ্রীবিলাস। সোমরসটা এখানে দিয়ে যা তো!

চৌবে। যো হুকুম,—সীতারাম! সীতারাম!!

প্রস্থান

বিলাস। ওঠো, ওঠো সুন্দরী!

মঞ্জরী। (উঠিয়া) আপনার আর কিছু বলবার আছে?

শ্রীবিলাস। নিশ্চয়। ভজন-প্রণালী সম্বন্ধে তোমাকে তো এখনও কিছুই বলা হয় নি।—এই যে, এনেছিস্!

সোমরসের পাত্র হস্তে জনৈক ভৃত্য এবং চৌবের প্রবেশ

রাখ্, এইখানে রাখ্—যা, কাছারিতে যা। নজরানার টাকা আর কেউ আন্‌লো কিনা ছ্যাখ্। কান্তে ব্যাটার দিকে একটু নজর রাখিস্। ওর হাত-টানের মাত্রাটা একটু বেশী!—ফাঁকি না দেয়!

চৌবে। যো হুকুম—! সীতারাম! সীতারাম!!

প্রস্থান

শ্রীবিলাস। এই যে দেখছো সুন্দরী রক্তাভ তরল পানীয়,—এর নাম হচ্ছে সোমরস। স্বর্গের দেবতারা এই সোমরস পান ক'রেই অমর হয়েছিলেন।

পান করিলেন

এই নাও পান কর।

মঞ্জরী। মদ আমি খাই না।

শ্রীবিলাস। মদ? হাঃ হাঃ হাঃ—কলিতে মূর্খ লোকেরা একে বলে মদ। তোমারও সেই কুসংস্কার আছে দেখছি!—হাঃ হাঃ হাঃ—তারা জানে না যে স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে এর গুণ বদলায়! অত্যন্ত রহস্যময়! আমিই কি ছাই আগে সব জানতাম্? গুরুজীর কাছে শুনে এর প্রকৃত মহিমা বুঝতে পেরেছি। যদি তুমি একে নিতান্তই বল "মদ",—ব্যস্! এইবারে আর 'মদ' নয়! এই তিনটি আঙ্গুলের মাথায় চড়ে এর নাম হ'য়ে গেল 'কারণ'! অতি চমৎকার জিনিস! সাধন পথে এ না হ'লে চলেনা। এই কারণই হ'লো সাধকের কাছে—সে পথের প্রধান সহায়।

মঞ্জরী। এ সব আমি বুঝ্‌বো না,—দয়া করে আমায় যেতে দিন।

শ্রীবিলাস। সে কি গো? যাবে কি? যাবার জন্য কি তোমায় এখানে আনা হয়েছে?—নাও নাও,—খেয়ে ফেল। মনে স্ফূর্ত্তি আস্‌বে—সেই সত্যকে, সেই সুন্দরকে পাবার জন্য প্রাণে শক্তি পাবে!—নাও!

মঞ্জরী। ঠাকুর! ঠাকুর! রক্ষা কর! রক্ষা কর!

শ্রীবিলাস। হাঃ হাঃ হাঃ—রক্ষা কর! এখানে রক্ষা করবে কে? আমি,—আমি! এস সুন্দরী, আমার কাছে এস!—

হাত ধরিলেন

মঞ্জরী। দূর্ হ'—আমায় স্পর্শ করিস্ না পিশাচ!

হাত ছাড়াইয়া লইলেন

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। এই যে মঞ্জরী! এসব কি?

মঞ্জরী। দাদা! দাদা!!

বিদ্যাপতির বুকে মুখ লুকাইলেন

শ্রীবিলাস। (জড়িত স্বরে) কেহে তুমি অসময়ে রসময়? তোমাকে ত পূর্ব্বে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না? তোমার নাম?

বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি।

শ্রীবিলাস। ব্যস্! বিদ্যা—পতিই হও আর পিতাই হও,—এখানে তোমার প্রয়োজন?

বিদ্যাপতি। আমার ভগ্নীকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

শ্রীবিলাস। তোমার স্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়? আমার ধর্ম্ম চর্চ্চায় তুমি বাধা দিচ্ছ,—এর শাস্তি কি জান?

বিদ্যাপতি। এর নাম ধর্ম্মচর্চ্চা নয়। এ হচ্ছে ধর্ম্মের ছল করে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার! ধর্ম্মের আবরণে গা ঢেকে নিজের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা!

শ্রীবিলাস। স্তব্ধ হও! আমি কে এখনও তুমি ঠিক বুঝতে পারনি! ইচ্ছে করলে এখনই তোমায় আমি শূলে দিতে পারি তা' জান?

বিদ্যাপতি। আপনি তা পারেন, আমি অস্বীকার করি না। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান্। কিন্তু তবু আমি বলবো এ ধর্ম্মচর্চ্চা নয়। এই নিরীহ বালিকা, একে আপনি জোর ক'রে ধরে এনেছেন ধর্ম্মের নামে পাপের পথে!

মঞ্জরী। ঠাকুর, এ আমার কি করলে প্রভু? দাদা, দাদা,—আমার কপালে এই ছিল? উঃ—ঠাকুর! ঠাকুর!

কাঁদিয়া ফেলিলেন

বিদ্যাপতি। ডাক্ মঞ্জরী, ঠাকুরকে চীৎকার ক'রে ডাক্। তিনি যদি সত্য হ'ন তাহ'লে তোদের আর্ত্ত চীৎকারে তাঁকে নেমে আসিতেই হবে—এ পাপ বেশী দিন সইবে না—

শ্রীবিলাস। ব্যস্! ব্যস্!! চুপ কর।—এখানে গলাবাজি করে কোন লাভ নেই। আপাততঃ কয়েদ ঘরে গিয়ে চীৎকার করগে।—এই ও, চৌবে! তেওয়ারী!—হনুমান পাঁড়ে—

শিবসিংহের প্রবেশ

শিবসিংহ। কি হুকুম?

শ্রীবিলাস। বাঁধো ইস্কো! বাঁধো!—একি!—কে?

শিবসিংহ। সুরার নেশায় চিন্‌তে পারছ না কাপুরুষ? তেওয়ারীও নই, চৌবেও নই,—আমি শিবসিংহ,—মিথিলার রাজা!

শ্রীবিলাস। মহারাজ!—আপনি?—এমন অসময়ে?

শিবসিংহ। হ্যাঁ আমি! বড় অসময়েই এসে পড়েছি না? কি আর করব বল? যে মুহূর্ত্তে শুনতে পেলাম যে তুমি নর পিশাচ গড় বিস্‌ফীতে এসে অত্যাচার আরম্ভ করেছ, আর আমার বন্ধু কবি বিদ্যাপতির বাস এই গ্রামেই,—আমাকে আস্‌তে হ'ল! বাধ্য হ'য়ে গভীর রাত্রির অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়তে হলো!

শ্রীবিলাস। আমি তো এখানে এসে ধর্ম্ম চর্চ্চাই করছি মহারাজ—

শিবসিংহ। চুপ কর! তুমি সমাজের কলঙ্ক, আমার রাজ্যের কলঙ্ক!

এই মুহূর্তে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাও! আমি যেন আর তোমার মুখ দেখতে না পাই! যাও, বিলম্ব করোনা। যাও!—

শ্রীবিলাস। আজ্ঞে, হাঁ,—যাচ্ছি,—যাচ্ছি।

প্রস্থান

বিদ্যাপতি। মহারাজ!

শিবসিংহ। মহারাজ নই ভাই,—বন্ধু! বন্ধু! এস মা! আমার সঙ্গে এস।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বিদ্যাপতির বাস গৃহে বিশ্বেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গণ

কাল,—প্রাতঃ। একজন ভিক্ষুক গান গাহিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দুই হস্তে দুইটি ফুলের সাজি লইয়া বিদ্যাপতি প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষুকের গান

মিছে ভুল করে তুই মরিস্ ঘুরে
কেবা কৃষ্ণ কেবা কালী।
সে যে মহা কালের মন মোহিনী
(আবার) ব্রজপুরে বনমালী॥
ভুলে যা তোর তন্ত্র বেদ্
হরি হরে নাই ভেদাভেদ্
সোহং জ্ঞান ভুলে কেন
অহং জ্ঞানে দিন খোয়ালি॥

প্রস্থান

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। মন্দাকিনী কোন দিনই বিশ্বেশ্বরী মন্দিরে আসে না। আজ দেখি সে আসে কি না। আজ বাগানের সমস্ত ফুল তুলে এনেছি। দেখ্‌বো সে কেমন ক'রে তার মদনমোহনের পূজা করে!

মন্দিরের দরজায় প্রণাম করিয়া পূজায় বসিলেন। পাড়ার লোকজন বাদ্য ধ্বনি করিতে লাগিল। পূজা সমাপনান্তে বিদ্যাপতি অঞ্জলি দিতেছিলেন :—

ওঁ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। বিদ্যাপতির মনে হইল যেন উহা পড়িয়া গেল

বিদ্যা। একি হলো মা? সন্তানের উপর কি রাগ কর্‌লি? আমার অঞ্জলি গ্রহণ করলি না?—

আবাহনং ন জানামি—নৈব জানামি পূজনং।

বিসর্জ্জনং ন জানামি—ক্ষমস্ব পরমেশ্বরী ॥

আবার অঞ্জলি প্রদান করিলেন—এবারেও পড়িয়া গেল

বিদ্যাপতি। একি! তবু গ্রহণ করলি না মা? তবে কি,—না, না, আবার দেব—আবার দেব!

নমস্তে জগচ্চিন্ত্য মান স্বরূপে।

নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞান রূপে ॥

নমস্তে সদানন্দ নন্দ স্বরূপে।

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ॥

আবার মন্ত্র পড়িয়া অঞ্জলি প্রদান—এবারেও পড়িয়া গেল

বিদ্যাপতি। একি! আবার! মা! মা!—

চীৎকার করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। কিরে? কি হয়েছে?

বিদ্যাপতি। দেবী আজ আমার অঞ্জলি নিলেন না মা!

মহামায়া। ওমা! সে কি! কেন?

বিদ্যাপতি। বুঝ্‌তে পেরেছি মা,—আমি মহাপাপ ক'রেছি। তুমি সত্য

বলেছিলে,—হরি আর হর আমি পৃথক করে দেখেছি, মন্দাকিনীকে শাস্তি দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আমি অবজ্ঞা করেছি! এ আমার মহাপাপ! প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে!। অবিলম্বে—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে। মন্দাকিনী! মন্দাকিনী!—

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন

মহা। বিদ্যাপতি! কোথা যাস্ বাবা?

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে! বৌঠান্ রাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

মহামায়া। অ্যাঁ—সে কি!—

বিজয়। হাঁ মা, ভোলার সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল। বললেন বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। কিছুতেই ফিরে এলেন না।

মহামায়া। না, না, ভোলা হয়ত ভুল দেখেছে। সে তো বাড়ীর বাইরে কখনো পা বাড়ায় না। হয়তো এখনও সে মদনমোহনের মন্দিরে পূজা ক'র্চ্ছে!

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। না, মা! এ বাড়ীর কোথাও সে নেই। দেখে এলাম তার কৃষ্ণমন্দির শূন্য—বুঝি আমার হৃদয়ও আজ শূন্য!—আমি চ'ল্‌লাম মা, যদি কোনও দিন তাকে ফিরে পাই, তবেই আমি ফিরে আসব—তা নইলে,—ওঃ—মন্দাকিনী—মন্দাকিনী—

ছুটিয়া প্রস্থান

মহামায়া। বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি, শোন বাবা শোন—

উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাহাড়ের গায়ে সাঁওতাল পল্লী

কাল,—সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বভাগ। সর্দ্দার দিলসুখ একটা পাথরের উপরে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল, অন্যান্য সাঁওতালগণ মহানন্দে নৃত্যগীত করিতেছিল

গীত

কুপ্পা দিদির গুপ্পা মেয়ে তুলতে গেল ফুল।
ফুলের কাঁটায় বেঁইধে গেল খোঁপার এলোচুল,
(ও তার) খোঁপার এলোচুল॥

সর্দ্দার। ওরে মুন্নিয়া!

মুন্নিয়া। হুকুম সর্দ্দারজী?

সর্দ্দার। আজ কয়ঠো বাঘ মারিয়েছিস্ রে?

মুন্নিয়া। তিনঠো। দুইঠো ধাড়ী, একঠো বাচ্ছা!

সর্দ্দার। বাচ্ছা! আরে ফিন্ বাচ্ছা মার্‌লি কেনে? কেতোবার তুঁহাদেরকে হামি মানা করিয়ে দিয়েছেনা? হামার হুকুম শুনিস্ নাই?

মুন্নিয়া। হামারা কসুর নেই আছে সর্দ্দারজী!

সর্দ্দার। ফিন বাত্ করছিস? কসুর নেই?—আলবৎ আছে!

মুন্নিয়া। হামিতো ধাড়ীঠো মারতে কাঁড় ছুঁড়লো! লেকেন বাচ্ছাভি ওর বগল্‌মে ছেল,—হামি দেখে নাই। এক সাথ্ বিঁধিয়ে গেলো।

সর্দ্দার। হুঁ!—(মদ্যপান)

মুন্নিয়া। হাম্‌কো মাফ্ কর সর্দ্দারজী, হামি নাক থৎ দিইছে। বাচ্ছা আউর মারবে নাই।

সর্দ্দার। আচ্ছা যা। বাচ্ছাকো গঙ্গাজীমে ফেঁক্‌দে—আউর এ কাম কভি করিস্ নাই। এই, তুঁহারা সব শুনিয়ে লে,—যো দুষমণ হোবে, মানুষ হোই, জন্তু হোই, জানোয়ার হোই, উস্‌কো কলিজা ছিঁড়িয়া লিবি,—শিরকা ঘিউ নিকাল দিবি। আউর যো দুষমণ নেই হোবে, কুছ্ বল্‌বি নাই,—সেলাম বোল্‌কে পথ ছোড়িয়া দিবি! ব্যস্!—

মদ্যপান

সকলে। বহুৎ আচ্ছা সর্দ্দারজী!

সর্দ্দার। দেখ্, আউর এক বাত। জেনানাকো কভি মারবি নাই। জেনানা শয়তানী কোরবে তো—গাঁওসে বাহার করিয়ে দিবি। দুষমণি কোরবে তো চুল কাটিয়ে ঘাড় ধরিয়ে গাঁওসে তফাৎ করিয়ে দিবি। লেকেন জান লিবি নাই। উহারা সব মায়ের জাত আছে।

সকলে। বহুৎ আচ্ছা সর্দ্দারজী!

সর্দ্দার। ওরে—দিল্‌মতিয়া!—

দিলমতিয়ার প্রবেশ

দিলমতিয়া। বাপুজী!

সর্দ্দার। সব তৈয়ারি হইয়ে আয়, হামি তুঁহাদের গান শুনিবে মারি!

দিলমতিয়া। আচ্ছা বাপুজী!

প্রস্থান

সর্দ্দার। এই-লে, সব খাইয়ে লে, হামি আউর খাবে নাই। এই ঝিণ্টু, মুন্নি, সব কুথাকে গেলিরে, চলিয়ে আয় সব, ফূর্ত্তি কর্—ফূর্ত্তি কর্!

গান গাহিতে গাহিতে সাঁওতাল রমণীগণের প্রবেশ

গীত

আজু মানা সজনি লো আন্‌তে ঝরণার জল।
পথের মাঝে আঁধার সাঁঝে বাজবে পায়ের মল,—
পিয়া ধ'রবে লো আঁচল ॥
ঝুম্‌কা ফুলের দুল কানে, খোপায় শিরিষ ফুল,—
জল ভরিতে অজানিতে হারিয়ে যাবে কুল
তোরা হবি লো বিভোল্ ॥
দখিণ হাওয়া দোল্ দিয়ে যায়
নাগ কেশরের বুকে।
ভোম্‌রা গানে আবেশ আনে
বন চামেলির চোখে ॥
দোলন্ চাঁপা ফুলের মালা গন্ধে মন পাগল,—
নয়া সুরে বাজে বাঁশী বাজে লো মাদল্
হিয়ায় কিসের নাচন বল্ ॥

নেপথ্যে দামামাধ্বনি

সর্দ্দার। (দামামার শব্দ শুনিয়া) ও কিরে মুন্নিয়া?

মুন্নিয়া। সর্দ্দার,—দুষমণ!

সর্দ্দার। দুষমণ!

ছুটিয়া কয়েকজন সাঁওতালের প্রবেশ—সঙ্গে মন্দাকিনী ও সন্ন্যাসীদ্বয়

সর্দ্দার। কিরে ঝিণ্টু?

ঝিণ্টু। এই জেনানাকো সাধুলোক ধরিয়ে লিয়ে যাইছে।

সর্দ্দার। জেনানা? কাঁহার জেনানা?

ঝিণ্টু। ও হামি জানেনা। সাধুলোক কঁইছে বোল্ "হর হর ব্যোম্" জেনানা খালি রুঁইছে আউর কঁইছে—"হা ঠাকুর! হা কিষ্টু!"

সর্দ্দার। হুঁ!—ক্যা সাধুজী? হর হর ব্যোম্—এঁ্যা?

সন্ন্যাসীদ্বয়ের দিকে অগ্রসর হইল

মন্দাকিনী। সর্দ্দার বাবা!

সর্দ্দার। বোল্ সাধুমায়ী।

মন্দা। আমি তো আর কাউকে ডাকিনা—শুধু কৃষ্ণকেই ডাকি! আমায় তোমরা দয়া করে ছেড়ে দাও।

সর্দ্দার। নেহি মায়ী, তুঁহাকে তো হামি লোক এখন ছাড়্তে পারবেক নাই।

মন্দা। কেন বাবা? আমি ভিখিরী, আমায় নিয়ে তোমরা কি ক'র্বে? তোমার দুটী পায়ে পড়ি বাবা, আমায় ছেড়ে দাও। আমার প্রাণ কাঁদ্ছে! বৃন্দাবন দেখ্বার জন্য আমার প্রাণ বড় কাঁদছে! দয়া ক'রে আমায় যেতে দাও!

সর্দ্দার। বিন্দাবন? সে কুথা আছে?

মন্দা। বৃন্দাবনের নাম শোননি? সে কি? তোমরা কৃষ্ণপূজা করনা?

সর্দ্দার। নেহি মায়ি! হামি লোক গাছ পূজা করে, সুরজ পূজা করে, পাথর্ পূজা করে।

মন্দা। পাথর? ঐ পাথরইতো শ্রীকৃষ্ণ! চূড়া বাঁশী ছেড়ে ঐ পাথরের শালগ্রাম রূপেই যে তাঁর অন্ত লীলা। তিনি যে লীলাময়! পাথর পূজার ছলে তোমরা যে তাঁরই পূজা ক'চ্ছ! তাঁকেই ডাক্‌ছো!

১ম সন্ন্যাসী। বটে আর কি! পাথরে শুধু শালগ্রাম হয়? অন্য কোন মূর্ত্তি হয় না?

মন্দা। হবেনা কেন? সব হয়। ভগবানকে যে মূর্ত্তিতে পূজা ক'রে তুমি আনন্দ পাবে, তৃপ্তি পাবে, তিনি সেইরূপেই এসে তাঁর ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!

১ম সন্ন্যাসী। সব ভণ্ডামী! একমাত্র মহাদেব সদাশিবের পূজাই হ'চ্ছে পূজা! আর সব ভণ্ডামী! তোকে তাই দেখাব ব'লেই তো নিয়ে যাচ্ছিলাম মঠে। একবার গুরুদেব ভৈরবানন্দজীর পূজার বহরটা যদি দেখ্‌তিস্—তোর মুণ্ডু ঘুরে যেত।—চোখ বুজে পূজা ক'র্‌তে ক'র্‌তে গুরুদেব মাটী থেকে পাক্কা একহাত উপরে উঠে যান। দেখ্‌তে পেলিনাতো মাগী!

সর্দ্দার। এই ও!—চুপ্ কর সাধুজী, চুপ্ কর।—তুই কুথাকে যাবি মায়ি? ক্যা নাম বল্‌লি?

মন্দা। বৃন্দাবন! আমায় যেতে দাও বাবা!

সর্দ্দার। সে কেতো দূরে আছে?

মন্দা। জানিনা বাবা—শুনেছি অনেক দূর!

সর্দ্দার। তব্? তু মায়ি তো সেখাকে একলা যেতে পারবেক নাই! ফিন্ ই-সব ভণ্ড সাধুকা হাত্‌মে পড়বি।—ওরে মুন্নিয়া!

মুন্নিয়া। হুকুম সর্দ্দারজী!

সর্দ্দার। তু আউর ঝিণ্টু সাথ্‌মে যা। কাঁড়্‌লে, বর্ষা লে, কোই দুষমণি কর্‌বেতো, উস্‌কো কলিজা নিকাল দিবি—যা!

মুন্নিয়া। চল্‌ মায়ি!

মন্দা। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন বাবা!

সর্দ্দার। তু যা মায়ি, তুঁহার কথা হামি ইয়াদ রাখবে! পাথরমে কিছু আছে। সাচ বাত্‌!—

মন্দা, মুন্নিয়া এবং ঝিণ্টুর প্রস্থান

সর্দ্দার। (আসন গ্রহণ করিয়া) ব্যস্‌! বোল্‌ সাধুজী, কিছু বোল্‌। জল্‌দি!

১ম সন্ন্যাসী। এখনও ব'ল্‌ছি ব্যাটারা সাবধান। ভস্ম হ'য়ে যাবি! ভাল চাস্‌তো এখনও আমাদের ছেড়ে দে! নইলে এই ছাড়্‌লাম অভিশাপ!

সর্দ্দার। অভিশাপ? হাঃ হাঃ হাঃ—কেত্তো বড় সাপ ছোড়বি? এতো বড়? হাঃ হাঃ হাঃ—কেউটে, ময়াল, বোরা, গক্ষুর,—কেতো কেতো জবরদস্ত্‌ সাপ হামি লোক গলা পর ঝুলিয়ে রাখে! জানিস? অভিশাপকে হামিলোক ডরায়না।

১ম সন্ন্যাসী। কচু খেলে যা! সাপ নয়রে ব্যাটারা, শাপ নয়,—অভিশাপ! তোদের গুষ্টির মুণ্ডু!

সর্দ্দার। মুণ্ডু? হাঃ হাঃ হাঃ—

১ম সন্ন্যাসী। আমাদের অভিশাপের তেজতো দেখিস্‌নি! এক্ষুনি মুখ থেকে আগুন বেরুবে।. সব ব্যাটারা পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবি! জানিস্‌?

২য় সন্ন্যাসী। কেন মিছে ওদের ভয় দেখাচ্ছ' থট্টাচার্য্য দাদা ? ও ব্যাটাদের কি ভয় বলে কোনও জিনিস আছে ? সব ব্যাটারা জংলী ভূত ! তার চেয়ে বিনয় ক'রে দুটো উপদেশ দিয়ে ছ্যাখো, যদি ছেড়ে দেয় !

১ম সন্ন্যাসী। তুমি চুপ্ কর, আমি দেখ্ছি ব্যাটাদের !

২য় সন্ন্যাসী। ও চুপ করা করি নয় ! যা ব'ল্লাম, তাই চেষ্টা ক'রে দেখ !

১ম সন্ন্যাসী। তবে যাও—দেখ তুমি চেষ্টা করে।

২য় সন্ন্যাসী। সর্দ্দার বাবা ! এবার আমাদের তাহ'লে দয়া ক'রে যেতে দাও !

সর্দ্দার। নেহি !

২য় সন্ন্যাসী। কাঁহে সর্দ্দার বাবা ? আমরা সন্ন্যাসী মানুষ। আমাদের মেরে দয়া ক'রে তোমাদের কি হবে সর্দ্দার বাবা ?

সর্দ্দার। তুঁহাদের সাথে হামি দুইটো বাত্ ক'র্বে !

২য় সন্ন্যাসী। ও !—দেখ্লে থট্টাচার্য্য দাদা ? তুমি গোড়া থেকে ওকে চটিয়ে দিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছ। নাও, এইবার ঠেলা সাম্লাও !

সর্দ্দার। ইধার বৈঠ্যা সাধুজী !

২য় সন্ন্যাসী। আর দয়া ক'রে ব'সে কাজ নেই বাবা ! তোমার যা বল্বার দয়া করে ব'লে ফেল, আমরা দয়া ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুন্ছি !

সর্দ্দার। আচ্ছা,—ধরম্ লিয়ে তুঁহারা লড়াই করিস্ কেনে ? কিষ্টু নাম শুনিয়ে তুঁহারা কানমে হাত লাগাস কেনে ?

১ম সন্ন্যাসী। কচু খেলে বা ! বেটা যেন ধর্ম্মের গুরু ঠাকুর।

আমাদের আবার ধর্ম্ম শেখান হ'চ্ছে। বেটা জংলী ভূত, অনার্য্য কোথাকার।

সর্দ্দার। আরে হামি লোক ত' জংলী ভূত আছে, আউর তুঁহিলোক ? চোর আছে, ভণ্ড আছে,—বদ্‌মাস আছে!

১ম সন্ন্যাসী। তবে রে ব্যাটা! ফের্ গালাগাল ? তোর প্রাণের ভয় নেই ? দেখ্‌বি মজা ? দাও তো ভায়া রুদ্রাক্ষের মালাটা আর হরিতাল ভস্মটা, অভিশাপের আগুনে বেটাদের পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিই!

সর্দ্দার। আরে কেতুয়া, দে তো হামার বর্শা! ভণ্ড সাধুকা লহু লাল আছে কি কালা আছে একদফে পরখ করিয়ে লিই।

২য় সন্ন্যাসী। হয়েছে বাবা, হয়েছে! আর দয়া করে পরখ্ করে কাজ নাই। আমার এই খট্টাচার্য্য দাদাটির কথা তুমি ধরোনা বাবা। দিনরাত হবিষ্যি ক'রে—আর হোম ক'রে ক'রে আমার দাদার মেজাজটা দয়া করে একটু রুক্ষু হ'য়ে গেছে। ওঁর কথায় দয়া করে মোটেই তুমি রাগ ক'রোনা সর্দ্দার বাবা!

সর্দ্দার। এই, জল্‌দি কিছু বোল্। নেই তো এই হামি ছোড়লে বর্শা!

১ম সন্ন্যাসী। এই কচু খেলে যা! এ যে সত্যি বর্শা তোলে! ব্যাটা জংলী ভূত—সত্যিসত্যি মেরে ফেল্‌বে না কি ?

সর্দ্দার। কিছু বোল্! জল্‌দি!

২য় সন্ন্যাসী। দয়া করে বলে ফেল না দাদা! এখানে কেই বা দেখ্‌ছে, আর কেই বা শুনছে ? বলে ফেল—বলে ফেল!

১ম সন্ন্যাসী। (স্বগত) কচু পোড়া! বেটাদের হাত থেকে একবার ছাড়ান পেলে হয়! মহারাজকে ব'লে তু বেটাদের গুষ্ঠি নিপাত না দিই তো আমার নাম খট্টাচার্য্যই নয়!

২য় সন্ন্যাসী। আর চুপ্ ক'রে থেকোনা ভট্টাচার্য্য দাদা! বেটা বর্শাখানা কেমন বাগিয়ে ধ'রেছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না? বলে ফেল!

সর্দ্দার। তুঁহারা কিছু ব'ল্‌বি নাই? ছুড়্‌বে বর্শা?

উভয়ে। ব'ল্‌ছি বাবা ব'ল্‌ছি।—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ!

সর্দ্দার। হাঃ! হাঃ! হাঃ! এই তো তুঁহাদের ধরম্ আছে!—জান্‌কা ডর্‌সে আপ্‌না-ধরম্ ছুড়িয়ে দিস্! হাঃ হাঃ হাঃ—

২য় সন্ন্যাসী। এবার তাহ'লে দয়া ক'রে আমরা যাই সর্দ্দার বাবা?—

সর্দ্দার। যা সাধুজী—যা,—খুব বাঁচিয়ে গেলি! লেকেন একঠো বাত্ ইয়াদ রাখিস্,—ধরম্ লিয়ে কভি লড়াই করিস নাই। আস্‌মান্‌মে দেওতা দুই নেহি,—এক আছে—সো—ভগ্‌মান্!—

সন্ন্যাসীদ্বয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদ্যাপতির বাটী

কাল—প্রাহ্ন। মহামায়া এবং বিদ্যাপতির টোলের ছাত্রগণ।

মহামায়া। আঃ! তোরা আমায় একটু রেহাই দে না বিজয়! কি মুস্কিল! কাজকর্ম্ম করতেও দিবি না? রাতদিন আমায় ঘিরে থাকবি? বিদ্যাপতি বাড়ী নেই, আর অমনি তোরা সকলে মিলে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিস্? না?

বিজয়। একটু বস্‌বে চল মা! দুটো কিছু মুখে দিতে হবে না?

মহামায়া। মুখে দিতে হবে? হ্যাঁ দিতে হবে বৈ কি! আমি খাব না? আমার বিদ্যাপতি হয়তো এখনো খায় নি, বৌমার তিন দিন ধরে খাওয়া হয়নি, আমি পোড়ার মুখী না খেলে চলবে কেন?

বিজয়। হ্যাঁ, ওঁরা এখনো না খেয়ে আছেন! তুমি হাত গুণে দেখেছো!

শঙ্কর। না খেয়ে তুমি কদিন থাকবে মা? এমন করলে অসুখে পড়বে যে!

মহামায়া। অসুখ? অসুখের ভয়, মরণের ভয়, আজ আর আমি করি না শঙ্কর। একদিন করেছিলাম,—যেদিন তোদের খুড়োমশায় স্বর্গে যান।—তাঁর চিতেয় গিয়ে একসঙ্গে শু'তে ভয় পেয়েছিলাম। কেন জানিস বাবা? কেবলমাত্র আমার বিদ্যাপতির কচি মুখখানা মনে করে। ভেবেছিলাম, আমিও চলে গেলে কে ওকে দেখবে, আদর করে কে ওর মুখে দুটো খাবার তুলে দেবে! কিন্তু আজ

আমি মরণকে ভয় করবো কিসের জন্য? কার মায়ায়? যাদের মায়ায় মরণকে ভয় পাব তারা তো আগেই আমার বুক খালি করে শিকলি কেটে পালিয়েছে।

বিজয়। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, আর ঘুরে বেড়িও না, যা হোক কিছু মুখে দেবে চল।

মহামায়া। আজ আমার খুব শান্তি হয়েছে! ছেলে! সন্তান! কত আশা,—কত আদর, কত যত্ন! তার জন্য কত ভাবনা! দিনে খাওয়া নেই, রাত্তিরে ঘুম নেই!—সব মিছে! কিছু নয়! ওরা সব পেটের ভেতর শত্রু হয়ে জন্মায়! মায়াবীর দল! বুকের ভেতর মায়ার আগুন জ্বেলে দিয়ে বুকটাকে পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়ে চ'লে যায়! আর ফিরেও তাকায় না!

বিজয়। কিন্তু তবু তো তাদের জন্য ভাবনার অন্ত নেই মা? আজ তিন দিন ধঁরে তুমি অনাহারে অনিদ্রায় চোখের জলে ভাসছো!

মহামায়া। ভাববো না? তোরা বলিস কি? ঐ যে বল্লাম,—মায়াবীর দল! বুকটা যতক্ষণ না চিতের আগুনে পুড়ে ছাই হবে,—ভাবতে হবে বৈ কি! আমি যে মা! দশ মাস দশদিন পেটের ভেতরে থেকে দগ্ধে মেরেছে! বুকের রক্ত গলে জল হয়ে বেরিয়েছে, তাই মুখে করে খেয়ে এত বড়টি হয়েছে! এখনো যে অনেক কিছুই বাকী! শেষ দেখবে না?

বিজয়। সত্যি মা! এরই জন্য তো তোমার এত মহিমা! তোমার জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, বিচার নেই,—একটিবার মা বলে ডাকলে শত্রুকেও আপন বলে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধর! বিশ্ব সংসার এই জন্যই তো তোমায় বলে মা! সকলের উপরে তোমার স্থান!

মহামায়া। সব স্তোক!—বাজে কথা! মিথ্যার আবরণ কেটে গিয়ে, ভুল বুঝতে পেরে পাছে মা সন্তানকে হেলা করে, অযত্ন করে, শুধু সেই জন্যই সংসার শুদ্ধ লোক তাকে মায়ার জালে জড়িয়ে রেখেছে, বড় বড় কথার বাঁধনে বেঁধে রেখেছে!

বিজয়। তা মোটেই নয় মা! তাই যদি হতো, তাহলে মা তুমি তো সে ভুল বুঝতে পেরেছো? তুমি কেন তবু সেই শত্রুর জন্য ভেবে মরছো? সকাল থেকে পূজার ফুল তুলছো, ঘর নিকুচ্ছো, একবার বিশ্বেশ্বরী মন্দিরে, একবার কৃষ্ণ মন্দিরে ঢুকছো,—পূজা কচ্ছো, আর কেঁদে কেঁদে বলছো,—ঠাকুর! তোমার পায়ে পড়ি তাদের ফিরিয়ে দাও? ফিরিয়ে দাও ঠাকুর?

নেপথ্যে ভিক্ষুক

ভিক্ষুক। (নেপথ্যে) মা! ওমা তারা!

মহামায়া। ঐ যে এসেছে!—বাবা! বিদ্যাপতি! আয় বাবা! আয়!

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। তোমার জয় হোক মা!

মহামায়া। ও! সে নয়—তুমি!

ভিক্ষুক। আজ আমি ভিক্ষে নিতে আসি নি মা। একটা খবর আছে। তুমি একটু স্থির হও, কাঁপছো যে!

মহামায়া। না, না, কাঁপ্ছি না। স্থির আছি! কাঁপ্বো কেন? সেই শত্রুর জন্য? পাগল! হ্যাঁ বল,—কি খবর বল!

ভিক্ষুক। দা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মা।

মহামায়া। কার সঙ্গে?

ভিক্ষুক। তোমার ছেলের সঙ্গে।

মহামায়া। হয়েছিল? কোথায়? কোথায় আছে সে? ভাল আছে?

ভিক্ষুক। হ্যাঁ মা, ভাল আছেন।

বিজয়। কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হলো?

ভিক্ষুক। মিথিলার পথে। ভিক্ষে করে ফিরছিলাম, পথেই দেখা হলো।

বিজয়। তোমায় কিছু বল্লেন?

ভিক্ষুক। না বাবা, কিছু নয়! কিন্তু আহা,—কি দেখলাম! জীবনে ভুলবো না!

মহামায়া। কি দেখলে বাবা? বল! চুপ করে থেকো না, বল,—

ভিক্ষুক। তুমি মা রত্নগর্ভা! কি সোণার ছেলেই পেটে ধরেছিলে মা! সার্থক জন্ম তোমার!

মহামায়া। আমি তো তোমার কোনই অনিষ্ট করিনি বাবা, কেন তুমি আমায় বিদ্রূপ করতে এলে?

কাঁদিয়া ফেলিলেন

ভিক্ষুক। আমায় অবিশ্বাস করোনা মা। কি দেখলাম জানো? তোমার ছেলে,—ঠিক যেন সেই সতীহারা মহাদেব! পাগলের মত আপনহারা হয়ে গান গেয়ে রাস্তা চলেছে, আর তার দেহের রূপ যেন চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ছে।

শঙ্কর। আহা!

বিজয়। গান গেয়ে রাস্তা চলেছেন?

ভিক্ষুক। হ্যাঁ বাবা, রাধা কৃষ্ণের গান! এমন গান আমি কখনো শুনিনি। যে শুন্‌ছে, সেই পাগল হয়ে তেনার পেছু নিচ্ছে! মাঠের

রাখালগুলো গরুর পাল ফেলে রেখে ছুটে চলেছে, কৃষাণেরা হাল ছেড়ে দিয়ে গানের নেশায় মাতাল হয়ে তেনার সঙ্গ নিয়েছে,—বুড়ো বুড়ীরা বলাবলি কচ্ছে,—ও মানুষ নয়, শাপভ্রষ্ট দেবতা! আমি 'দা ঠাকুর' 'দা ঠাকুর' বলে চেঁচাতে লাগলাম,—ভ্রূক্ষেপ নাই! এ যেন সে মানুষই নয়, আর কেউ!

মহামায়া। ওগো, দোহাই তোমার,—আর বলো না! আমি সইতে পাচ্ছি না!

বিজয়। মা!

মহামায়া। বিজয়! শঙ্কর! আমায় একটু ধর্ বাবা! আমার মাথাটা কেমন কচ্ছে! ওরে, আমার বিদ্যা শেষে পাগল হলো রে!—

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন

তৃতীয় দৃশ্য

মিথিলার রাজঅন্তঃপুর

বড়রাণী রত্নমালার মহলের একটি কক্ষ। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বভাগ

রত্নমালা ও শ্রীবিলাস কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন

রত্ন। কি হয়েছে সব আমায় খুলে বল তো? মহারাজের ব্যবহার ক্রমেই যে আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে!

বিলাস। কি আর ব'ল্‌বো দিদি,—সবই আমাদের অদৃষ্টের ফল। নইলে, মহারাজ কি আগে এ রকম ছিলেন? যেদিন থেকে ঐ লক্ষ্মীটা এ বাড়ীতে এসে ছোট রাণীর আসন দখল ক'রে ব'সেছে, সেইদিন থেকেই আমি সব আঁচ ক'রে নিয়েছিলাম। তোমার মহলে কি মহারাজ দিনান্তেও একবার আসেন? ঘুরে ফিরে সেই ছোটরাণীর মহলে! আমি দিব্যি গিলে ব'ল্‌তে পারি দিদি, ওই লক্ষ্মীটা মহারাজকে যাদু ক'রেছে! তাই তুমি আর আমি হ'য়েছি ওঁর দু'চক্ষের বিষ।

রত্ন। আমি তা জানি বিলাস! কিন্তু ওখানে কি হ'য়েছিল বল তো? তোমার ওপর হঠাৎ ওঁর রাগের কারণ?

বিলাস। কিছু হয়নি দিদি! এ রাগ হঠাৎ নয়, অনেকদিন থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল। তবে শোন, খুলেই বলি! গুরুদেবের কাছ থেকে সম্প্রতি দীক্ষা নিয়েছি। তাঁর কথামত আমায় চ'ল্‌তে হবে তো?

রত্ন। নিশ্চয়!

বিলাস। গুরুদেব সেদিন আমায় ব'ল্লেন যে পল্লীগ্রাম অঞ্চলের লোকগুলো এখনো পর্য্যন্ত মূর্খ হয়েই রয়েছে,—নাস্তিকতার আদর্শ মেনে কেবল পাপের উপর পাপ ক'রে যাচ্ছে! তাই আমাকে আদেশ ক'ল্লেন,—আমি যেন ওই অঞ্চলে গিয়ে ধর্ম্মমতটা একটু প্রচার করে আসি,—লোকের প্রাণে ধর্ম্মের ভাবটা একটু জাগিয়ে দিয়ে আসি।

রত্ন। এতো খুব ভাল কথা!

বিলাস। তুমি ব'ল্ছো ভাল কথা। কিন্তু মহারাজ তা বুঝলে তো? তিনি ভাব্লেন অন্য রকম!

রত্ন। কি ভাব্লেন?

বিলাস। তিনি ভাব্লেন, ধর্ম্মপ্রচার করতে গিয়ে প্রজাদের উপর আমি অত্যাচার ক'চ্ছি!

রত্ন। বটে! কিন্তু অত্যাচার তুমি সত্যি করনি তো?

বিলাস। তুমি ব'ল্ছো কি দিদি? অত্যাচার করবো আমি? আর তোমারই প্রজাদের উপর? এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে ব'ল্ছি দিদি!

রত্ন। তাইত ভাব্ছি বিলাস,—হঠাৎ মহারাজ এমন ধারা—

বিলাস। আহাহা, তুমি বুঝ্তে পাচ্ছ না দিদি! এ হচ্ছে—যারে দেখ্তে নারি তার চলন বাঁকা—বুঝ্লে?

রত্ন। তাই তো!

বিলাস। পাছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস না কর,—আমি একজন সাক্ষীও সেখান থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, তাকেই না হয় জিজ্ঞেস্ কর!

রত্ন। কে সে?

বিলাস। গড় বিস্ফীর তহশীলদার কান্তলাল! তোমারই কর্ম্মচারী! সে তো আর তোমার কাছে মিথ্যে ব'ল্‌বে না? ডাক্‌বো তাকে?—ওহে—

রত্ন। তাকে এখানেই ডাক্‌বে?

বিলাস। ক্ষতি কি? তোমারই কর্ম্মচারী। আর বয়সেও প্রবীন! নিতান্ত ভাল মানুষ! ওকে তোমার মোটেই লজ্জা করতে হবে না দিদি!—ওহে কান্তলাল!

কান্ত। (নেপথ্যে)—হুজুর!

বিলাস। ভেতরে এসো!—

কান্তলালের প্রবেশ

বিলাস। এই যে ইনিই হচ্ছেন তোমাদের বড় রাণীমা!

কান্ত। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া) চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি,—যেন সাক্ষাৎ মা শ্রীদুর্গা!

রত্ন। মহারাজ হঠাৎ রাগ ক'ল্লেন কেন? বিলাস কি প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার ক'রেছিল?

কান্ত। মা কালীর দিব্যি রাণীমা! আমি কিচ্ছু জানিনা!

বিলাস। শুন্‌লে ত'? এখন বিশ্বাস হলো? অত্যাচার! অত্যাচার কর্ব্ব আমি! শিবোহং!—শিবোহং!

কান্ত। এখন আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি না ক'র্‌লে যে—আমরা ধনে-প্রাণে মারা যাই রাণীমা! মহারাজ তো আমাদের কথা কানেই তুল্‌লেন না!

রত্ন। তাইতো, কি করা যায়?

কান্ত। আপনি ব'ল্লে না প্রত্যয় যাবেন রাণীমা,—ব'ল্‌তে সাহসও হ'চ্ছেনা! আবার না ব'লেও থাক্‌তে পাচ্ছি না। মহারাজের মতিচ্ছন্ন হয়েছে! এই এত বড় গড়-বিস্‌ফী—মৌজাখানা,—তার আয় তো বড় কম নয়!—বছর সালিয়ানা নগদ পাঁচটী হাজার টাকা! তাই মহারাজ কিনা একটা ছড়া কাটা বামুনকে দান ক'রে এলেন!

বিলাস। ওই শোন! মতিচ্ছন্ন নয়?

রত্ন। তোমরা ব'ল্‌ছ কি? দান ক'রে এলেন?

কান্ত। মা কালীর দিব্যি রাণীমা! আপনার কাছে মিথ্যে ব'ল্‌বো! জিভ্‌টা আমার খ'সে প'ড়্‌বেনা?

পরিচারিকার প্রবেশ

রত্ন। কিরে?

পরিচারিকা। মহারাজ আসছেন।

বিলাস। ওরে বাবা—(পলায়নোদ্যত)

রত্ন। তোমরা পালাচ্ছ কেন?

বিলাস। উনি আমার মুখ দেখ্‌বেন না ব'লেছেন! আমরা একটু পরেই আবার আস্‌ছি!—এস' কান্তলাল!

কান্ত। দোহাই রাণীমা—গরীব না মারা যায়!

উভয়ের ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান

অপর দিক হইতে শিবসিংহের প্রবেশ

শিব। তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা আছে রত্ন!

রত্ন। একটু ব'স্‌বেন চ'লুন! না, দাঁড়িয়েই কথা হবে?

শিব। না, না—বেশীক্ষণ আমি ব'সতে পারবোনা! আমাকে আবার এখনি গুরুদেবের কাছে যেতে হবে!

রত্ন। না এলেই হতো! আমার মহলে বসবার সময় আপনার আজকাল হয়ই বা কখন?

শিব। (হাসিয়া) তাই নাকি?

রত্ন। নিশ্চয়! আপনার কষ্ট ক'রে না এলেও চল্‌তো। কারণ, আপনি যা ব'লতে এয়েছেন,—আমি তা জানি!

শিব। কি জান?

রত্ন। আমার ভাই শ্রীবিলাস আপনার প্রজাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার ক'চ্ছে! আর তারই জন্য আপনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন, তার মুখ দেখ্‌বেন না ব'লেছেন!

শিব। জেনেছ! ভালই হয়েছে! ওর জন্য বাইরে আমার মুখ দেখানো সত্যি ভার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

রত্ন। তা হ'তে পারে! তবে, আমাকে অপমান্‌টা এভাবে না কল্লেও হয়তো পারতেন!

শিব। তোমাকে অপমান?

রত্ন। হ্যাঁ, আমাকেই অপমান! কারণ সে আমার ভাই। তাকে দশজন প্রজার সাম্‌নে অপমান না ক'রে অন্য রকমে শাসন করা যেতে পার্‌তো!

শিব। শ্রীবিলাস যা ক'রেছে, তা আমি ব'লতেও লজ্জা বোধ করি! একেই তো রাজ্যময় দারুণ বিশৃঙ্খলা! তাতে—

রত্ন। বিশৃঙ্খলা! যার নিজের পারিবারিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ কর্‌বার ক্ষমতা নেই, সে বাইরের বিশৃঙ্খলা দূর ক'র্‌বে কি ক'রে শুনি?

শিব। তুমি এ সব কি ব'লছ রত্ন? আমি তো বুঝতে পাচ্ছিনা? পারিবারিক বিশৃঙ্খলা!

রত্ন। এই যে লক্ষীটা! ওকে তুমি কিছু বল? ওর তো সাতখুন মাপ! তুমি আমি করি শিবপূজা, আর ও করে কৃষ্ণপূজা! গুরুদেবের কাছ থেকে আমরা নিলাম দীক্ষা, ও ব'ললে দরকার নেই! কেন? অতো স্বাধীনতা কিসের? তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়েই তো এ সব হ'চ্ছে?

শিব। রত্ন! এ সব তুমি বুঝবেনা, এ নিয়ে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই!

লছিমার প্রবেশ

লছিমা। দিদি! আমায় তুমি ডাকছিলে?

রত্ন। হাঁ, ডাকছিলাম,—আরও একটু পরে এসো।

লছিমা। আমার ঠাকুরের জন্ম মালা গাঁথছিলাম দিদি, তাই আসতে দেরী হ'য়েছে। বল দিদি, তুমি রাগ করনি?

রত্ন। না, না, তুই এখন যা। খানিক পরে আসিস্!

লছিমা। পরে? পরেতো আমি আসতে পারবোনা! এখুনি ঠাকুরের আরতি হবে, ভোগ হবে, আসবো কখন? ও! মহারাজের সঙ্গে বুঝি তোমার কোন কাজের কথা হ'চ্ছে? আমি বুঝতে পারিনি। মঞ্জরীকে আমার ভারি পছন্দ হ'য়েছে মহারাজ! খুব ভাল মেয়ে! আচ্ছা, আমি চ'ললাম! আমার ঠাকুরের আরতি দেখতে যেতে হবে কিন্তু মহারাজ, মনে থাকে যেন! ঠাকুরকে আজ যা সাজিয়েছি,—চমৎকার! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়! আহা!

গীত

কিবা ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম।
বামে হেলা শিখি-পাখা, আধ চাহনি বাঁকা,
অপরূপ সেজেছে শ্যাম॥

রত্ন। ওই নাও! দেখ্ছো?

লছিমা। (সুরে)

কিবা সেজেছে—সেজেছে।
(ভুবন আলো করা রূপে) (বাঁশী হাতে বনমালী)
ফুলমালা গলে দোলে—নেচে নেচে পড়ে ঢলে,
শিরে শোভে চাঁচর-চিকুর দাম॥

প্রস্থান

রত্ন। ছিঃ ছিঃ! লজ্জাও নেই, হায়াও নেই! মরণ আর কি!

শিব। ভগবানের নাম-গানে লজ্জার তো কিছু নেই রত্ন!

রত্ন। তাইতো বলি! তোমার আস্কারা না পেলে কি ও এমন ধারা বেহায়াপনা ক'র্‌তে পারে?—তোমার ভাল লাগ্‌তে পারে, কিন্তু লোকে যে নানা কথা বলে!

শিব। লোকে যা বলে তার সব কথায় কান দিলে চলেনা রত্ন! সকলের বিচার শক্তি সমান নয়। আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন যাই!

আসন ছাড়িয়া উঠিলেন

রত্ন। শোন, আমার আরও একটা কথা আছে।

শিব। বল!

রত্ন। ঐ মঞ্জরী মেয়েটা কে?

শিব। পরিচয় তার একটা আছে বৈকি!

রত্ন। তুমি নিজে এত যত্ন ক'রে এনে যখন অন্দরে স্থান দিয়েছ,—

পরিচয় তো আছে নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কি তাই জানতে চাইছি!

শিব। আমার সঙ্গে তার বর্ত্তমানে যে সম্বন্ধ বাধ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ শুনলে হয়তো তুমি লজ্জাই পাবে বেশী। আজ নয়, আর একদিন ব'লবো! (চলিলেন)

রত্ন। লোকে বলে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে!

শিব। ব'লতে পারে, আশ্চর্য্য নয়!

রত্ন। আমিও তাই মনে ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছি!

শিব। আশ্চর্য্য নয়, হয়তো যারা এ কথা বলে, তাদের সঙ্গে তোমারও ধারণা শক্তিটা মেলে! (চলিলেন)

রত্ন। তুমি নাকি গড় বিস্‌ফী মৌজাটা কাকে দান ক'রে এসেছো? কে একটা ছড়াকাটা ভিখিরী বামুন?

শিব। ভিখিরী বামুন নয়,—আমারই বন্ধু বিদ্যাপতি! সে মোটেই নিতে চায়নি, আমি ইচ্ছে ক'রেই তাকে দিয়ে এসেছি!

রত্ন। কারণ?

শিব। (হাসিয়া) আমার সম্পত্তি, আমারই জিনিস, যদি আমি কাউকে দান করি,—তাতে বাধা দেবার অধিকার বোধ করি কারও নেই রত্ন! (চলিলেন)

রত্ন। অধিকার! কোন্ অধিকারটা তুমি আমার বজায় রেখেছো শুনি? বাধা নয়,—শুধু কারণটাই জানতে চাইছি!

শিব। সে কৈফিয়তও এখন দিতে ইচ্ছা করিনা। দরকার হয় পরে দেব!—

প্রস্থান

রত্ন। বটে! এত' অবহেলা!—আচ্ছা!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী পথ

কাল,—প্রাহ্ন। একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া
রাখাল বালকগণ সমস্বরে গান করিতেছিল

গান

বল্‌না গো মা নন্দরাণী
গোপাল কেনে গোঠে যাবেনা।
তারে ছেড়ে যেতে মোদের মন যে চলেনা॥
তোমার কানু যায়নি মা কাল,—
হয়েছিনু আমরা নাকাল,
কানুর বেণু বিনে ধেনু
মোদের কথা কেউ শোনে না॥
সাজিয়ে দে মা কালশশী, হাতে দে গো মোহনবাঁশী
কানাই বিনে গোচারণে যাওয়া হবেনা॥

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যা। বাঃ বাঃ কি সুন্দর, কি মধুর কৃষ্ণনাম তোরা গাইছিলি! আর একখানা গা না!

১ম বালক। কৃষ্ণনাম? কৈ,—না! কৃষ্ণের গান তো আমরা গাইনি ঠাকুর। কি বলছো তুমি?

বিদ্যা। তবে কি আমি ভুল শুনলাম? হ্যাঁরে, সত্যি তোরা গাস্‌নি?

১ম বাঃ। না গো! ও নাম যে গাইতে আমাদের মানা করে দিয়েছে। তুমি শোননি?

বিদ্যা। কৃষ্ণনাম গাইতে মানা করে দিয়েছে? কে?

১ম বাঃ। আমাদের মহারাজার গুরুজী ভৈরব ঠাকুর।

বিদ্যা। কেন?

১ম বাঃ। কেন, তা আমরা কি জানি।

২য় বাঃ। তুমি বুঝি এদেশে থাকনা? নতুন এসেছ?

বিদ্যা। হ্যাঁরে, কৃষ্ণের নাম গান তোদের ভাল লাগেনা?

১ম বাঃ। ভাল লাগেনা?—খুব লাগে। তবে, ঐ যে বললাম—মুস্কিল! সন্ন্যিসী ঠাকুর মানা করেছে!

বিদ্যা। শুন্‌বি একখানা কৃষ্ণনাম? বড় মিষ্টি, বড় মধুর! শুন্‌বি?

২য় বাঃ। শুন্‌তে পারি ঠাকুর। কিন্তু খুব আস্তে গাও,—আর কেউ না শুনতে পায়।

বিদ্যা। তবে শোন্, বোস্ তোরা সব। আমার মন্দাকিনী এ গানখানা সব সময় গাইতো! আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল। এ গানখানা ছিল তার প্রিয়,—বড় প্রিয়!

গান

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল॥

বিহরই নন্দ কিশোর।
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম বিভোর॥
নবীন রসাল, বকুল মধু মাতিয়া,
নব কোকিল কুল গায়।
নব যুবতীগণ, চিত উনমতোই
নব রসে কাননে ধায়॥

১ম বালক। বাঃ সুন্দর! এত ভাল তুমি গাইতে পার ঠাকুর? গানখানা আমাদের শিখিয়ে দাওনা! আমরা সব চুপি চুপি গাইবো!

বিদ্যা। শিখ্‌বি তোরা? আচ্ছা,—কিন্তু কিসে লিখ্‌বো?—এইনে, এই গাছের পাতাটায় লিখে দিচ্ছি। পড়তে জানিস্ তোরা?

১ম। না ঠাকুর।

বিদ্যা। তবে কি হবে? আমি কতক্ষণ বসে তোদের শেখাব?

২য়। আর তাতে আবার বিপদও রয়েছে যথেষ্ঠ। সন্নিসী ঠাকুর যদি শুনতে পায়?

১ম। দাও ঠাকুর, লিখেই দাও। কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেব'খন। গানটা ভারি মিষ্টি।

বিদ্যা। তাই পড়িয়ে নিস্।—এই নে।

১ম। তুমি আরও গান জান ঠাকুর?

বিদ্যা। জানি বৈকি। এই ত্মাখ্‌না,—কত সব লিখে রেখেছি,—কাগজে, গাছের পাতায়! নিবি তোরা? নে, নে, কাউকে দিয়ে পড়িয়ে শিখে ফেলিস্।

১ম। কিন্তু সুর হবে কি করে? তোমাকে ত আর আমরা পাবনা ঠাকুর।

বিদ্যা। সুর? তোরা নিজেরাই করে নিবি!

১ম। দূর! তাই নাকি হয়!

বিদ্যা। কেন হবেনা? আমি তো শুধু গানই লিখেছি রে! নিজেই কি সবগুলোর সুর জানি? ঠাকুরের—নাম যাহোক করে গেয়ে ফেল্‌বি, তাই সুর হয়ে যাবে,—মধুর শোনাবে।

২য়। তা'তো শোনাবে। কিন্তু আমাদের বিপদের কথাটা তো তুমি ভাবছোনা ঠাকুর? সেদিন একটা বিদেশী মেয়ে একখানা কৃষ্ণের গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাকেও সন্ন্যাসীর দল রেহাই দিলেন,—ধরে নিয়ে গেল!

বিদ্যা। ধরে নিয়ে গেল?—কাকে?

২য়। সেই মেয়েটাকে।

বিদ্যা। তোরা সব বলছিস কিরে? সে আমার মন্দাকিনী নয় তো?

১ম। না, না, সে তোমার কেউ নয় ঠাকুর। ও একটা ভিন্‌গেঁয়ে ভিখিরীদের মেয়ে।

২য় বাঃ। ওরে, ঐ দ্যাখ্‌ সেই পাগলীটা আস্‌ছে! হাঃ হাঃ করে হাস্‌বে আর বকিয়ে মারবে! পালিয়ে চল্‌,—পালিয়ে চল্‌!

সকলে। চল্‌—চল্‌—

রাখাল বালকদের প্রস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক হইতে চিত্রার প্রবেশ।
বিদ্যাপতিকে সে দেখিতেই পায় নাই। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে
রাখাল বালকদের পিছনে চলিয়া যাইতেছিল। বিদ্যাপতি
পিছন দিক হইতে সহসা তাহাকে দেখিতে
পাইয়াই তাহার দিকে ছুটিয়া গেলেন

বিদ্যা। মন্দাকিনী! মন্দাকিনী!—ওঃ না, না,—আমারই ভুল হ'য়েছিল!

চিত্রা। হাঃ হাঃ হাঃ! কাকে খুঁজছো? মন্দাকিনীকে? সে তো নেই!—তবে তার খবর আমি ব'লতে পারি!

বিদ্যা। ব'লতে পার? ওগো দয়া ক'রে তার সন্ধান আমায় বলে দাও, আমি চিরদিন তোমার এই দয়াকে স্মরণ ক'রে রাখবো! বল, বল সে কোথায়?

চিত্রা। তাতে আমার লাভ?

বিদ্যা। লাভ তোমার কি হবে জানিনা—তবে একটা সংসার জ্ব'লে যায়, একটা মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায়।—

চিত্রা। সংসার জ্ব'লে যাচ্ছে?—যাক্‌না! আমি তো তাই চাই! এই সংসারের সবাই যদি এম্‌নি ক'রে জ্ব'লতে থাকে, তবেই তো আমার আনন্দ হবে! তা না হ'লে আমি একা কেমন ক'রে জ্ব'লি?—একা কেমন ক'রে জ্ব'লি?

বিদ্যা। তুমি কে জানিনা,—কাকে হারিয়েছ তা ও ব'লতে পারিনা, কিন্তু তোমার বেদনাকে কি এমনি করেই সারা বিশ্বময় তুমি ছড়িয়ে দিতে চাও?

চিত্রা। হ্যাঁ, তাই আমি চাই! পৃথিবীর ধ্বংস দেখ্‌তেই যে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। পুরুষের অত্যাচারে অসহায়া নারী চিরদিন যন্ত্রণা পায়। আজ তাই তো পুরুষের বুকফাটা হাহাকার শুন্‌লে আমি খুসি হয়ে উঠি! এক অসহায়া নারীর প্রতি অত্যাচার করেছ, তার শাস্তি ভোগ করতে হবে বৈ কি? হবে না?

বিদ্যা। কিন্তু যদি আমার একটা ভুলই হয়ে থাকে, তার কি কোনও

মার্জ্জনা নেই ? আমি নিজে গিয়ে তার কাছে মার্জ্জনা চাইছি, শুধু তুমি আমায় বল সে কোথায় ?

চিত্রা। ভুল ক'রেছিলে ? না, না,—মিছে কথা !

বিদ্যা। তুমি বিশ্বাস কর,—আমার সমস্ত কথা সত্য ! শুধু ধর্ম্ম মত নিয়ে ছিল তার সঙ্গে আমার বিরোধ ! আজ আমি আমার ভুল বুঝ্তে পেরেছি। তাই তো তার সঙ্গে দেখা ক'রে ব'ল্তে চাই,—যে প্রেমময়ের পূজা সে ক'র্তো আমিও আজ তাঁরই পূজারী !

চিত্রা। কিন্তু তুমি তো আর তাকে ঘরে নিতে পার্বে না ! তাকে যদি ভ্রষ্টা ব'লে তাড়িয়ে দাও ? তাকে যে পরপুরুষ স্পর্শ ক'রেছে, ধ'রে নিয়ে গেছে !

বিদ্যা। ধ'রে নিয়ে গেছে ? কাকে ?

চিত্রা। তোমার মন্দাকিনীকে !

বিদ্যা। মন্দাকিনীকে !

চিত্রা। হ্যাঁ, মন্দাকিনীকে ! সন্ন্যাসীরা ভৈরবী ক'র্বে ব'লে জোর ক'রে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

বিদ্যা। কোন্ পথে নিয়ে গেছে ? কোথায় তাকে নিয়ে গেছে আমায় বল ?

চিত্রা। তা তো জানি না !—এত'ক্ষণে বোধ হয় তাকে বলি দিলে !

বিদ্যা। আমার জীবন নিয়ে তুমি খেলা ক'র্ছো উন্মাদিনী ! তুমি নারী না রাক্ষসী ?

চিত্রা। আমি রাক্ষসী নই,—আমি সত্যই উন্মাদিনী ! তোমারই গাঁয়ের মেয়ে চিত্রা ! আমায় চিন্তে পার্চ্ছনা ?

বিদ্যা। চিত্রা! তোর এই দশা হয়েছে?

চিত্রা। হ্যাঁ,—দেখে মায়া হ'চ্ছে—না? কিন্তু গাঁয়ে যখন অত্যাচার হ'য়েছিল—তখন যদি তোমরা পুরুষ সকলে মিলে বেরিয়ে আস্‌তে—তাহ'লে আমার এ দশা হ'তনা!—আমি যাই, আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না! আমার অনেক কাজ—আমার অনেক কাজ!

প্রস্থান

বিদ্যা। চিত্রা, চিত্রা, শোন্—একটা কথা—একটা কথা!

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রাজ অন্তঃপুর—ছোটরাণীর মহলস্থ একটি কক্ষের সম্মুখ ভাগ

বসুদেব ও মঞ্জরীর প্রবেশ

বসুদেব। আমি কাল সকালেই বাড়ী যাব মা, সেই জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে এলাম। কাল হয়ত' সময় হয়ে উঠ্‌বে না!

মঞ্জরী। এই ত' আজ সকালে তুমি এলে বাবা,—কাল ভোরেই আবার চ'লে যেতে হবে? দু'একদিন এখানে থাকবে না?

বসু। কি ক'রে থাক্‌বো মা? তুই তো জানিস না সেখানে কত কাজ আমি ফেলে রেখে এসেছি। গড় বিস্‌ফী মৌজাখানা বিদ্যাপতির হ'য়ে এখন আমাকেই দেখাশুনা ক'র্‌তে হ'চ্ছে যে। সেখানকার আদায় তহশিল সবই এখন আমার হাতে। আমি সেখানে উপস্থিত না থাক্‌লে চলে?

মঞ্জরী। বিদ্যাপতি দাদার কিম্বা বৌদিদির আজও কোন খবর পাওয়া যায়নি?

বসু। না মা! কেউ বলে বিদ্যাপতির বৌকে বৃন্দাবনে দেখে এসেছে। কেউ বলে সে মথুরার পথে পথে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বিদ্যাপতি যে কোথায় আছে কেউ তা ব'ল্‌তে পাচ্ছে না। তবে লোকের মুখে মুখে তার নিজের তৈরি অনেক ভাল ভাল কীর্ত্তন গান শুন্‌তে পাওয়া যায়!

মঞ্জরী। আমার সবচেয়ে কষ্ট হয়—ওঁর মার কথা মনে হ'লে! আহা, বড় মন্দ ভাগ্য!

বসু। সত্য কথা মা। প্রায় দু'মাস কাল একরূপ অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে—শেষকালে হতাশ হ'য়ে অভাগিনী টোলের ছাত্রদের ব'ল্লে —"রেখে আয় বাবা আমাকে বৃন্দাবনে। মরবার আগে যদি কখনও তাদের দেখা পাই তো সেই খানেই পাব।" ওদের বাড়ীতে ঢুকতে গেলে আমার কান্না পায় মা! কিন্তু কি করবো, না গিয়েও উপায় নেই। ঠাকুর সেবা তো আর ফেলে রাখতে পারি না!—আচ্ছা মা, আমি এখন চল্লাম।

মঞ্জরী পিতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল—বসুদেব প্রস্থান করিলেন।

মঞ্জরী চলিয়া যাইতে উদ্যত,এমন সময় পিছন দিক হইতে শ্রীবিলাসের প্রবেশ

বিলাস। মঞ্জরী! মঞ্জরী! শুন্‌ছো?

মঞ্জরী। একি! আপনি?

বিলাস। হ্যাঁ আমি! দু'একটা কথা শুন্‌বার কি তোমার এখন সময় হবে?

মঞ্জরী। কি কথা? আপনি ব'লুন!

বিলাস। একটু আস্তে কথা কও! অন্য কেউ শুন্‌তে পেলে গোল হবে!

মঞ্জরী। গোল হবে কেন? আপনি ব'লুন, কি কথা?

বিলাস। আমার সেই প্রস্তাবটার কথা! তুমি বোধ হয় ভুলেই গেছ?

মঞ্জরী। কোন্ প্রস্তাব?

বিলাস। তাইত' বলি,—তুমি ভুলেই গেছ, অনেক কাল হ'য়ে গেল কিনা! হাঃ হাঃ হাঃ—

মঞ্জরী। আপনার সেই ভৈরবী চক্রের কথা?

বিলাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠিক্ তাই—ঠিক তাই! এ ছাড়া অন্য কিছু আমার মনেই আসে না। ধর্ম্ম চর্চ্চা ভিন্ন আর কোন প্রসঙ্গের আলোচনা ক'র্‌তে আমার ইচ্ছাই হয়না।

মঞ্জরী। সেই ভৈরবী চক্রের ভূত আপনার ঘাড় থেকে এখনও নামেনি দেখ্‌ছি! এ সব বাজে আবোল তাবোল না ব'কে—মাথা ঠাণ্ডা ক'রুনগে,—যান্!—

বিলাস। আহা-হা, ঐ তো তোমার দোষ! আমার প্রস্তাবটা একবার তলিয়ে বোঝ্‌বার চেষ্টা করনা!

মঞ্জরী। আর তলিয়ে দেখ্‌তে হবেনা; আপনার প্রস্তাব আমি অনেক কাল বুঝে নিয়েছি!

বিলাস। বুঝ্‌তে পেরেছ—সত্যি ব'ল্‌ছ? যদি বুঝ্‌তেই পেরে থাকো—তাহ'লে আমার উপর বিরূপ হ'চ্ছো কেন মঞ্জরী?—তোমাকে যে আমার চাই!

মঞ্জরী। আমাকে আরও অপমান কর্‌বার ইচ্ছা আপনার মনে রয়েছে? কেন? আমি আপনার কি ক'রেছি?—

কাঁদিয়া ফেলিল

বিলাস। আহা-হা, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছোনা! এতে মান অপমানের কথা মোটেই আসে না। এটা হ'চ্ছে, বুঝ্‌লে কিনা,—তন্ত্রের বামাচারী সাধন পদ্ধতি! এ পথে প্রকৃতির সঙ্গ না পেলে পুরুষের সাধনা কিছুতেই সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পারে না! সেই জন্যই তো এত কাল ধ'রে তোমাকে আমি অনুনয় ক'রে আস্‌ছি!

[মঞ্জ]রী। আপনি কিছুতেই এখান থেকে যাবেন না?

বিলাস। তোমার অনুমতি পেলেই যেতে পারি!

মঞ্জরী। আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি,—দেখি এর প্রতিকার হয় কিনা!

প্রস্থানোদ্যত

লছিমার প্রবেশ

লছিমা। মঞ্জরী! এই ছাখ্—ঠাকুরের জন্য আজ কেমন মালা গেঁথেছি। ওমা! বিলাস দাদা যে! হঠাৎ আমার মহলে পায়ের ধুলো?

বিলাস। না, না,—তোমার গে,—ঐ গে, তোমার ঠাকুরের আরতি দেখ্তে এসেছিলাম লক্ষ্মী!

লছিমা। আমার ঠাকুরের আরতি দেখ্তে এসেছেন আপনি? এ যে স্বপ্নেও ভাব্তে পারিনা বিলাসদা! তান্ত্রিক ভৈরবানন্দের এত বড় চেলা হ'য়ে, আপনি কৃষ্ণের আরতি দেখ্বেন?

বিলাস। না, না, সত্যি বোন্—আরতি দেখ্তেই এসেছিলাম। কিন্তু তার তো এখনও অনেক দেরী আছে দেখ্তে পাচ্ছি! একটু অসময়ে এসে প'ড়েছি, না? আচ্ছা বোন্—আমি না হয় আর একটু বাদেই আস্‌বোখ'ন। তুমি কিছু মনে ক'রোনা। চল্লাম মঞ্জরী!—

প্রস্থান

লছিমা। তাই তো! এত শীঘ্র বিলাসদার পরিবর্ত্তন! আশ্চর্য্য ঠাকুরের দয়া!

মঞ্জরী। পরিবর্ত্তন না ছাই! উনি বুঝি তোমার ঠাকুরের আরতি দেখ্তে এসেছিলেন?

লছিমা। তবে?

মঞ্জরী। উনি এসেছিলেন আমাকে নতুন ক'রে অপমান করতে!

লছিমা। আবার তুই মুখভার ক'চ্ছিস্? অপমান! অপমান কেউ ইচ্ছে করলেই করতে পারে? একবার মনে করে ছাখ্ দেখি বৃন্দাবনের কথা! জটিলা-কুটিলা কতবার, কত ভাবে রাইকে অপমান করতে চেয়েছিল—কই, পারেনি ত?—পারবে কি করে? ঠাকুরের প্রেমে যে পাগল—কার সাধ্য তাকে অপমান করে?

মঞ্জরী। সত্যি রাণীমা! আমিও যদি তোমার মত এম্‌নি আপন-ভোলা হ'য়ে ঠাকুরকে ডাক্‌তে পার্‌তাম! তুমি যখন ঠাকুরের নাম গাইতে গাইতে চোখের জলে বুক ভাসাও, আমার মনে হয়,—সত্যি সত্যি যেন শ্রীরাধা শ্যামের বিরহে কাতর হ'য়ে সারা বৃন্দাবন তাঁর অশ্রুজলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন!

লছিমা। চুপ্ কর্ পোড়ার মুখী, চুপ্ কর্! রাধাকৃষ্ণের বিরহ প্রেম, সে পবিত্র ভাব—আমি হতভাগী কোথায় পাব? ঠাকুরের নাম গাইতে ভাল লাগে, তাই গাই। গাইতে গাইতে রাধার দুঃখে আমার চোখে জলের ধারা নামে—

নেপথ্যে কাহার গান শোনা গেল

ওই শোন্ মঞ্জরী,—কি সুন্দর গান! কে গাইছে? একবার ডেকে আন্‌না!

মঞ্জরী। এ কি! এ গলা যে আমার খুব চেনা বলে মনে হ'চ্ছে! একি তবে সেই? তাই ত!

লছমি। কে রে?

মঞ্জরী। আমাদের বৌদি। দাঁড়াও, ডেকে আন্‌ছি!

প্রস্থান

শিবসিংহের প্রবেশ

শিব। বাইরে ও কে গাইছে লছমী? ভারি সুন্দর গলাটিতো! ও কি তোমার কোন সখী?

লছিমা। না মহারাজ, ওর পরিচয় ঠিক জানি না—এও নিশ্চয় সেই বিদ্যাপতির গান!

শিব। হ্যাঁ লক্ষ্মী, তাই মনে হচ্ছে। বিদ্যাপতির গানের সুরে দেশ ছেয়ে গেল!—ঐ যে আসছে!—

মন্দাকিনীকে লইয়া মঞ্জরীর পুনঃ প্রবেশ

লছিমা। তুমি সুন্দর গাইতে পার ত! কি মধুর কৃষ্ণ লীলার গানখানা গাইছিলে! আর একটিবার গাও না। তোমার কষ্ট হবে না তো?

মন্দা। কষ্ট? না, না, গাইছি!—

গীত

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছনে মালতীর মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈছনে বঞ্চব হাঁম ইহদিন রজনী॥
নয়নক নিদ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ হাম পাশ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

শিব। বাঃ কি সুন্দর! এ কি লছমী! তুমি কাঁদছো?

লছিমা। কি মধুর গান! প্রতিটি কথা যেন মনের তারে এসে ঘা দিয়ে

সারা অন্তরটাকে দুলিয়ে দিয়ে যায়! বিদ্যাপতি! বিদ্যাপতি! কি সুন্দর গানই তৈরী করেছে।

শিব। তাতে কোন সন্দেহ নেই লছমী! সে নিজেও সুন্দর গাইতে পারে।

লছিমা। যার গান এমন সুন্দর,—যার লেখনীতে মধুর ঝরে, এমন অমৃতের ধারা বয়ে যায়—সে নিজে না জানি কত সুন্দর! আমি একবার তাকে দেখ্‌বো মহারাজ! তুমি তাকে ডেকে পাঠাও!

শিব। তাকে আমার নিজেরও বিশেষ প্রয়োজন লছমী! সে তো তার বাড়ীতে নেই! চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ তাকে খুঁজে আন্‌তে পাচ্ছে না।

লছিমা। তোমায় মিনতি কচ্ছি মহারাজ, তাঁকে আন্‌তে তুমি আরও লোক পাঠাও। আজই পাঠাও! তাকে দেখ্‌বো, তার নিজের মুখে একটিবার আমি কৃষ্ণনাম শুন্‌ব! আহা, কি মধুর গান! কত শতবার গেয়েও আমি তৃপ্তি পাই না।

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু, না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তব হিয়া জুড়ন না গেল॥

ভৈরবানন্দের প্রবেশ

ভৈরবা। মহারাজ!

শিব। গুরুদেব!—(প্রণাম করিলেন)

ভৈরবা। এ সব কি হ'চ্ছে মহারাজ?

শিব। কি প্রভু?

ভৈরবা। আপনার জন্য আমি অসময়ে আশ্রম ত্যাগ ক'রে ছুটে

আস্তে বাধ্য হ'য়েছি। ছোটরাণীমার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও কি স্বধর্ম্মত্যাগে অভিলাষী হ'য়েছেন ?—

শিব। না প্রভু, তা কেন ?

ভৈরবা। আমি তো দেখ্‌তে পাচ্ছি তাই। ধর্ম্ম চর্চ্চায় উৎসাহ নেই! রাজকার্য্যে মন নেই! দিনরাত ছোটরাণীর মহলে থেকে থেকে কৃষ্ণনাম শোনেন, আর পরম আলস্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কালযাপন ক'রেন।

শিব। এরূপ মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিলে প্রভু ?

ভৈরবা। যেই দিয়ে থাক্, আপনার বর্ত্তমান ব্যবহারে বড়রাণীমা এবং আমরা সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত! আপনার ঔদাসিন্যের ফলে রাজ্যময় একটা দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। প্রজারা সব স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে প'ড়েছে! দুষ্টের দমন নেই, শিষ্টের পালন নেই, এ সব কি ?

শিব। তাইতো!—আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না প্রভু!

ভৈরবা। আপনার সঙ্গে আরও অনেক গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ আছে। যদি অবসর থাকে, একবার আমার সঙ্গে যাবেন কি ?—

শিব। চ'লুন!—

উভয়ের প্রস্থান

লছিমা। তোমার নামটি কি ভাই ?

মন্দা। মন্দাকিনী।

লছিমা। মন্দাকিনী! বাঃ সুন্দর নাম! তুমি কোথায় থাক ? তোমার বাড়ী কোথায় ?

মন্দা। বাড়ী? বাড়ী তো আমার নেই! আমি যে কাঙ্গাল, পথের ভিখিরি! সেই নিষ্ঠুর যে আমায় বহুকাল ঘর ছাড়া ক'রেছে।

লছিমা। কে সে?

মন্দা। সেই বৃন্দাবনের যমুনা তীরে বাঁশী বাজিয়ে রাইকে যে পাগল ক'রেছিল!

লছিমা। বটে!—তাই তুমি—

মন্দা। হ্যাঁ ভাই, তাই। নাম তার অনেকগুলো। কালাচাঁদ কেলেসোণা,—আরও কত কি! সব আমি জানি না। আমি জানি তাকে শুধু নিষ্ঠুর বলে। তার নিষ্ঠুরতার কি সীমা আছে?

লছিমা। তুমি আমার কাছে থাক্‌বে ভাই? আমিও বড় অভাগিনী! সেই নিষ্ঠুরের কথা শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি! থাক্‌বে ভাই?

মন্দা। নিশ্চয় থাক্‌বো! তুমি যে আমার সই! তোমার কাছে থাক্‌বো ব'লেই যে আমি এসেছি। কৃষ্ণনাম শুনে তোমার চোখ ফেটে জলের ধারা নামে, তুমি অভাগিনী? তোমাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তেই যে আমি এত'দূর এসেছি। বৃন্দাবনে তোমায় পেলাম না! মথুরায় তোমায় পেলাম না! কেবল পণ্ডশ্রম ক'রে মরেছি। কে জান্‌তো যে বৃন্দাবন অন্ধকার ক'রে তুমি মিথিলায় এসে খেলা সুরু ক'রেছ!

লছিমা। না, না, এ সব তুমি কি ব'ল্‌ছো? আমায় কি তুমি আগে থাক্‌তেই চিন্‌তে?

মন্দা। চিনতাম বৈকি! তুমিই যে সেই প্রেমময়ী শ্রীরাধা! একবার

দেখে এসো গে সেই বৃন্দাবনে। তোমার বিহনে গোপিনীদের পল্লী অন্ধকার হ'য়ে গেছে—যমুনার তীরে রাধা রাধা ব'লে শ্যামের বাঁশী আর কাঁদে না—মাধবী কুঞ্জের লতাপাতাগুলো তোমার কোমল হাতের পরশ না পেয়ে মরে শুকিয়ে গেছে!

লছিমা। না, না, এ সব তুমি কি ব'লছো? ওগো তুমি আর বলো না গো—বলো না—আমার মাথাটা কেমন ক'চ্ছে! আমায় ভেতরে নিয়ে চল্ মঞ্জরী! ঠাকুর—ঠাকুর!!—

মূর্চ্ছিতা হইলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজঅন্তঃপুর—বড়রাণী রত্নমালার বিলাস-কক্ষ

কাল—প্রাহ্ন। কক্ষের একধারে একটি সুসজ্জিত পালঙ্ক। পাশেই পুষ্পাধারসমূহে পুষ্পগুচ্ছ এবং নানাবিধ বিলাস সামগ্রা শোভা পাইতেছিল

ভৈরবানন্দ। এখনি আমাকে আশ্রমে ফিরে যেতে হবে মা! সেই বন্য সাঁওতালগুলো আশ্রমবাসীদের আবার উৎপীড়ন ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে!

রত্ন। শুনেছি বাবা!

ভৈরবা। আমি তাহ'লে আজ চ'ল্‌লাম মা! আমি এই দু'দিন ধ'রে মহারাজকে যথেষ্ট বুঝিয়েছি! অনেক উপদেশ দিয়েছি! ছোটরাণীর মহলের দিকে মোটেই ঘেঁস্‌তে দিইনি! তুমি কোনও চিন্তা ক'রনা মা! উনি এখনই তোমার কাছে আসবেন। নৃত্য গীত এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ভেতর ওঁকে দিন কতক ভুলিয়ে রেখো মা। দু'দিনেই ছোটরাণীর মোহ কেটে যাবে! এ তাঁর ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্য!

রত্ন। তাই করবো প্রভু!—(প্রণাম করিলেন)

ভৈরবা। শুভমস্তু! আচ্ছা মা, আমি চ'ল্লাম।—

প্রস্থান

শিবসিংহের প্রবেশ

শিব। একি? তোমার কি অসুখ ক'রেছে রত্ন? এমন অসময়ে শুয়ে আছো যে? কি হয়েছে?

রত্ন। কিছু হয়নি মহারাজ! আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন! শরীরটা ভাল লাগ্‌ছিল না,—তাই একটুখানি শুয়েছিলাম!

শিব। আমারও দেহটা আজ সুস্থ নেই রত্ন,—কাল সারারাত ঘুম হয়নি।—(উপবেশন)

রত্ন। ঘুম হয়নি? সে কি! কেন?

শিব। দেশের রাজা হওয়াও এক মহাপাপের ফল। একে তো রাজ্যের চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, ভাবনার অন্ত নেই, কখন কি হয়!—তার ওপর—

রত্ন। কেন, হঠাৎ আবার কি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো?

শিব। সাঁওতালদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার নিয়ে মঠের সন্ন্যাসীদের মস্ত এক বিরোধ বেধেছে। ওরা সব দল বেঁধে বিদ্রোহী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

রত্ন। হ্যাঁ, গুরুদেবের মুখে সে কথা শুন্‌লাম বটে! সাঁওতালরা নাকি হঠাৎ কৃষ্ণভক্ত হ'য়ে উঠেছে। দু'-তিনজন ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসীকে নাকি ওরা মেরেও ফেলেছে ব'ল্‌ছিলেন!

শিব। হ্যাঁ, তা,—ওদের দমন করবার জন্য একদল সৈন্য আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। সে যা হয় হবে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভাব্‌ছি আমি এই ছোটরাণী লছমীর সম্বন্ধে! ওকে নিয়ে কি করা যায়? গুরুদেব যে বলে গেলেন ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, আমি এখন দেখ্‌ছি যে হয়ত তাই ঠিক!

রত্ন। আমি তো একথা অনেকদিন আগে থাকৃতেই ব'লে আস্‌ছি মহারাজ! বাইরের আবর্জ্জনা দূর কর্‌বার আগে ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করা দরকার!

শিব। ওকে নিয়ে যে আমি কি করি কিছু ভেবে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে

পারছি না! ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমারও মাথার ঠিক থাকে না! ওঃ—লছমীটা শেষে পাগল হ'ল ?—

দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিলেন

রত্ন। থাক্‌, আর ভাব্‌তে হবে না। এই ক'রে ক'রে তুমি নিজেও হয়তো একটা শক্ত অসুখে প'ড়বে। একটু চুপ করে বিশ্রাম করতো!—ওরে,—আমার সখীদের সব ডেকে নিয়ে আয়!—শিগ্‌গির ক'রে আস্‌তে ব'ল্‌বি!

পরিচারিকা। যাই রাণী মা!

প্রস্থান

সহসা শ্রীবিলাসের প্রবেশ

বিলাস। দিদি! দিদি! একটা সুসংবাদ আছে,—ওরে বাবা!—

মহারাজকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

শিব। কি হে শ্রীবিলাস? চুপ্‌ ক'রে গেলে কেন? সুসংবাদটা কি হে?—

বিলাস। আজ্ঞে না, আপনার কাছে নয়।

শিব। আমার কাছে নয়! তা তুমি অমন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বিলাস। আজ্ঞে আপনি যে আমার মুখ দেখ্‌বেন না ব'লেছেন, সেই জন্যই!

শিব। তাই নাকি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার মুখে সেদিন ভয়ানক কালি লেগেছিল কি না! তাই ও কথা বলেছিলাম! হাঃ হাঃ হাঃ— আচ্ছা, সুসংবাদটা যখন আমাকে বলবেই না, তখন আর মিছে

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! মুখের কালিটা আরও বেশ ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে এসো গে যাও!

বিলাস। আমাকে নিয়ে আপনার সব বিষয়েই ঠাট্টা! যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা!—

প্রস্থান

শিব। হাঃ হাঃ হাঃ—

রত্ন। সেই থেকে ও আপনার কাছে মোটেই ঘেঁসে না। ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে!

শিব। হ্যাঁ, তাই দেখছি! তা' শ্রীবিলাসের স্বভাবের যেন এখন অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। আমি সত্যি খুব খুসী হ'য়েছি রত্ন!

সখীগণের প্রবেশ ও অভিবাদন

রত্ন। অনেককাল মহারাজ তোমাদের গান শোনেন নি। খুব ভাল ক'রে একখানা গান শোনাও।

গীত

নিঝুম্ রজনীরে সই জাগি বসিয়া বসিয়া।
পিয়াপথ চাহি চাহি মরি সখি কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
যতনেতে ফুল কুঁড়ি—
আঁচলেতে নিয়ে কুড়ি'
আমার গাঁথা মালা শুকিয়ে যায়
পরে না সে আসিয়া আসিয়া॥

আঁখি কোণে ঝরে বারি,—
কাজলে আর কত বারি'
এ জোয়ার চাপিতে নারি
বুক যায় ভাঙিয়া ভাঙিয়া ॥

গান শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় রাণী লছিমা ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন

লছিমা। চুপ্ কর্—চুপ্ কর্ হতভাগীরা! ওকি গান গাইছিস? কতদিন তোদের আমি বারণ ক'রে দিয়েছি না? গান যদি গাইতেই হয়, গাইবি কীর্ত্তন, ঠাকুরের প্রেমলীলা! আনন্দ পাবি—শান্তি পাবি। মনের ময়লা ধুয়ে মুছে নির্ম্মল হ'য়ে যাবে!

শিব। লছিমা!—তুমি!—

লছিমা। এই যে মহারাজ এখানে! আমি দেখ্তেই পাইনি! আমি এমন কি অপরাধ করেছি মহারাজ যে তুমি আমার কৃষ্ণ পূজা পর্য্যন্ত দেখ্তে যাওনি? আর অপরাধ যদি আমি ক'রেই থাকি, তার কি মার্জ্জনা নেই?—

কাঁদিয়া ফেলিলেন

শিব। না, না,—তোমার কোন অপরাধ হয়নি লছমী! কোনও অপরাধ হয়নি।

লছিমা। তবে কেন তুমি আমার কৃষ্ণপূজা দেখ্তে যাওনি? এই দু'দিন তোমায় দেখ্তে না পেয়ে ঠাকুর আমার কেঁদে কেঁদে দুটি চোখ জবাফুলের মত লাল ক'রে ফেলেছে! সে তার কি কান্না!—ওঃ

শিব। কান্না? আমায় না দেখ্তে পেয়ে?—

লছিমা। হ্যাঁগো,—তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে! ঠাকুর তোমায় বড় ভালবাসেন। পরশুদিনও ঠাকুরের চোখে জল দেখেছি। আমি অতটা বুঝ্‌তে পারিনি!—কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলা আরতি ক'র্‌তে গিয়ে দেখি—ঠাকুরের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা!—আমার বুকটা হু হু ক'রে উঠ্‌লো! সারারাত ঠাকুরকে ডেকেছি—আর কেঁদেছি। শেষ রাত্রে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেখি, ঠাকুর এসে আমায় ব'ল্‌ছে,—তোর মহারাজকে আমি বড় ভালবাসি,—কিন্তু সে আমার কাছে আসেনা—আমায় সে ভালবাসেনা!

রত্ন। মহারাজ! আপনি আবার পাগলের প্রলাপ শুন্‌ছেন?—

শিব। আঃ! চুপ্‌কর রত্ন!—সত্যি লছমী? ঠাকুর তোমায় এসব কথা বলেছেন?—সত্যি?

লছিমা। হ্যাঁগো,—আমি কি মিছে কথা ব'ল্‌ছি? সব সত্যি! আমার ঠাকুর বড় ভাল! আমার কাছে কোনো কথা লুকোয়না! তোমায় সে ভালবাসে! কিন্তু আমার ওপর বড় নির্দ্দয়!—আমায় সে কাঁদায়!—

গীত

সজল নয়ন করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুনঃ ঐছন,
দূরহি করল মুরারী॥
আনি দেহ মোর পিউ, রাখহ আমার জিউ,
কে ইহ করুণাবান—

গান শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় মন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যাপতি সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারই রচিত গান রাজ অন্তঃপুরে মধুর কণ্ঠে গীত হইতেছে শুনিয়া তিনি আত্মহারা হইলেন। নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ভাববিহ্বল কণ্ঠে তিনি সেই গানের শেষ চরণটি গাহিয়া উঠিলেন :—

"বিদ্যাপতি কহে ধৈরয ধর চিতে
তুরিতহি মিলব কান ॥"

বিদ্যাপতির কণ্ঠস্বরে লছিমার গান থামিয়া গেল। সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

লছিমা। কে গায়? ওগো, এমন মধুর কণ্ঠে কে গায়?
শিব। সে এসেছে লছমী!—সে এসেছে!
লছিমা। কে মহারাজ? ও কে?
শিব। যাকে তুমি খুঁজ্‌ছিলে লছমী!—বিদ্যাপতি! বিদ্যাপতি!!
লছিমা। বিদ্যাপতি!—বিদ্যাপতি!

লছিমা দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া শিবসিংহের বাহুর উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিথিলা রাজসভা

সিংহাসনের দুই পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সভাকবির বসিবার আসন। যথাযোগ্য স্থানে অন্যান্য সভাপণ্ডিত এবং সভাসদ্‌গণের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সিংহাসনের পশ্চাতে দোতলার বারান্দায় চিক ঝুলিতেছে। চিকের অন্তরালে রাণী লছিমা দেবী এবং তাঁহার সখিগণ উপবিষ্টা। কাল,—সকাল। বেলা—প্রায় অর্দ্ধপ্রহর। মহারাজ তখনও পর্য্যন্ত সভায় আসেন নাই। মন্ত্রী, সভাপণ্ডিতগণ এবং সভাসদ্‌গণ কথোপকথনে নিযুক্ত।

শিরোমণি। এরূপ অপমান কিছুতেই নীরবে সহ্য করা উচিত নয়, প্রকাশ্যভাবে মহারাজের কাছে আমাদের প্রতিবাদ জানান কর্ত্তব্য। কি বল হে স্মৃতিরত্ন ?

স্মৃতিরত্ন। নিশ্চয় !

বাচস্পতি। অপমান লঘুই হউক, আর উগ্রই হউক, যারা নীরবে সহ্য করে তারা কাপুরুষ ! ন হি মনুষ্য পদবাচ্যাঃ। অবিলম্বে প্রতিবাদ করা দরকার ! কি বলেন ন্যায়রত্ন মশায় ?

ন্যায়রত্ন। র'সো,—র'সো, এর মধ্যে কথা আছে। প্রথমতঃ দেখতে হবে যে সত্যি সত্যি মহারাজের এই ব্যবহারকে অপমান ব্যাখ্যা দেওয়া চলে কি না। তার পর দেখতে হবে,—অপমান যদি হয়েই

থাকে তা হ'লে সেটা লঘু কিম্বা উগ্র! আচ্ছা, যদি উগ্রই হয়ে থাকে,—তাহলে কি রকম উগ্র? দুঃসহ অথবা সহনসাধ্য? এই সমস্ত ব্যাপার বিশেষভাবে অনুধাবন করে তার পর কার্য্যে ব্রতী হতে হবে। কারণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপমান ক্রিয়ার কর্ত্তা হচ্ছেন প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি,—মহারাজ স্বয়ং!

শিরোমণি। আহা-হা—অপমান যে হয়েছে সে বিষয়ে তো আমরা সকলেই একমত। আপনি কি বলেন মন্ত্রী মশায়? এটা জোর ক'রে আমাদের অপমান করা নয়? কি বলেন?

মন্ত্রী। আপনারা আলোচনা করুন,—আমি শুন্‌ছি।

ন্যায়রত্ন। না,—না, শুধু শুনলে হবেনা। ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, তার পর মীমাংসা করতে হবে।

মন্ত্রী। না, না,—আমি খুব মনোযোগ দিয়েই শুন্‌ছি।

বাচস্পতি। অদ্যই এর প্রতিবাদ করতে হবে,—প্রতিবাদ ভিন্ন নান্য পন্থাঃ!

শিরোমণি। নিশ্চয়! আমাদের সঙ্গে একবার জিজ্ঞেস করা নেই, পরামর্শ করা নেই,—কোথাকার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে ধরে এনে একেবারে প্রধান সভা কবির আসন! একটা বিচার নেই? এ যেন হলোগে সেই,—বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে!

স্মৃতি। নিশ্চয়! শিরোমণি মশায় সত্য কথাই বলেছেন।

শিরো। মহারাজের এই ব্যবহার নিতান্ত অশাস্ত্রীয় হয়েছে! কেন? শাস্ত্রালোচনা কর্ত্তে কর্ত্তে আমরা সব মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে কি তেমন যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না?

বাচস্পতি। আরে আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দাও। আমরা না হয় কাব্যালোচনা করিনি। কিন্তু স্বর্গীয় সভা কবির ছেলেরা? কবিত্ব প্রতিভায় তাঁরাও তো সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছেন! তাঁদের কথাইবা মহারাজ কোন্ ভাবলেন?

ন্যায়রত্ন। অবশ্য। বাচস্পতি মশায়ের এ কথা খুবই ন্যায়সঙ্গত। অস্বীকার করবার জো নেই!

শিরোমণি। মন্ত্রী মশায়! আপনি চুপ ক'রে থাকলে তো চল্‌বেনা! আপনি হচ্ছেন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা! এর মীমাংসা আপনাকেই করতে হবে।

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি

মন্ত্রী। এই যে মহারাজ সভায় আসছেন। আপনারা তাঁর কাছে বিচারপ্রার্থী হন, এর মীমাংসা তাঁর কাছেই হবে।

বাচস্পতি। এ সব এখন চেপে যাও দাদা, চেপে যাও! মন্ত্রী মশাই, কথাটা বিবেচনা করে আমরা পরে বলব।

শিবসিংহের প্রবেশ

সভাপণ্ডিতগণ "শুভমস্তু, কল্যাণমস্তু, জয়স্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, শিবসিংহ সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

শিবসিংহ। চন্দ্রকর!

মন্ত্রী। মহারাজ!

শিবসিংহ। আজ আমাদের কার্য্যসূচী কি? প্রথমে কোন্ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হবে?

মন্ত্রী। মহারাজের কাছে আজ পণ্ডিতমশায়দের একটা গুরুতর বিষয়ে নিবেদন আছে!

বাচস্পতি! এই রে,—সেরেছে!

শিবসিংহ। বেশ, আপনারা বলুন!

ন্যায়রত্ন। বলনা হে বাচস্পতি!

বাচস্পতি। শিরোমণি মশায় কথাটা উত্থাপন করুন না!

শিরোমণি। এই তো। সব ব্যাপারেই বুড়োকে নিয়ে ঠেলাঠেলি! কেন? তোমাদেরও তো মুখ আছে!

শিবসিংহ। আপনারা ইতস্ততঃ করছেন কেন? এ কি কোনও শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা?

শিরোমণি। আজ্ঞে না!

শিবসিংহ। তবে?

বাচস্পতি। বলে ফেলুন শিরোমণি মশাই, বলে ফেলুন! দেরি করবেন না!

ন্যায়রত্ন। হ্যাঁ,—হ্যাঁ,—অত চক্ষুলজ্জাইবা কিসের?

শিবসিংহ। আপনারা তবু চুপ ক'রে রইলেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে,—মহারাজের কাছে এঁদের একটা অভিযোগ আছে!

শিবসিংহ। বটে! আগে ছিল নিবেদন,—এখন হ'ল অভিযোগ? ব্যাপারটা তো বেশ গোলযোগের বলেই মনে হচ্ছে! বেশ, আপনাদের অভিযোগটা কি শুনি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আমাদের প্রধান সভাকবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে!

শিবসিংহ। কেন? কি হয়েছে? কবি এখনও সভায় আসেননি দেখ্‌ছি! তিনি কি আপনাদের কাছে কোন অপরাধ করেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, অপরাধ তিনি কিছুই করেননি,—তবে—

শিবসিংহ। অপরাধ কিছু করেননি, অথচ অভিযোগ—! এ সব হেঁয়ালি তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! ব্যাপার কি মন্ত্রী?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, বিদ্যাপতি ঠাকুরকে কোন এক অখ্যাত পল্লীগ্রাম থেকে ধরে এনে একেবারে প্রধান সভা কবির আসন দিয়ে দিলেন, তাতে এঁরা কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন!

শিবসিংহ। কেন মন্ত্রী? বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এঁদের কি কিছু সন্দেহ আছে?

বাচস্পতি। সন্দেহ? আজ্ঞে না, সন্দেহ মোটেই নয়! তবে পরিচয়-হীন ব্যক্তি ব'লেই একটু,—একটু,—

শিবসিংহ। তা হলে আপনারা সকলে শুনুন!—মিথিলার আজ সৌভাগ্য যে বিদ্যাপতিকে সে আজ তার রাজসভায় প্রধান সভাকবিরূপে স্থান দিতে পেরেছে! পাণ্ডিত্যে, ভক্তিতে, সত্যের বিমল আলোকপাতে যে মহাকবি আজ সমগ্র দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন,—তিনি শুধু আমার নমস্য নন—সমগ্র জাতির নমস্য। তাঁকে সম্মান দিয়ে আমি আজ নিজেকেই গৌরবান্বিত বলে মনে করছি।

বাচস্পতি। বটেই তো! বটেই তো!

ন্যায়রত্ন। মহারাজ উপযুক্ত কথাই ব'লেছেন!

স্মৃতিরত্ন। না, না, তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা নেই। তবে আমরা ভেবেছিলাম,—অজানা লোক—

শিবসিংহ। আপনাদের কাছে তিনি অজানা হতে পারেন. কিন্তু আমার কাছে তা ন'ন! বিদ্যাপতি আমার বাল্যবন্ধু!—আশা করি

ভবিষ্যতে তাঁর সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন ক'রে আপনারা আমার মনকে তিক্ত ক'রে তুলবেন না !

সকলে। বটেই তো ! বটেই তো !

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। মহারাজের জয় হোক্ !

শিবসিংহ। এই যে,—এস কবি ! আজ সকাল থেকে তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম !

বিদ্যাপতি। কেন মহারাজ ? অধীনের উপর কি কোন আদেশ আছে ?

শিবসিংহ। আদেশ ? না—না কবি,—অনুরোধ ! তোমার কণ্ঠের একখানি গান। চারিদিক থেকে শুধু অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে ম'রছি,—অন্তরে দারুণ পিপাসা !

বিদ্যাপতি। গান তো আমি ভালো গাইতে পারিনা মহারাজ ! আপনাকে তৃপ্তি দেবার শক্তি কি আমার আছে ?

বাচস্পতি। বিনয়ের বহরটা দেখ্ছো ?

স্মৃতিরত্ন। হুঁ !—

শিবসিংহ। তোমার কবিতায়, গানে, সত্যি আমি আনন্দ পাই কবি ! যতই শুনি, ততই আরও শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। তোমার রচিত কীর্ত্তিলতা, কীর্ত্তিপতাকা,—দুখানা গ্রন্থই আমি পাঠ করেছি। অপার আনন্দ পেয়েছি কবি,—চমৎকার !

বিদ্যাপতি। আমার সৌভাগ্য মহারাজ !

শিবসিংহ। মৈথিলি ভাষায় তুমিই সর্ব্বপ্রথম কাব্য রচনা ক'রেছ বন্ধু ! তোমার মত শ্রেষ্ঠ কবিকে পেয়ে শুধু আমি নই, সমগ্র মিথিলা আজ

ধন্য! রাণী লছিমা দেবীও তোমার গানের একজন পরম ভক্ত। গাও কবি,—গাও!

বিদ্যাপতি। গাইছি মহারাজ!

গান

এ সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহি পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারেনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু—
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু—
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন—
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

শিবসিংহ। কি সুন্দর!—মধু! মধু!

ভৈরবানন্দের প্রবেশ

ভৈরবানন্দ। বাঃ! চমৎকার মহারাজ!!

শিবসিংহ। একি! গুরুদেব? আসন গ্রহণ করুন প্রভু!

ভৈরবানন্দ। আমি এখানে আসন গ্রহণ করতে আসিনি। আমি

শুধু জানতে এসেছি, মিথিলার রাজা শিবসিংহ আজ কোন্ ধর্ম্মকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন !

শিবসিংহ। যদি সত্য কথা শুনতে চান প্রভু, তা হ'লে শুনুন ! মিথিলার রাজা সেই ধর্ম্মকেই স্বীকার করে, যাকে তার অন্তর স্বীকার ক'রে নেয়। যে ধর্ম্ম মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, আভিজাত্যের অভিমান ভুলতে শেখায়, মানুষের মনকে ধর্ম্মের সংস্কার থেকে মুক্ত ক'রে প্রেমের মহাতীর্থপথের সন্ধান বলে দেয় !

ভৈরবানন্দ। তা হ'লে, নিজের কুলধর্ম্মকে আপনি অস্বীকার করেন ? এই অখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম্মকেই আপনি চান শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! আপনার অধঃপতনে দুঃখ হয় মহারাজ !

শিবসিংহ। গুরুদেব !

বিদ্যাপতি। হে সন্ন্যাসী ! যে ধর্ম্ম বিশ্বপ্রেম প্রচার করে,—শান্ত, সৌখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর,—এই পঞ্চভাব যে ধর্ম্মের সাধন পদ্ধতি, যে ধর্ম্মের মূলনীতি,—জীবে দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ,— যে ধর্ম্ম আমার আমিত্বকে ভুলিয়ে দিয়ে, অহঙ্কারকে ভুলিয়ে দিয়ে, সেই পরমার্থের সন্ধান বলে দেয়, সে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ না হ'লেও নিকৃষ্ট যে নয়, তা বোধ হয় আপনি অস্বীকার করতে পারেন না !

সকলে। সাধু ! সাধু !

ভৈরবানন্দ। আমি বুঝতে পেরেছি ! এই যাদুকর বৈষ্ণব আপনাকে এবং সমস্ত সভাকে মোহগ্রস্ত ক'রেছে ! আমি চ'ললাম। কিন্তু জেনে রাখবেন মহারাজ,—যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে আপনার প্রাণ আজ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আপনার সেই বৈষ্ণব প্রীতিই একদিন এই রাজগৃহকে চিরদিনের জন্য কলুষিত করবে !

শিব। আপনি কি বলছেন গুরুদেব ?

ভৈরব। হ্যাঁ, আমি সত্য কথাই বলছি মহারাজ! যে বৈষ্ণবের ধর্ম্মের নামে প্রেম আত্মগোপন করে, সেই বৈষ্ণবই একদিন তোমার মনে আগুনের তীব্রদাহ জ্বালিয়ে তুলবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি রাজা,—তোমার অন্তঃপুরে আজ যে আগুনের শিখা দেখা দিয়েছে, সে আগুন তোমার বুকের ভেতর প্রসারিত হতেও আর বিলম্ব নেই! তোমার পতন অনিবার্য্য—!

শিব। আপনি আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন গুরুদেব ?

ভৈরব। এ আমার অভিশাপ নয় রাজা,—এ তোমার নির্ম্মম নিয়তির মৃত্যু আশীর্ব্বাদ!

প্রস্থান

বিদ্যা। মহারাজ!

শিব ~~ভৈরব~~। বিদ্যাপতি! তুমি ক্ষুব্ধ হ'য়োনা বন্ধু! সত্যের জন্য যদি আমায় মহা দুঃখকেই বরণ করে নিতে হয়, তার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিথিলা—। রাজ অন্তঃপুরে ছোটরাণীর মহলস্থ কক্ষের সম্মুখভাগ।

কাল,—অপরাহ্ন

মন্দাকিনী ও মঞ্জরীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। আমার উপর তুই রাগ করিস না মঞ্জরী!

মঞ্জরী। না, না,—রাগের কথা নয় বৌদি! কিন্তু এ তোমার কিছুতেই উচিত হ'চ্ছে না। এখানে এসে তোমার পরিচয় গোপন রাখতে বল্লে,—আমি কোনও কথা কইনি! কিন্তু ভাগ্যগুণে যখন দাদাও এখানে এসে জুটেছেন, আর কি তোমার লুকিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে? এতদিন হ'য়ে গেল, তুমি দাদার সঙ্গে একবার দেখাটা পর্য্যন্ত করলে না! এর মানে কি?

মন্দাকিনী। (হাসিয়া) সময় হ'লেই দেখা ক'র্‌বো!

মঞ্জরী। এই তিন মাসের মধ্যে তোমার সময় হ'লো না? তুমি আমাকে বোকা বোঝাতে চাও?

মন্দাকিনী। তুই মিছে রাগ ক'চ্ছিস্ মঞ্জরী!

মঞ্জরী। না, না! কিছুতেই আমি আর চুপ ক'রে থাক্‌বো না। তোমার কথা দাদার কাছে আজকেই আমি ব'লে দিয়ে আস্‌বো।

মন্দাকিনী। তুই বুঝতে পাচ্ছিস না মঞ্জরী, তা হয় না!

মঞ্জরী। হয় না কেন?

মন্দাকিনী। কেন জানি না ভাই, আমার মনে হচ্ছে যেন আমার সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর মনের শান্তিটুকু নষ্ট হ'য়ে যাবে!

মঞ্জরী। না, না বৌদি, এ তোমার ভুল ধারণা! যে ধর্ম্মমত নিয়ে তোমাদের দু'জনার ভিতরে বিরোধ ছিল, তাতো এখন আর নেই! আর সে ভয় কেন?

মন্দাকিনী। বিরোধ? বিরোধ হ'তে কতক্ষণ? আমি যে বড় অভাগী বোন্!

লছিমার প্রবেশ

লছিমা। এই যে, তোরা এখানে। কত জায়গায় যে আমি তোদের খুঁজে বেড়িয়েছি!

মঞ্জরী। কেন, রাণী মা?

লছিমা। আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে ভাই!

মঞ্জরী। কি কাজ?

লছিমা। আজ সকালে বিদ্যাপতি ঠাকুরের সেই গানখানা আমার ভারি ভালো লেগেছে। তাঁর গান শুনে এমন আনন্দ আমি আর কোনদিন পাইনি! আমার গলার এই হার ছড়াটী তাঁকে উপহার দিয়ে আসতে হবে।

মঞ্জরী। তা, ও আর এমন বেশী কথা কি? হার ছড়াটী তোমার সইকে দাও রাণীমা! ও এখনি গিয়ে দিয়ে আসবে!

লছিমা। মন্দাকিনী, সই, দয়া ক'রে আমার এই সামান্য কাজটুকু তুই করবি না?

মন্দাকিনী। আমাকেই যেতে হবে?

লছিমা। হ্যাঁ ভাই,—এই নে। এখনি যা—আমার আর দেরি সইছে না!

হার ছড়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন

মঞ্জরী। আমি যাই রাণীমা, আরতির জোগাড়টা ক'রে রাখিগে। (মন্দাকিনীকে) মিছে ভাবছো কেন? ঠাকুরের ইচ্ছেয় বাধা দেবার শক্তি কারও নেই!

প্রস্থান

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। বড় রাণীমা তোমায় ডাক্‌ছেন। ওমা! এই ভর সন্ধ্যা বেলায় গলা থেকে হার খুলেছ কেন? কি সব অনাছিষ্টি কাণ্ড মা! কাউকে দিয়ে দিচ্ছ নাকি?

লছিমা। হ্যাঁ, দিচ্ছি! তুই যা, দিদিকে বলগে, আমি যাচ্ছি!

পরিচারিকা। যত সব বোষ্টম্ মাগীদের আড্ডা হ'য়েছে!—সব ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবে দেখছি!

প্রস্থান

লছিমা। তুই যা ভাই, আর দেরি করিস নি।

মন্দাকিনী। যাব সই, তোমার উপহার নিশ্চয়ই তাঁকে আমি পৌঁছে-দেব, তুমি ভেব না। তবে এখন নয়, সন্ধ্যার পর তাঁর পূজো আহ্নিক শেষ হয়ে গেলে আমি যাব। ঠাকুরকে কিছু বলতে হবে কি?

লছিমা। না—না কিছু বলতে হবে না। শুধু এই হার ছড়াটী তাঁকে দিবি, আর তাঁর চরণে আমার শত শত প্রণাম জানাবি! আর কিছু নয়!

মন্দাকিনী। তা বেশ! এত দামী এই মুক্তোর মালাটি তাঁকে দিচ্ছ! তুমি ঠাকুরকে খুব ভক্তি কর, খুব ভালোবাস,—না সই?

লছিমা। তাঁকে আমি কত ভালোবাসি মুখ ফুটে তা বলবার নয়. সই! তাঁর গানের ভেতর দিয়ে আমার ঠাকুরকে যেন কত কাছে, আমার চোখের সামনে দেখতে পাই!

মন্দাকিনী। অপূর্ব্ব তোমার কৃষ্ণভক্তি সই!

লছিমা। আমার কৃষ্ণভক্তি?' দূর্ পোড়ারমুখী! কৃষ্ণভক্তি আমার কই? ঠাকুর কৃপা করলে তবে তো ভক্তি আসবে?

মন্দাকিনী। বিদ্যাপতি ঠাকুরকে সত্যি তুমি খুব ভালোবাস না?

লছিমা। তাঁকে কে না ভালোবাসে? তুই বাসিস না? সত্যি কথা বল্‌ত?

মন্দাকিনী। বাসি! তাঁকে ভালোবাসতে গিয়েই তো আমার আজ এ দশা! ঘর ছেড়েছি, সংসার ছেড়েছি, পাগলের মত দেশে দেশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি। কিন্তু এত সব করেও শেষকালে তোমার কাছে এসে দেখি সব ভুল, সব মিছে! ভালোবাসতে আমি তাঁকে মোটেই পারিনি! বুকে সত্যিকার প্রেম না থাক্‌লে কি ভালোবাসা যায়? তুমিই বল না? যায়?

লছিমা। এই নাও!—পাগলের মত কি সব যা তা বক্‌ছিস? আমি বল্‌ছি বিদ্যাপতির কথা, আর তুই বলছিস্ তোর স্বামীর কথা!

মন্দাকিনী। কে বিদ্যাপতি, আর কেই বা স্বামী? ভাবতে ভাবতে সব গুলিয়ে যায়! মিথিলার রাজসভার ভক্ত কবি বিদ্যাপতিকে ভাবতে গেলে আমার স্বামীকে ভুলে যাই, আবার আমার স্বামীর কথা চিন্তা করতে গিয়ে তোমার বিদ্যাপতিকে ভুলে যাই!

লছিমা। আমার বিদ্যাপতি! ছিঃ তুই পাগল! তবে একটা কথা তুই ঠিক বলেছিস্ সই! ভাবতে ভাবতে যেন সব গুলিয়ে যায়! আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন সত্যি সে আমার বড় প্রিয়! তার সঙ্গে যেন আমার জন্ম জন্মান্তরের পরিচয়!

মন্দাকিনী। রাজ-সভায় চিকের আড়ালে ব'সে তুমি গান শোন—চোখের জলে বুক ভেসে যায়,—একবার তোমার দিকে, একবার কবির দিকে তাকাই,—আর আমার চোখের উপর ভেসে ওঠে সেই বৃন্দাবনের এক উজ্জ্বল চিত্রপট!

লছিমা। আবার সেই সব কথা? তোর পায়ে পড়ি সই, ও সব এখন রাখ্! আমার মন কেমন করে! সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চল্ যাই!

মন্দাকিনী। চল—

উভয়ের প্রস্থান

কিয়ৎ কাল পরে শিবসিংহ, রত্নমালা ও পরিচারিকার প্রবেশ

শিবসিংহ। কোথায় লছমী! এখানে তো নেই?

পরিচারিকা। এখানেই তো ছিলেন! একটু দাঁড়ান মহারাজ! আমি ডেকে আন্ছি!

শিবসিংহ! থাক্ থাক্ ডেকে আনতে হবে না! তুই যা!

পরিচারিকার প্রস্থান

শিবসিংহ। তাই তো! এ যে মহা ভাবনার কথা হ'য়ে দাঁড়াল রত্ন?

রত্নমালা। ভাবনা নয়? এ সব কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়লে লোকে যে তোমায় ছিঃ ছিঃ করবে!

শিবসিংহ। তাই তো! যদি একথা সত্য হয়, সত্যি যদি সে তার গলায়

হার বিদ্যাপতিকে পাঠিয়ে থাকে, তাহ'লে, তা হ'লে আমি তাকে,—ওঃ—!

রত্নমালা। গোড়াতেই আমি তোমায় বলেছিলাম,—অত আস্কারা দিও না! এখনও যদি ভাল চাও তো এই সব বোষ্টমীদের মাথায় ঘোল ঢেলে আগে বিদেয় কর!

শিবসিংহ। না, না, ওদের অপরাধ কি? ওদের অপরাধ কি?

রত্নমালা। ওদেরই তো অপরাধ সম্পূর্ণ! ওরাই তো কেষ্ট রাধার দূতী। ওদের দু'জনার চিঠিপত্র আনা নেওয়া করে!

শিবসিংহ। ওরা দূতী? চিঠিপত্র আনা নেওয়া করে?

রত্নমালা। শুধু চিঠি পত্র? আমার মনে হয়, দাসীরা যা বলাবলি কচ্ছে, তাও সব সত্যি!

শিবসিংহ। কি বলছে ওরা?

রত্নমালা। ওদের গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হবার কথা!

শিবসিংহ। না,—না, রত্ন! ছিঃ—ও সব মিছে কথা। লছমী কি অতটা নীচে নেমে যেতে পারে! ছিঃ!

রত্নমালা। নীচে নামতে এখনও বাকী আছে না কি? যে মেয়ে মানুষ গোপনে গলার হার খুলে পরপুরুষের কাছে পাঠাতে পারে, সে না পারে এমন কাজ নেই!

শিবসিংহ। তাইতো! যদি এ কথা সত্য হয়—তা হ'লে তাকে শাস্তি দেব। এমন কঠোর শাস্তি তাকে দেব যে আর কোনদিন—

রত্নমালা। ওই যে আসছে,—গলায় হার নেই, দেখছো?—তবু বলবে সব মিছে কথা?

শিবসিংহ। হুঁ—তাই তো!

লছিমার প্রবেশ

লছিমা। এই যে মহারাজ! ওমা! এই যে দিদি তুমিও এসেছ! আজ আমার কি ভাগ্যি! ভেতরে বস্‌বে চল না!

শিবসিংহ। আমরা বসতে আসিনি লছমী! একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব। আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বিদ্যাপতিকে তুমি তোমার গলার হার পাঠিয়েছ কিনা?

লছিমা। হ্যাঁ মহারাজ! পাঠিয়েছি!

শিবসিংহ। পাঠিয়েছ? হুঁ! বিদ্যাপতির নামে তুমি পাগল, না?

লছিমা। বিদ্যাপতির নামে নয় মহারাজ, আমি পাগল তাঁর গানে। উনি যখন ভাবে তন্ময় হয়ে গান ধরেন, শুনতে শুনতে আমি পাগল হ'য়ে যাই। নিজেকে যেন কোন মতেই সাম্‌লে রাখতে পারি না। ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে সেই ভক্ত কবির পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে তাঁকে একটি বার প্রণাম করে আমি ধন্য হই মহারাজ! তাঁর কৃষ্ণভক্তির তুলনা বুঝি এ সংসারে মেলে না।

শিবসিংহ। (প্রসন্ন মুখে) ও! তাই—তাই তুমি তোমার কণ্ঠের হার পাঠিয়েছ?

লছিমা। হ্যাঁ, মহারাজ! রোজ রোজ উনি আমাদের গান শুনিয়ে আনন্দ দান করেন, কিন্তু প্রতিদানে আমরা তো ওঁকে কিছুই দিই না মহারাজ! তাই আজ আমার হার ছড়াটী মন্দাকিনীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। জানিনা উনি আমার দান গ্রহণ ক'রবেন কি না! কিছু অন্যায় করিনি তো? বল, তুমি রাগ করনি?

শিবসিংহ। কিছু অন্যায় করনি লছমী! কিছু অন্যায় করনি! রাগ করবো কি? তুমি আমায় বাঁচিয়েছ!

জড়াইয়া ধরিলেন

রত্নমালা। মহারাজ!

শিবসিংহ। তুমি এখন যাও রত্ন! আমার যেতে বিলম্ব হবে! চল লছমী আমরা যাই!

শিবসিংহ লছিমাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, রত্নমালা তাঁহাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান মিথিলা;—বিদ্যাপতির গৃহের সম্মুখ ভাগ

কাল,—রাত্রি। বিদ্যাপতি বারান্দায় বসিয়া সন্ত রচিত একখানি গান গাহিতেছিলেন

গান

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচ ত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
কাটি যাও ত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দা। আমার প্রণাম গ্রহণ কর ঠাকুর।

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

বিদ্যা। একি! মন্দাকিনী!

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন

মন্দা। না না, তোমার মন্দাকিনী নেই! সে মরে গেছে বহুকাল! তাকে তুমি আজও ভুলতে পারনি প্রভু?

বিদ্যা। কাকে ভুলবো? তুমি কি বলছো মন্দা? জান তুমি, কার জন্য আজ আমার এই দশা? তোমার জন্য,—একমাত্র তোমার জন্য! একি, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসবে এস!

হাত ধরিতে গেলেন

মন্দা! না, না, বসতে আমি পারব না,—আমায় আবার এখনি চলে যেতে হবে।

বিদ্যা। চলে যেতে হবে? কেন মন্দা? তুমি কি আজও আমায় ক্ষমা করতে পারনি?

মন্দা। তোমায় ক্ষমা! ছিঃ ছিঃ ও কথা বললে যে আমার পাপ হয় ঠাকুর!

বিদ্যা। তবে কেন? কেন তুমি আমায় দেখা দিয়েও চলে যেতে চাইছ মন্দা? এত করেও কি আমার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? তোমায় কত খুঁজে বেড়িয়েছি মন্দা। কোথায় তুমি লুকিয়েছিলে?

মন্দা। আমায় খুঁজে বেড়িয়েছ!—(ঈষৎ হাসিয়া) আমার সঙ্গে কোঁদল করবার অভ্যেসটা দেখছি তোমার আজও গেল না!

বিদ্যা। আমার কথা তুমি অবিশ্বাস করছো মন্দা? আমি খুঁজিনি?

মন্দা। খুঁজেছিলে,—কিন্তু আমায় নয়!

বিদ্যা। তোমায় নয়?

মন্দা। নাগো, আমায় তুমি মোটেই খোঁজনি। আমি তো হয়েছিলাম উপলক্ষ মাত্র! আমাকে খোঁজবার ছল ক'রে তুমি খুঁজে বেড়িয়েছ তাঁকে,—আমার ঠাকুরকে! আর তারই ফলে আজ তুমি এত উচ্চে।—ঠাকুর, এখনি আমাকে যেতে হবে! কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেছে,—সে হয়তো আমার পথ চেয়ে বসে আছে!

বিদ্যা। কে সে?

মন্দা। আমার সই!

বিদ্যা। তোমার সই? কোথায় থাকেন তিনি?

মন্দা। রাজার অন্তঃপুরে! রাণী লছিমা দেবীর নাম শুনেছ তো? সেই আমার প্রাণের সই রাধা।

বিদ্যা। তুমি ছোট রাণী লছিমা দেবীর কাছে থাক? কৈ,—আমি এত কাল শুনিনি তো? কেউ তো আমায় বলেনি?

মন্দা। আমায় কি কেউ চেনে যে তোমায় ব'লবে? একমাত্র মঞ্জরী। তাকে আমি বারণ ক'রে দিয়েছিলাম।

বিদ্যা। বটে? কিন্তু—লছিমা দেবী,—রাধা কি বলছো?

মন্দা। রাধা নয়? কৃষ্ণ নাম শুনে আর কেউ এমন পাগল হয়? আর কারো বুকে এমন ধারা কৃষ্ণপ্রেম লুকিয়ে থাকতে পারে? রাজ সভায় ব'সে ব'সে তুমি গান গাও আর এদিকে চিকের আড়ালে আমার রাধা কেঁদে কেঁদে সারা হয়! কি সে প্রেম, কি সে ভক্তি,—তুমি ত' দেখনি তাঁকে!

বিদ্যা। দেখেছি তাঁকে,—শুধু একটিবার। মহারাজের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে দূর থেকে দেখেছি তাঁকে,—সেই স্নানের ঘাটে! আহা, কি সে রূপ! যেন এক ঝলক চাঁদের কিরণ!

মন্দা। আজ সকালের সেই গানটি আমায় লিখে দাওতো,—সই চেয়ে পাঠিয়েছে। দেরি করোনা,—লেখ।

হাতে কলম তুলিয়া দিলেন

বিদ্যা। আচ্ছা, আচ্ছা,—লিখছি।

লিখিতে প্রবৃত্ত

মন্দা। সই তোমায় বড় ভালবাসে!

বিদ্যা। এই নাও।

মন্দাকিনীর হাতে দিলেন

মন্দা। আমি চল্‌লাম ঠাকুর,—ও, হাঁ,—এই নাও ধর!

বিদ্যা। কি ও?

মন্দা। তোমার প্রণামী! তোমার গান শুনে খুসি হ'য়ে আমার সই তোমাকে এই হারগাছটি পাঠিয়ে দিয়েছে! নাও, নাও, ধর!

হাতে গুঁজিয়া দিলেন

বিদ্যা। এ কি! এ যে রত্নহার!

মন্দা। হ্যাঁ,—তারই কণ্ঠের!

দ্রুত প্রস্থান

বিদ্যাপতি কিছুক্ষণ বিস্ময় দৃষ্টিতে মন্দাকিনীর গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন,
তার পর হার গাছটি প্রথমে মাথায় ঠেকাইয়া গলায় পরিলেন।
তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছুটিয়া চলিল রাজার অন্তঃপুরে,—
তিনি ভাববিহ্বল কণ্ঠে গান ধরিলেন :—

গান

সুধামুখী কে বিধি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়া মালা ॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কণক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী
শিরিযুত খঞ্জন খেলা ॥
সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আঁধিয়ার ॥

কান্তলালের প্রবেশ

কান্ত। এই যে বিদ্যাপতি! একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম ভাই। তোমার দেহটি ভাল আছে?

বিদ্যা। হাঁ, ঠাকুরের কৃপায় এক রকম ভালই আছে বলতে হবে! তার পর, এত রাত্রে? বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?

কান্ত। প্রয়োজন? হাঃ হাঃ হাঃ! ছোট ভায়ের কাছে আবার প্রয়োজন নিয়ে আসতে হয় নাকি? কি যে বল!

বিদ্যা। হ্যাঁ,—তা বটে।

কান্ত। তুমি রাজ সরকারে যত সম্মান, যত প্রতিষ্ঠাই লাভ করনা কেন ভাই, আমার কাছে তুমি কিন্তু সেই বিদ্যাপতি!—আমার সেই স্নেহের ছোট ভাইটি। মা কালীর দিব্যি! নাম ধরে ডাকি বলে তুমি রাগ করনা তো?

বিদ্যা। না, না, সেকি কান্তদা! তেমন কিছু আমার দেখেছেন কি?

কান্ত। না ভাই, এমনি একটা কথার কথা বল্‌ছি। তুমি কি আমার তেমন ভাই? তোমার কথা নিয়ে আমি লোকের কাছে কত গর্ব্ব করে বেড়াই—হাঃ হাঃ হাঃ! তার পর,—হ্যাঁ, কথায় কথায় মনে পড়ে গেল। গড়বিস্‌ফির আদায় তহশীলতো ভাল হ'চ্ছেনা শুনলাম! হাজার হোক্ বসুদেব খুড়ো বুড়ো মানুষ। তিনি কি আর চারিদিকে নজর রেখে সব গুছিয়ে করতে পারেন? তার চেয়ে যদি তুমি বল,—আমিই না হয় দিনকতক পরিশ্রম ক'রে তোমার মৌজাটা একটুখানি গুছিয়ে দিই। এভাবে সব নষ্ট হয়ে যাবে যে! মহারাজকে তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই এখানে আমার ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে—কি বল?

বিদ্যা। আচ্ছা, মহারাজকে বলব আমি!

কান্ত। তোমার গলায় ওটা কি চক্ চক্ করছে ভাই? আরে,—এ যে মুক্তাহার দেখছি হে? খুব দামী জিনিস! কত দিয়ে কিন্‌লে ভাই?

বিদ্যা। কিন্‌তে হয়নি কান্তদা, এটা আমি ছোট রাণীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছি,—আমার গানের পুরস্কার!

কান্ত। ও! বটে?—তা বেশ, বেশ, উত্তম হয়েছে! তোমায় দেবেননা তো কাকে দেবেন? অমন যোগ্যপাত্র আর কে আছে শুনি?

উনি তোমায় খুব ভালবাসেন শুনেছি! আজ তার প্রমাণও পাওয়া গেল। বাঃ—খুব ভাল! খুব ভাল!

বিদ্যা। এ আমার খুবই সৌভাগ্য কান্তদা!

কান্ত। তাতে আর সন্দেহ আছে? আর কারো নয়,—স্বয়ং রাণীর ভালবাসা লাভ করা! একি সোজা কথা রে দাদা? তার পর, মুক্তাহার দেবেন নাইবা কেন? বলি, এক হাতে তো আর তালি বাজেনা? ওঁর প্রতি তোমার ভালবাসাটাই কি কম নাকি?

বিদ্যা। আমার ভালবাসা? কি বল্‌ছেন আপনি?

কান্ত। হ্যাঁগো, তোমার ভালবাসা! লোকে যা বলাবলি করছে তাকি মিছে?

শিবসিংহের প্রবেশ

শিব। বিদ্যাপতি!

বিদ্যা। একি, মহারাজ! এমন অসময়ে? আসুন—আসুন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য!

কান্তলাল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল

শিব। রাজসভার বাইরে আমায় তুমি মহারাজ বলে ডেকোনা বন্ধু! তাতে আমি বড় লজ্জা পাই।

কান্ত। আজ্ঞে, আমি তাহলে এখন আসি।

প্রস্থানোদ্যত

শিব। না—না—কান্তলাল, তুমি একটু দাঁড়াও তো!—কি যেন বল্‌ছিলে হে তুমি?

কান্ত। আজ্ঞে,—আমি বলছিলাম?—কৈ,—না!

শিব। তুমিই তো বলছিলে হে! কে কাকে ভালবাসে,—লোকে সব বলাবলি করছে! ঢাকছো কেন?

কান্ত। ও! আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঢাকবো কেন? কথাটা যখন একবার বেরিয়েছে তখন মহারাজের কানে উঠতেই কি আর দেরি হবে?

শিব। কিন্তু কথাটা কি শুনি?

কান্ত। আজ্ঞে, বিদ্যাপতি নাকি ছোট রাণীমাকে খুব ভালবাসেন।

শিব। বিদ্যাপতি ছোট রাণীকে ভালবাসে?—তা বাসবেই তো! এতে অন্যায়টা কি হয়েছে শুনি? এই নিয়ে লোকের বলাবলি করবার কি আছে হে? এ তো খুব ভাল কথা!

কান্ত। আজ্ঞে,—আজ্ঞে,—

শিব। আবার "আজ্ঞে" কি? যে বৈষ্ণব, তার ধর্ম্মইতো হ'চ্ছে এই! আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে—নিষ্কাম পবিত্রভাবে অপরকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসা! এ যে লোক না পারে—সে আবার বৈষ্ণব কিসের?

কান্ত। আজ্ঞে, এ সব গূঢ় তত্ত্ব কথা সকলেতো আর বুঝতে পারেনা মহারাজ!—তাই বলাবলি করে।

শিব। কি আশ্চর্য্য! কিছু না বুঝে-সুঝে অমনি বলাবলি করলেই হলো?

কান্ত। আজ্ঞে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলের জ্ঞান তো আর সমান নয়!

শিব। হুঁ! দেখ কান্তলাল,—তোমাকে একটা কাজের ভার নিতে হবে।

কান্ত। আদেশ করুন মহারাজ!

শিব। যারা এসব কথা নিয়ে আলোচনা ক'চ্ছে তাদের সকলের কাছে তুমি নিজে গিয়ে,—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা তাদের ভাল করে বুঝিয়ে

দিয়ে আসবে! কাল সকাল থেকে এইটেই হবে তোমার প্রধান কাজ। বুঝলে?—

কান্ত। যে আজ্ঞে মহারাজ! তবে আমি বুঝিয়ে বল্‌লেও যদি তারা—না বোঝে?

শিব। একবারের জায়গায় দশবার বোঝাবে—একশ'বার বোঝাবে—হাজারবার বোঝাবে! কি আশ্চর্য্য! বৈষ্ণব-ধর্ম্মটা লোকে ভাল করে বুঝবেনা? তুমি একা না পার,—আরও লোক নাও!

কান্ত। যে আজ্ঞে মহারাজ! দেখি, কতদূর কি হয়!

শিব। তুমি যাবার পথে একবার মন্ত্রীমশায়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে যাও তো!

কান্ত। যে আজ্ঞে মহারাজ! (স্বগতঃ) দেখ দেখি, কি ফ্যাসাদেই ফেল্‌লে!

প্রস্থান

শিব। বিদ্যাপতি!

বিদ্যা। মহারাজ!

শিব। তুমি বড় ভাগ্যবান বন্ধু! আমার ঈর্ষা হচ্ছে!

বিদ্যা। অধীনকে বিদ্রূপ কচ্ছেন কেন মহারাজ?

শিব। বিদ্রূপ? না বন্ধু,—বিদ্রূপ নয়,—সত্য কথা! তোমার গুণের যথার্থ সমাদর করবার সৌভাগ্য আমারই হওয়া উচিত ছিল আগে। এজন্য আমি যে পরিমাণে হ'য়েছি অনুতপ্ত, তার চেয়ে ঢের বেশী হ'য়েছি লজ্জিত! তাই আমি এমন অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করতে ছুটে এসেছি। আমার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করে আমাকেও কৃতার্থ কর বন্ধু!

নিজের গলার হার খুলিয়া বিদ্যাপতির গলায় পরাইয়া দিলেন

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। আমায় স্মরণ ক'রেছেন মহারাজ ?

শিব। হ্যাঁ, বিদ্যাপতির সৌভাগ্যের কথা তুমি বোধহয় শোননি ? ওঁর কবিত্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ছোট-রাণী তাঁর নিজের গলার রত্নহার এঁকে উপহার দিয়েছেন। আজ থেকে কবি বিদ্যাপতি আমার রাজ্যে কবি-কণ্ঠহার নামে পরিচিত হবেন।

মন্ত্রী। অত্যন্ত আনন্দের কথা মহারাজ।

শিব। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বনপল্লীর রাজা পুরাদিত্যের সভায় আমি নিমন্ত্রিত হয়েছি। কাল ভোরেই আমার যাত্রার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ।

শিব। তোমার সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষার চেয়ে আনন্দের পরিমাণটাও কম নয় বন্ধু !

আলিঙ্গন

বিদ্যা। (নতজানু হইয়া) মহারাজ! অধীনের এতখানি সৌভাগ্য যে তার কল্পনাতীত !

শিব। কি তোমার কল্পনা আমি জানি না কবি! কিন্তু তোমার কল্পনাকেও পরাস্ত ক'রে আজ আমার কল্পনা ছুটে চলেছে দূরে, বহুদূরে। আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,—ভবিষ্যতের তিমির তীর্থে, শতাব্দীর পরপারে, তোমার গানের সুর—সারা ভারতবর্ষকে মুখর করে তুলেছে! লক্ষ লোকের শ্রদ্ধার অঞ্জলি লুটিয়ে পড়েছে তোমারই উদ্দেশে,—আর তারই একপার্শ্বে তোমার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছি আমি,—তোমারই অন্তরের সখা শিবসিংহ !

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর

ছোট-রাণীর মহল

লছিমা। মঞ্জরী! একবার দেখ্‌ না ভাই! এখনও সে এল না? এত দেরি হচ্ছে কেন?

মঞ্জরী। আর একটুখানি অপেক্ষা কর রাণীমা! এখনি সে এসে পড়বে।

লছিমা। এত দেরি করছে কেন? এর মধ্যে যে দু'বার বিদ্যাপতির বাড়ীতে গিয়ে ফিরে আসা যায়!

মঞ্জরী। ওই যে,—সে এসেছে রাণীমা!

লছিমা। এসেছে? কৈ? কৈ?

মন্দাকিনীর প্রবেশ

এই যে সই! এত দেরি হ'ল কেন ভাই? দিয়ে এসেছিস?

মন্দাকিনী। হ্যাঁ, দিয়ে এসেছি।

লছিমা। কি বললেন তিনি?

মন্দাকিনী। কই,—কিছু বলেন নি তো?

লছিমা। বলেন নি? আমার সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি জিজ্ঞেস করেন নি? বল্‌ না—ভাই?

মন্দাকিনী। তোমার সম্বন্ধে? বলেছেন গো,—বলেছেন! তোমার প্রশংসায় ঠাকুর একেবারে পঞ্চমুখ!

গান

শুনলো রাজার ঝি—
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধনে পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি?
বেলি অবসান কালে,
গিয়াছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া, ধরিলি সখির গলে।
তাহে হৃদয় দরশি থোরি,—
মন করলি চোরি,
বিদ্যাপতি কহে শুন সুন্দরী, কানু জিয়াবে কি করি॥

লছিমা। ছিঃ—কি যে বলিস্ সই! তুই বড় নির্লজ্জ!

মন্দাকিনী। লাজ, মান, ভয়,—তিন থাকতে নয়! বুঝেছো?

মঞ্জরী। তোমার হাতে ও কিসের কাগজ? চিঠি?

মন্দাকিনী। দূর্ পোড়ারমুখী! চিঠি হোতে যাবে কেন? গান! আজ সকালের সেই গানখানা ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে এসেছি।

লছিমা। এনেছিস্? কৈ? দেখি,—দেখি?

কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া

তাঁর হাতের লেখা কৃষ্ণপ্রেমের গান! আঃ!

কাগজখানা বুকে করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চলিয়া গেলেন

মন্দাকিনী। ওকি সই! গানখানা নিয়ে পালাচ্ছ কোথায়? দাঁড়াও, দাঁড়াও!

প্রস্থান

শ্রীবিলাসের প্রবেশ

শ্রীবিলাস। মঞ্জরী! মঞ্জরী! শুনছো?

মঞ্জরী। কে?

শ্রীবিলাস। আমি এসেছি!

মঞ্জরী। আবার?

শ্রীবিলাস। আমার সেই প্রস্তাবটা—

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মঞ্জরী চলিয়া গেল

শ্রীবিলাস। মঞ্জরী! মঞ্জরী! শোন—শোন—নিরিবিলি একটা কথা,—একটা কথা,—

হতাশ ভাবে ফিরিয়া

না: কোন মতেই পারা গেল না! দেখি, যদি নিরিবিলি আবার কোথাও পাই!

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর—উদ্যান সন্নিহিত একটি কক্ষের সম্মুখ ভাগ

রত্নমালা, শ্রীবিলাস ও কান্তলাল

কান্তলাল। দোহাই রাণীমা, এসব কথা আমি প্রকাশ করেছি শুনলে মহারাজ আমাকে আর আস্ত রাখ্‌বেন না,—আমার গর্দ্দানটি যাবে,—মা কালীর দিব্যি! দোহাই আপনার!

রত্নমালা। কেন? এত ভয় কিসের? মহারাজ তোমাকে চাকরী দেন্‌নি,—দিয়েছি আমি!

কান্তলাল। আজ্ঞে সে কথা একশোবার,—হাজারবার! কিন্তু রাণীমা, মহারাজ যখন ঐ জল্লাদ ব্যাটাকে হুকুম দেবেন আমার গর্দ্দানটি নেবার জন্য,—সে ব্যাটা রক্তরাক্ষস তো আপনার আদেশের অপেক্ষা করবে না! হিড়্‌ হিড়্‌ কোরে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে মশানে, ঘাড়ে একটি কোপ,—ব্যস্‌ ফর্সা!

শ্রীবিলাস। তা দিদি, কান্তলাল বল্‌ছে বড় মিথ্যে নয়! তোমার মহারাজকে দেখ্‌লে আমারও গায়ে জ্বর আসে! লোকটি উনি মোটেই সোজা নন্‌!

কান্তলাল। আপনার আর ভয়টা কিসের বলুন না? হাজার হোক শালা ভগ্নিপতি সম্পর্ক! সাতখুন মাপ!

রত্নমালা। দেখ বিলাস! একবার গুরুদেবকে খবর দিতে পার? ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

শ্রীবিলাস। উনি আস্‌বেন না।

রত্নমালা। উনি আস্‌বেন না! কেন?

শ্রীবিলাস। আমরা দুজনেই কাল্ তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

রত্নমালা। কি ব'ললেন?

শ্রীবিলাস। বল্‌লেন,—এই পাপের পুরীতে তিনি আর ঢুক্‌বেন না!

রত্নমালা। ঢুক্‌বেন না?

শ্রীবিলাস। কি করে ঢুক্‌বেন বল? উনি হচ্ছেন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ! এই পাপের পুরীতে কখনো আস্‌তে পারেন? কি বল হে কান্তলাল?

কান্তলাল। আজ্ঞে না। পাপের পুরী তো একে কোন'মতেই বলা চলে না! বরঞ্চ ধর্ম্মের পুরী বলা যেতে পারে!

শ্রীবিলাস। কি বল্‌ছো তুমি? এর নাম ধর্ম্মের পুরী?

কান্তলাল। তাহলে উনি গতিক খারাপ দেখেই আস্‌তে চাইছেন না! তা নইলে যেখানে এমন ধর্ম্মচর্চ্চা হচ্ছে, তাকে বল্‌লেন কিনা—পাপের পুরী?

রত্নমালা। গুরুদেব ঠিকই বলেছেন,—পাপের পুরী! একটা পরপুরুষ,—সাতজন্মে যার সঙ্গে পরিচয় নেই, তাকে নিয়ে কিনা তিন তিনজনে মিলে এই ঢলাঢলি!

কান্তলাল। আজ্ঞে রাণীমা, আপনি ভুল বল্‌লেন। ঢলাঢলি তো নয়,—এ হ'চ্ছে ভাল'বাসাবাসি! প্রেমের আদান প্রদান। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্ম কথাই তো এই! যাকে ভালবাস্‌তে হবে তাকে প্রাণটি ঢেলে দিয়ে ভালবাস্‌তে হবে! কার্পণ্য ক'ল্লে তো চ'ল্‌বে না রাণীমা!

রত্নমালা। ঢের হ'য়েছে, চুপ্ কর! আর জ্বালিও না!

কান্তলাল। আজ্ঞে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মকথা বোঝাতে গেলে—আমার

চুপ্ করলে তো চলবে না রাণীমা! একবারের যায়গায় দশবার বলতে হবে, একশোবার বলতে হবে, দরকার হ'লে লক্ষবার বলতে হবে!—স্বয়ং মহারাজের হুকুম!

রত্নমালা। বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা তোমাদের মহারাজ বুঝেছেন—আর তাঁর প্রেমময়ী ছোট রাণী বুঝেছেন! ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত! আমাদের আর বুঝে কাজ নেই। ওসব পাপের লীলাখেলা আমাদের ধাতে সইবে না।

শ্রীবিলাস। এদিকে সইবে না বল্‌ছ' দিদি! কিন্তু তোমাদের অন্দরে যে সব ব্যাপার চ'ল্‌ছে তার প্রতিকারের চেষ্টাও তো ক'র্‌ছ না? দিব্যি স'য়ে যাচ্ছ'!

রত্নমালা। কি করে করবো বল? যার জোরে ক'র্‌ব—তিনি নিজেই যে উদাসীন!

শ্রীবিলাস। কেন? তোমার কি কোন ক্ষমতা নেই? তুমি হ'চ্ছ এ রাজ্যের বড় রাণী! তুমিই তো আদি, তুমিই তো মূল!—আর সব তো পরগাছা! কি বল হে কান্তলাল?

কান্তলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, বটেই তো! বিশেষতঃ মহারাজের ছেলে পিলে নেই। মহারাজের অবর্ত্তমানে আপনিই তো তাঁর ওয়ারেশ!

শ্রীবিলাস। এ সব অনাচারের প্রতিকার তোমাকেই কর্‌তে হবে দিদি! কারণ, মহারাজ বর্ত্তমানে উদাসীন, মোহান্ধ! তা নইলে মানুষ হয়ে কথনো নিজের স্ত্রীর ব্যভিচার সহ্য ক'রতে পারে? কি বল?

কান্তলাল। আজ্ঞে, আপনারা অনাচার ব্যভিচার ব'ল্‌ছেন কাকে? আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না?

শ্রীবিলাস। ব্যভিচার নয়? কুলস্ত্রী হয়ে পর পুরুষকে লুকিয়ে গলার

হার পাঠানো, চিঠি চালাচালি করা,—অবৈধ ভালবাসা,—এ সব তাহলে কি ?

কান্তলাল। আজ্ঞে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মটাকে আগে জানতে চেষ্টা ক'রুন, তবে তো এর মর্ম্ম বুঝ্‌বেন ! এমন ধর্ম্ম কি আর আছে ? বিশ্ব প্রেম,—বিশ্ব প্রেম ! আহা, চমৎকার ! সকলকে সমান ভাবে ভালবাস্‌তে হবে,—অহঙ্কারকে ভুলে যেতে হবে—অভিমানকে জয় ক'র্‌তে হবে, জাতের বিচার, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ্‌ ভুলে গিয়ে নীচ চণ্ডালকে পর্য্যন্ত কোলে টেনে নিতে হবে।

রত্ন। এই নাও ! আবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সুরু হ'ল ! তুমিও বৈষ্ণব হলে নাকি ? খুব যে বক্তিমে দিচ্ছ ?

কান্তলাল। আজ্ঞে না, রাণী মা ! তবে অপরকে বোঝাতে হ'লে নিজেকেও একটুখানি তৈরি কোরে নিতে হয় কিনা ! তাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুটো একটা কথা আমাকে জানতে হয়েছে !

শ্রীবিলাস। ওসব কথা থাক্‌। এখন তুমি দিদি হাল্‌টা একটু কষে ধর তো ! তা নইলে আমি আগে থাকতেই বলে রাখ্‌ছি দিদি, সব বান্‌ চাল্‌ হয়ে যাবে। নিন্দেয় অপযশে তুমি আর মুখ দেখাতে পার্‌বে না।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাণী মা !

রত্ন। কিরে ?

পরি। ঐ ছুঁড়ী দুটো আজ ফের্‌ বিদ্যাপতি ঠাকুরের বাড়ী গিছ্‌লো !

রত্ন। কখন্‌ ?

পরি। এই খানিকক্ষণ আগে! এই পথেই তারা ফিরে আসছে।

রত্ন। তুই শীগ্‌গির যাতো,—মন্ত্রী মশায়কে ডেকে নিয়ে আয়! এখনি আসতে বলবি!

পরি। যে আজ্ঞে!

পরিচারিকার প্রস্থান

শ্রীবি। মন্ত্রীকে কেন দিদি?

রত্ন। আমি আর সইবো না! আজ সত্যি সত্যি প্রতিকার ক'রবো! বোষ্টমী বেটীদের আজ আমি অন্দর থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবো!

শ্রীবি। মঞ্জরীকেও তাড়িয়ে দেবে দিদি?

রত্ন। নিশ্চয়! ওকে তো আমি আগে তাড়াবো। ওই তো আগে এসে শেকড় গেড়েছে।

শ্রীবি। না, না দিদি! ওর অপরাধ কি! লক্ষ্মী যদি ওকে পাঠিয়ে থাকে, ও কি ক'রবে? যাবে না?

মন্দাকিনী ও মঞ্জরীর প্রবেশ

এই যে মঞ্জরী দেবী! এস,—এস,—তোমাদের কথাই হচ্ছিল!

মঞ্জরী। কি কথা হচ্ছিল?

রত্ন। সে পরে হবে। তোমরা কোথায় গিছ্‌লে শুনি?

মঞ্জরী। বিদ্যাপতি ঠাকুরের কাছে।

রত্ন। কারণ? রোজ রোজ ওর কাছে যাবার কি দরকার তোমাদের? চুপ কোরে থাকলে চলবে না! জবাব দিতে হবে। কেন গিয়েছিলে বল?

মঞ্জরী। ছোট রাণী মা পাঠিয়েছিলেন।

রত্ন। আমি তা জানি। কিন্তু কারণ?

মঞ্জরী। কারণ আমরা জানিনা রাণী মা!

রত্ন। জাননা নয়,—আমার কাছে ব'লবেনা! ছিঃ—ছিঃ—দূতিয়ালী কোরতে তোদের লজ্জা হয় না?

মঞ্জরী। দূতিয়ালী? কি ব'লছেন রাণী মা?

কান্ত। কৃষ্ণ লীলায় দূতীয়ালীর চলন ছিল বটে! তবে এ ক্ষেত্রে—

মঞ্জরী। তুমি চুপ্ কর কান্ত দা!

শ্রীবি। মঞ্জরী দেবীর কোনও দোষ নেই দিদি! মিছে তুমি ওঁকে ব'কছ। ছোটরাণী যদি পাঠিয়ে থাকে, ও যাবে না? নিশ্চয় যাবে! একশো বার যাবে! তুমি গিয়েছ,—বেশ করেছো!

রত্ন। তুমি চুপ্ কর বিলাস। ওদের কাকেও চিন্‌তে আমার বাকি নেই! যত সব নষ্ট পাজী মেয়ে!

মঞ্জরী। (আর্ত্তস্বরে) রাণী মা!

রত্ন। হ্যাঁ,—তাই! তোর হাতে ওকি?—দেখি, দেখি?—

কাগজ ছিনাইয়া লইলেন

মন্দা। না,—না—ও আপনার নয় রাণী মা।

রত্ন। আমার নয়, তা জানি!

কাগজ পড়িতে লাগিলেন

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। অধীনকে স্মরণ ক'রেছেন রাণী মা?

রত্ন। হ্যাঁ, এই দেখুন,—এটা কি!—

মন্ত্রী। এ যে একখানা কবিতা দেখ্‌ছি!

রত্ন। কবিতা নয়, প'ড়ে দেখুন।

মন্ত্রী। (পাঠ করিলেন)

শুন শুন এ সখী কহন না হোই
রাই রাই করি তনু মন খোই ॥
করইতে নাম প্রেমে দুই ভোর
পুলক কম্প তনু ঘরম হি লোর ॥

কান্ত। ইস্—একেবারে যাকে বলে কৃষ্ণ বিরহের পূর্ণ বিকাশ! গভীর! গভীর!

রত্ন। তারপর?—তারপর?

মন্ত্রী। (পাঠ-করিলেন)

গদ গদ ভাষা কহই বর কান
রাই দরশ বিনু নিকশে পরাণ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি নহি বিবাদ
পূরব তোহার সব মনো সাধ ॥

শ্রীবি। এ-যে দেখ্‌ছি প্রেম পত্র! একেবারে হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গেছে! উঃ—কি ভয়ানক!

রত্ন। এসব তোদের দূতীয়ালী নয়,—কেমন? কবিতায় চিঠি লিখিয়ে এনে চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা?

মন্ত্রী। এ সব কি ব্যাপার রাণী মা?

রত্ন। আপনাদের বিদ্যাপতি আর ছোট রাণীতে—বিরহ মিলনের পালা গান চ'ল্‌ছে,—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না? আর এই দুটি হ'চ্ছে ওদের দূতী!

মন্ত্রী। ব্যাপার তাহলে বড় জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখ্‌ছি!

রত্ন। আপনাদের আইনে এসব অপরাধ নয়?

মন্ত্রী। নিশ্চয়! গুরুতর অপরাধ!

রত্ন। মহারাজতো বর্ত্তমানে রাজধানীতে উপস্থিত নেই। বন পল্লী চলে গেছেন। এদের অপরাধের বিচার করবে কে?

মন্ত্রী। মহারাজ নেই,—কিন্তু আপনি তো আছেন রাণী মা?

রত্ন। বেশ! তাহ'লে আমার হুকুম,—এই মুহূর্ত্তে বিদ্যাপতিকে আর এদের দুজনকে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করুন। কাল সকালে এদের প্রাণদণ্ড হবে।

শ্রীবি। প্রাণদণ্ড হবে?

রত্ন। হ্যাঁ, প্রাণদণ্ড হবে। এই আমার আদেশ—এই আমার বিচার!—

প্রস্থান

মন্ত্রী। চল তোমরা—

শ্রীবিলাস ব্যতিত সকলের প্রস্থান

শ্রীবি। তাইতো, প্রাণদণ্ড হবে?—মঞ্জরী দেবীর কোন দোষ নেই দিদি! দূর ছাই,—কাকেই বা ব'লছি! দিদি,—দিদি—!

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগারের সম্মুখ ভাগ

রাত্রি অনুমান আড়াই প্রহর ! মাঝখানে দরজা, এবং দুই পাশে লোহার গরাদে দেওয়া দুইটি জানালা

১ম প্রহরী। ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আস্‌ছে। আর যে পারিনে ভাই ! খালি হাই উঠ্‌ছে। কি করি বল্‌তো ?

২য় প্র। হুম্ ! শালার যেন ননীর শরীর। একটু তাত্ লাগ্‌লেই গ'লে যায়। নে,—নে,—হাত দিয়ে এই এমনি ক'রে—চোখ দুটো একটু র'গড়ে নে ! শালার ঘুম অম্‌নি বাপ্ বাপ্ বলে পালাবে। দেব রগ্‌ড়ে ?

১ম প্র। তা দাওনা ভাই ! এই ও,—উঃ—আস্তে,—আস্তে,—ওরে—বাবা !

২য় প্র। একবার ব'ল্‌ছিস্ ভাই, এক্‌বার ব'ল্‌ছিস্ বাবা ! দূর্ শালা। যা পালা !

১ম প্র। শালার হাত না হাতুড়ী ! ওঃ ঘষার চোটে চোখ্ তো চোখ্, পাথরও খ'য়ে যায়। উঃ আর একটু হলেই চক্ষু রত্ন আমার গেছলো আর কি !

২য় প্র হুম্ ! ব'কে মর শালা—ঘুম্ তো পালিয়েছে।

১ম প্র। হুঁ, তা পালিয়েছে। ঘুম্ তো ঘুম্—সিদ্ধির নেশা হ'লেও তু শালার ওই হাতুড়ীর ঘায়ের ঠেলায় লম্বা দিত !

২য়। হুম্! দে এবার কষে পাহারা। রাত আর নেই। তুই যা ওদিকে,—আমি যাচ্ছি এদিকে। লাঠি গাছটা বাগিয়ে ধর্।

ছুটিয়া লছিমার প্রবেশ

লছিমা। হ্যাগা, হ্যাগা, এই তো কারাগার?

২য় প্র। কে? কে?

লছিমা। বিদ্যাপতি ঠাকুরকে তোমরা তাহলে এইখানেই বন্দী ক'রে রেখেছ? কোথায় তিনি? কোথায় তিনি?

২য় প্র। তুমি কে?

লছিমা। আমি? আমায় তোমরা চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি তোমাদের রাণী!

১ম প্র। হ্যাঁ, তাইত! ওরে, ছোট রাণী মা!

উভয়ের প্রণাম

২য় প্র। ছোটরাণী মা! আপনি এখানে কেন?

লছিমা। আমি এসেছি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে মুক্ত করে দিতে!

২য় প্র। মুক্ত করে দিতে? আপনি বলছেন কি রাণী মা? কাল ভোরেই যে ওদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছে।

লছিমা। না, না, আমি বেঁচে থাকতে এ অন্যায় অবিচার হ'তে পারে না। শীগ্‌গীর দরজা খুলে দাও,—দেরি করো না!

২য় প্র। আজ্ঞে, তাইত,—আজ্ঞে,—তা—তা—মন্ত্রীমশায়কে না বলে—

লছিমা। কে মন্ত্রী? আমি না এ রাজ্যের রাণী? আমি হুকুম কচ্ছি, যদি নিজের মঙ্গল চাস্ তো এখনি দরজা খুলে দে। এই মুহূর্ত্তে!

১ম প্র। এই যে খুলে দিচ্ছি রাণী মা! (জনান্তিকে) এই, তুই চলে যা এখুনি!

২য় প্রহরীর প্রস্থান

লছিমা। ঠাকুর! ঠাকুর! রক্ষে কর দয়াময়!

১ম প্র। (দরজা খুলিয়া) আপনাদের রাণী মা ডাকছেন!

বিদ্যাপতি মন্দাকিনী এবং মঞ্জরী বাহির হইয়া আসিলেন

লছিমা। (বিদ্যাপতির সম্মুখে জোড়হস্তে) ঠাকুর! ঠাকুর! আমার কোন অপরাধ নেই। আমি কিছু জান্‌তাম না ঠাকুর! এইমাত্র একটা দাসীর মুখে জান্‌তে পেরে ছুটে আসছি। সই! তোরা কিছু মনে করিস্‌নি ভাই!

মন্ত্রীর প্রবেশ

লছিমা। এই যে মন্ত্রীমশায়। বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে! ভয়ানক ভুল করেছিলেন আপনারা।

মন্ত্রী। হুঁ! অন্যায় হয়েছে বটে! কিন্তু সে অন্যায় কর্‌লেন আপনি।

লছিমা। আমি?

মন্ত্রী। হ্যাঁ রাণীমা! অন্যায় কর্‌লেন আপনি। কুল-মহিলা হয়ে, রাজ্যের রাণী হয়ে, আপনার কি উচিত হয়েছে, এই গভীর রাত্রে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে এসে সামান্য তিনজন অপরাধীকে মুক্ত করে দেওয়া?

লছিমা। কিন্তু অপরাধ তো এঁদের কিছু নেই?

মন্ত্রী। অপরাধ আছে কি নেই, সে কৈফিয়ৎ আমি মহারাজকে দেব! রাজকার্য্যের বিচারে আপনার হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার নেই রাণীমা!

লছিমা। নিশ্চয় আছে। কারণ বিচার তো আপনারা করেননি,—করেছেন স্বেচ্ছাচার!

মন্ত্রী। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি রাণীমা আপনার দুরন্ত সাহস দেখে! অপবাদের লজ্জা,—কলঙ্কের ভয় আপনার নেই?

লছিমা। কিসের অপবাদ? কিসের কলঙ্ক? লোকে ভুল করেই যদি একটা কথা বলে, তাকে ভয় ক'র্‌তে হবে? তাই স্বীকার করে নিতে হবে?

মন্ত্রী। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি রাণীমা! অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে এখনও আপনি অন্দরে ফিরে যান্। আপনি নিজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে ভুলে গেলেও আশা করি মহারাজের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বেন!

লছিমা। না, আমি যাবনা,—যেতে পারিনা! কিছুতেই নয়!

শিবসিংহের প্রবেশ,—সঙ্গে দুই তিনজন অনুচর

শিব। কিসের কোলাহল এখানে? এই যে মন্ত্রী! এই যে তোমরা সব এখানে।—ব্যাপার কি?

মন্ত্রী। এ কি,—মহারাজ?

শিব। হ্যাঁ,—বনপল্লী থেকে এইমাত্র ফিরে আস্‌ছি! তোমরা এখানে? এ সময়?

লছিমা। এই অপমানের হাত থেকে আমায় বাঁচাও মহারাজ!

শিব। অপমান? কিসের অপমান? এই যে বিদ্যাপতি,—তুমিও! ব্যাপার কি মন্ত্রী?

মন্ত্রী। সে কথা আর আপনাকে নূতন ক'রে কি ব'ল্‌ব মহারাজ!

ছোট রাণীমার ব্যবহারে রাজ অন্তঃপুরের সম্মান বজায় রাখা আর চ'ল্‌লোনা। বিদ্যাপতির আর তার এই দুজন সহকারিণীর অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ছোট রাণীমা এই কথা শুনতে পেয়ে, এই দুপুর রাত্রের অন্ধকারেই অন্দর থেকে একা-একা বেরিয়ে এসে এদের মুক্ত করে দিয়েছেন।

শিব। বটে!

মন্ত্রী। সত্য মিথ্যা দেখ্‌তেই পাচ্ছেন মহারাজ!

শিব। হুঁ, তা,—আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তাদের শাস্তি দিয়েছ। হ্যাঁ,—কি শাস্তি দিয়েছ?

মন্ত্রী। প্রাণদণ্ড।

শিব। প্রাণদণ্ড! অপরাধ তাহলে খুবই গুরুতর বলতে হবে?

মন্ত্রী। গুরুতর বৈকি মহারাজ!

শিব। বিদ্যাপতি তার নিজের দোষস্খালনে সক্ষম হন্‌নি বোধহয়?

বিদ্যাপতি। সে সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়নি মহারাজ!

শিব। বটে!—তোমাদের বিচারটাতো তাহলে চমৎকার বল্‌তে হবে মন্ত্রী! অপরাধীকে কোন কথা বল্‌তে মোটে সুযোগই দাওনি তোমরা?

মন্ত্রী। অপরাধের গুরুত্ব জেনে তার পর সে বিচার করবেন মহারাজ! কিন্তু রাণীমা আজ যা ক'র্‌লেন,—

শিব। (বাধা দিয়া) মন্ত্রী!

মন্ত্রী। আমাদের অপরাধ নেবেননা মহারাজ! রাজপরিবারের সম্মান যাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে একমাত্র তাই আমাদের কাম্য।

শিব। তাই যদি তোমার কাম্য হ'ত তাহলে রাণী যেখানে নিজে

এসেছেন অপরাধীকে মুক্তি দিতে,—তুমি তাঁরই রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে, তাঁরই বেতনভুক্ ভৃত্য হয়ে, তাঁকে বাধা দিতে আস্তেনা! তোমার এটুকু মনে রাখা উচিত ছিল যে উনি আর কেউ নন,—এ রাজ্যের রাণী!

মন্ত্রী। আমি তা জানি মহারাজ!

শিব। না, বোধহয় জাননা! যদি জানতে, তাহলে এই গভীর রাত্রে এখানে এসে তাঁকে অপমান ক'র্‌তে তুমি সাহস পেতেনা। বিদ্যাপতি! বন্ধু! আমার অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর ভাই! এস লছমী,—অন্তঃপুরে যাই, আমি বড় শ্রান্ত!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিথিলা—ছোট রাণীর মহল

**কাল—প্রত্যুষ। উদ্যান পার্শ্ববর্ত্তী একটি অট্টালিকার সম্মুখভাগ।
অদূরেই উদ্যানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে**

শ্রীবিলাস এবং কান্তলালের প্রবেশ

শ্রীবিলাস। তোমার ও সব কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনা কান্তলাল, তুমিও নিশ্চয় বৈষ্ণব হয়ে গেছ!

কান্ত। আজ্ঞে না, মাইরি না।

শ্রীবিলাস। কিন্তু তোমার গতিক দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। যদি হয়েই থাকো তাতে দোষ কি হে? আমাদের কাছে ভাঙ্‌ছোনা কেন?

কান্ত। আজ্ঞে না, মোটেই না। কি যে বলেন। আমি বৈষ্ণব হতে যাব কোন্ দুঃখে? হ্যাঃ! আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব হওয়া অম্‌নি মুখের কথা কিনা! লোকে বল্‌লে, আর অম্‌নি আমি একদিনেই বৈষ্ণব হয়ে গেলাম! তা হলে আর ভাবনা ছিল কি?

শ্রীবিলাস! উঁহু! তোমার গতিক মোটেই সুবিধে'র নয় কান্তলাল।

কান্ত। এই ত! আপনি বিশ্বাস কচ্ছেননা। কি করে আপনার সন্দেহ দূর করি বলুন তো? আচ্ছা,—বৈষ্ণব কথার মানে জানেন?

শাস্ত্রে বলে,—"বিষ্ণুং জানাতি যঃ সঃ বৈষ্ণবঃ"। আমার ন্যায় একটা মূর্খ অধম সে মহাজ্ঞান পাবে কোথায়? ভগবান বিষ্ণুকে জানতে পারার মত সৌভাগ্য আমার কৈ? সে তপস্যা কৈ? সে পুণ্যফল আমার আছে? বৈষ্ণব! বৈষ্ণব হওয়া যেন কত সহজ! হলেই হলো আর কি!

শ্রীবিলাস। আহা-হা! তুমি অত চট্‌ছো কেন হে?

কান্ত। চট্‌বোনা! যা তা অমনি বললেই হলো?

শ্রীবিলাস। যা তা?

কান্ত। এই দেখুন! ঘুরতে ঘুরতে এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন? এ যে দেখ্‌ছি ছোটরাণীমার মহলের দিকে এসে পড়েছি! কেউ দেখে ফেললে কি বলবে বলুন ত?

শ্রীবিলাস। কি আবার বলবে হে? তুমি বড় রাণীর অন্দরে যেতে পার আর ছোট রাণীর অন্দরে আসতে পারনা? তুমি বুড়ো মানুষ, তাতে আবার বৈষ্ণব,—দোষ কি?

কান্ত। ফের্ বলছেন বৈষ্ণব?

শ্রীবিলাস। শুধু কি আমি বল্‌ছি? সবাই বলছে তুমি বৈষ্ণব হয়ে গেছ।

কান্ত। সবাই বলছে? কেন? আমার ভেতর বৈষ্ণবের কি দেখ্‌লে তারা?

শ্রীবিলাস। দেখেছে বৈকি! না দেখে কি আর অম্‌নি বলছে?

কান্ত। কি দেখেছে? আমি হিংসে ত্যাগ করেছি? অহঙ্কার আমার নেই? শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছি? ঠাকুরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে, ভক্তি করতে শিখেছি? তবু বলবে আমি বৈষ্ণব?

কাঁদিয়া ফেলিল

শ্রীবিলাস। তুমি সবার কাছে যেখানে সেখানে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করে বেড়াও তো? অস্বীকার করবার জো নেই!

কান্ত। আঃ এ যে মহারাজের হুকুম!

শ্রীবিলাস। শুধু মহারাজের হুকুম বলে? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌ছো কান্তলাল!

কান্ত। কেন?

শ্রীবিলাস। তুমি নিরামিষ খাওনা? হবিষ্যি করনা? গলায় তুলসীর মালা পরনা? এ সব বৈষ্ণবের লক্ষণ নয়?

কান্ত। কি বিপদ! এ সবই যে আমার ভড়ং! ভেক না নিলে কি ভিক্ষে মেলে? আমাকে যে ঐ ধর্ম্মটা প্রচার করে বেড়াতে হয়! এ সব করতে হবেনা? কি মুস্কিল! পেঁয়াজ রসুন দিয়ে কি মাল্‌পো খাওয়া চলে?

রত্নমালার প্রবেশ

শ্রীবিলাস। এই যে দিদি! তোমাদের কান্তলালজী ডুব দিয়ে জল খাচ্ছেন আর একাদশীকে কাঁচাকলা দেখাচ্ছেন! তলে তলে উনি পুরোদস্তর বৈষ্ণব হয়ে গেছেন, আর এদিকে বাইরে আমাদের বুঝাতে চাইছেন যে মোটেই তা নয়!

কান্ত। বটে! রাণীমার কাছে-পর্য্যন্ত আপনি,—আচ্ছা বেশ! বৈষ্ণব হয়ে থাকি, বেশ করেছি! তাতে দোষটা কি হয়েছে? আর ক্ষতিইবা কি হয়েছে শুনি? বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি অন্য ধর্ম্মের চেয়ে হীন? যদি তা না হয়, তা হলে কেন আমি বৈষ্ণব হবোনা? নিশ্চয় হবো, একশোবার হবো! আর বৈষ্ণব ধর্ম্মই যে সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম এ কথা

শেষকালে সকলকেই মেনে নিতে হবে এও আমি বলে রাখলাম। দেখে নেবেন!

শ্রীবিলাস। বটে! খুব যে বুকের জোর দেখ্‌ছি হে?

কান্ত। না হয় আপনারা আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবেন! করলেনই বা! যদি আমার মত অভাগার সে সৌভাগ্য হয়েই থাকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি আমি পেয়েই থাকি,—চাকরী যাবার ভয়ে আমি মোটেই দুঃখিত হবনা জানবেন!

দ্রুত প্রস্থান

শ্রীবিলাস। হাঃ হাঃ হাঃ! পাগল হয়ে গেছে! বৈষ্ণব ধর্ম্ম করে করে, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে দিদি!

রত্ন। তাই দেখ্‌ছি! মহারাজই ওর মাথাটি খেলেন!

শ্রীবিলাস। তারপর, এত সকালে এদিকে কোথায় যাচ্ছ দিদি?

রত্ন। ছোট রাণীর কাছে।

শ্রীবিলাস। হঠাৎ তার কাছে কেন? লক্ষ্মীর সঙ্গে তো তুমি কথা কওনা!

রত্ন। হুঁ,—কিন্তু আর না কয়ে থাকতে পাচ্ছিনা। লোকের কথা শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আজ হয় ওদেরই এ বাড়ী থেকে বিদেয় করবো, আর না হয় আমিই বাপের বাড়ী চলে যাব। দুটোর একটা আজ করে তবে ছাড়বো!

শ্রীবিলাস। তাই ত!—দিদি! আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

রত্ন। কি,—বল!

শ্রীবিলাস। আমি বলছিলাম কি,—ওদের দুজনকে নিয়ে তুমি যা খুসি করগে, কিন্তু মঞ্জরীকে তুমি বেশী কিছু বলোনা দিদি। ওকে

দেখলেই আমার কেমন যেন মায়া হয়। কড়া কথা ও মোটেই সহ্য করতে পারেনা। খালি কাঁদে।

রত্ন। হ্যাঁ, মঞ্জরী সম্বন্ধে তোমার একটু দুর্ব্বলতা আছে আমি জানি।

শ্রীবিলাস। তা দিদি, তা,—তা,—আমরা হচ্ছিগে,—কি জান, বামাচারি তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর চেলা। বুঝতেই তো পাচ্ছ দিদি,—সাধন পথে স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাই আমি মনে করেছিলাম মঞ্জরীকে,—

রত্ন। কিন্তু ওকে তুমি খুব সাধু ভাবছো নাকি? ও মোটেই তা নয়।

শ্রীবিলাস। মঞ্জরী অসৎ নয় দিদি! আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি! তা ছাড়া, বিদ্যাপতিকে ও যে দাদা বলে।

রত্ন। বলবেনা? ঠ্যালায় পড়লে শুধু দাদা কেন, অনেক কিছুই বলতে পারে!

শ্রীবি। এ তোমার ভুল ধারণা দিদি। মঞ্জরীকে তুমি মোটেই দোষ দিতে পার না। ওকে আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। ও খুব ভাল,—খুব ভাল! আমি চললাম দিদি,—আমার কথাটা একটু মনে রেখো।

উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান। কিছুকাল পরে সাজি হস্তে মঞ্জরী এবং মন্দাকিনীর প্রবেশ

মঞ্জরী। তুমি যাই বল বৌদি, আর তোমার এখানে থাকাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আজকেই তুমি দাদার কাছে ফিরে যাও। সেদিন রাজ সভায় দাদা নিজে তোমার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা

সত্ত্বেও তুমি এখানে রয়েছ বলে কেউ তা বিশ্বাস কচ্ছে না। তোমার নামে যা তা বলতে আরম্ভ করেছে।

মন্দা। আমি সবই জানি, সবই বুঝি মঞ্জরী। কিন্তু সইকে ছেড়ে যাই কেমন করে? তুই জানিস ত?

মঞ্জরী। তাই বলে তুমি এখানে থেকে অনর্থক এই অপমান সহ্য করবে?

মন্দা। উপায় নেই বোন্। সইকে এখানে একলা ফেলে চলে যেতে আমি কিছুতেই পারবো না। আমি চলে গেলে সে কেঁদে আকুল হবে, হয়তো কোন্ দিন পাগলের মত রাস্তায় ছুটে বেরোবে। তুই একলা ওকে পারবি সাম্‌লাতে?

মঞ্জরী। পাগল! তুমি চলে গেলে আমিই কি এখানে থাকবো নাকি? অপমানের জ্বালা কি আমাকেও কম সইতে হচ্ছে বৌদি?

মন্দা। কোথায় যাবি?

মঞ্জরী। যেদিকে দুচোখ যায়!

মন্দা। দুচোখ অনেক দিকে যায়। সব দিকে যেতে গিয়ে হয়তো কোন্ থানায় ডুবে মরবি। তার চেয়ে আরও দিন কতক এখানেই থাক্। সই আমার বেশী দিন বাঁচবে না। ভেবে ভেবে ওর কি চেহারা হয়েছে দেখ্‌ছিস্ তো?

মঞ্জরী। এখানে থাকতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু ভেতরের চেয়ে বাইরের উৎপাতটাই আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে বেশী।

মন্দা। বাইরের উৎপাত? ও! বড় রাণীর ভাই বিলাস?

মঞ্জরী। হ্যাঁ! যখন তখন এসে জ্বালাতন আরম্ভ করে,—যত সব কুমৎলব!

মন্দা। আগুনে পুড়িয়ে নে! রাং কে সোণা করতে জানিস্ না? তবে আর শিখ্লি কি মুখপুড়ি?

মঞ্জরী। ঠাট্টা নয় বৌদি! এরা দুটি ভাইবোনের ব্যবহার সত্যি আমার অসহ্য হয়ে পড়েছে।

মন্দা। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করাটাই কি সব চেয়ে বড়? রাজ সভায় তোর দাদার মুখে সেদিন শুনিস্নি আত্মত্যাগের মহিমা? আর একদিন শুনিস্—বুঝতে পারবি!

লছিমা। (নেপথ্যে) সই! সই!

মন্দা। সই ডাক্ছে।—যাই সই! তুই যা মঞ্জরী, ফুল তোল্গে। আমার যাওয়া হবে না।

মঞ্জরী। আচ্ছা।

প্রস্থান

আলু থালু বেশে লছিমার প্রবেশ—চোখে জল, চেহারা অত্যন্ত মলিন

মন্দা। ঘুম ভাঙ্লো সই? একি! তোমার চেহারা এমন মলি কেন? কাঁদ্ছিলে? কেন সই?

লছিমা। আমি পাচ্ছি না সই,—আর সহ্য করতে পাচ্ছি না! আমায় তোরা মেরে ফেল্,—এই অপমানের, এই মিথ্যা কলঙ্কের হাত থেকে আমায় বাঁচা!

মন্দা। কিসের অপমান? কিসের কলঙ্ক?

লছিমা। বিদ্যাপতিকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি,—একি দোষের? এত বড় একজন কবিকে, ভক্তকে শ্রদ্ধা করা, ভালবাসা,—সেকি লজ্জার কথা? আমার কলঙ্কের কথা?

মন্দা। না সই! কে বলে? যারা এসব কথা বলে তারা তোমায়

চেনে না। নিশ্চয় চেনে না। সে ক্ষমতা তাদের নেই। তারা নিজে পাপী।

লছিমা! যেখানে যাই,—শুধু আমার কলঙ্কের কথা! দাসীগুলো আমার কথা নিয়ে কানাকানি কচ্ছে,—পথে, ঘাটে, মাঠে সবাই মিলে আমার সম্বন্ধে জটলা কচ্ছে,—রাজ সভায় পর্য্যন্ত সকলের মুখে মুখে আমারই কলঙ্কের কথা! এমন কল্লে কি মানুষ বাঁচে? তুই বল্‌না সই?

মন্দা। ছিঃ! শান্ত হও সই, শান্ত হও,—চুপ কর। লোকের কথায় কি আসে যায়? বলুক না যা খুসী ওদের! একবার মনে করে দেখতো বৃন্দাবনের কথা! কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী রাধা আমার কলঙ্কিনী অপবাদে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সকলের ভুল ভাঙলো ত'?

লছিমা। আত্মহত্যা? ঠিক বলেছিস্ সই! আমারও মাঝে মাঝে তাই কর্ত্তে ইচ্ছে হয়। মরে গেলে হয়তো আমার সকল জ্বালা জুড়োবে! আমার প্রাণ বড় জ্বল্‌ছে! এই বুকের ভেতর একটা দুঃসহ জ্বালা! ঠিক! একমাত্র মরণেই হবে আমার শান্তি!

মন্দা। তোমার পায়ে পড়ি সই, একটু শান্ত হও!

লছিমা। হ্যাঁ, শান্ত হব,—চিরতরে! মরণ আমায় এনে দেবে বিস্মৃতি, মরণ আমায় এনে দেবে শান্তি! এ জ্বালা তো আর কিছুতে নিভবে না!

মন্দা। সই! সই!

লছিমা। কাল রাত্তিরে,—হ্যাঁ, কাল শেষ রাত্তিরে—আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জানিস্ সই? দেখি ঠাকুর আমায় ডাকছে! সেই বংশী

ধারী হরি, মাথায় শিখি পুচ্ছের চূড়া, মুখে হাসি, চোখে অনন্ত তৃপ্তির আবেশ! আমায় হা'ত ছানি দিয়ে ডাক্‌ছে! বল্‌ছে,—ওরে, আয়, আয়,—মায়ার বাঁধন কাটিয়ে আমার কাছে চলে আয়! জ্বালা জুড়োবি আয়!

মন্দা। চুপ কর সই! চুপ কর।

লছিমা। আমায় বাধা দিসনি সই! বলতে দে!

দূরে বাঁশীর ধ্বনি শোনা গেল

শুন্‌ছিস্ সই? ও কার বাঁশী? রাধা রাধা বলে বাঁশী কাকে ডাকছে? আমায়? চল্ যাই সই! শ্যাম আমায় ডাক্‌ছে। আমি যাই,—আমি যাই—

দ্রুত প্রস্থান

মন্দা। অমন করে ছুটো না সই, পড়ে যাবে যে!

প্রস্থান

অপরদিক হইতে মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। বৌদি! বাগানে আজ কণক চাঁপা যা ফুটেছে—ওমা, কই? এই মাত্র দেখতে দেখতে আসছি এখানে রয়েছে, এরই মধ্যে কোথায় গেল?

প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় পেছন দিক থেকে শ্রীবিলাসের প্রবেশ

শ্রীবি। মঞ্জরী দেবী! আমি আবার এসেছি।

মঞ্জরী। কতবার আপনাকে বারণ করেছি, আপনি কিছুতেই শুন্‌বেন না? আচ্ছা, আপনি কি চান বলুন ত?

শ্রীবি। এ প্রশ্নের জবাব আমি অনেকবার দিয়েছি দেবী! মণি, মুক্তা, জহরৎ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—ওসব কিছু আমি চাইনা দেবী! আমি চাই তোমার একটু প্রসন্ন দৃষ্টি,—আমি চাই শুধু তোমাকে!

মঞ্জরী। আমাকে? না—আমার এই পোড়া দেহটা পেলেই আপনি সন্তুষ্ট হন?

শ্রীবি। না, দেবী! প্রাণহীন দেহ নিয়ে আমি কি করবো? আমায় বিশ্বাস কর মঞ্জরী! তোমার পথ আর আমার পথ ভিন্ন নয়।

মঞ্জরী। ভিন্ন নয়?

শ্রীবি। না দেবী!

মঞ্জরী। পারবে তুমি আমার পথ গ্রহণ করতে? জীবনের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তাকে বরণ করে নিতে?

শ্রীবি। মাণিক যদি পাই, তাহলে মহাসাগরের অতল জলেও আমি ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত দেবী!

মঞ্জরী। বেশ,—তবে এসো—

শ্রীবি। কোথায় দেবী?

মঞ্জরী। চল আমার সঙ্গে।

শ্রীবি। কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে আমায়?

মঞ্জলী। কৃষ্ণ মন্দিরে! ঠাকুরের পা ছুঁয়ে শপথ করবে চল। পারবে তুমি?

শ্রীবি। বলেছিতো, তোমার জন্য আমি সব করতে প্রস্তুত।

মঞ্জরী। সে পথ কিন্তু বড় কঠিন, বড় দুর্গম! এখনও ভেবে দেখ!

শ্রীবি। কমল তুলতে গিয়ে কাঁটার ভয় করলে চলে না, এ আমি

জানি দেবী! কিন্তু তোমার আশ্বাস বাণী তো এখনও আমি পাইনি।

মঞ্জরী। পাগল! সে আশ্বাস বাণীর সন্ধান যে মিলবে কৃষ্ণ মন্দিরে! সব সন্দেহ যে দূর হয় একমাত্র সেখানে গিয়েই!

শ্রীবি। চল দেবী!

মঞ্জরীর পশ্চাতে শ্রীবিলাস মন্ত্র মুগ্ধের মত চলিয়া যাইতেছিলেন
পশ্চাত হইতে রত্নমালার প্রবেশ

রত্ন। বিলাস! বিলাস!!

শ্রীবিলাস একবার শুধু পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই
তাঁহার মুখ যেন কিসের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,
তিনি মঞ্জরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন। রত্নমালা
শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাণী লছিমা দেবীর কক্ষ এবং রাজ পুরীর বাহিরে বিদ্যাপতির গৃহের বারান্দা,—উভয় দৃশ্য একসঙ্গে রঙ্গ মঞ্চে পরিদৃশ্যমান। কাল,—রাত্রি গভীর।

প্রথমাংশ—বিদ্যাপতির গৃহের বারান্দা। বিদ্যাপতি অর্দ্ধশায়িত,—মন্দাকিনী বসিয়াছিলেন।

বিদ্যা। মন্দাকিনী!

মন্দা। বল।

বিদ্যা। দোষ না করেও মানুষ কেন কষ্ট পায় জান? এ ভগবানের কোন্ বিধান? আমায় ব'লতে পার?

মন্দা। শরীরটা কি আবার খারাপ লাগছে?

বিদ্যা। কি জানি! রাত কত?

মন্দা। অনেক। আকাশে মেঘ উঠেছে। ঘরে যাবে?

বিদ্যা। ঘরে? না মন্দা, এখানেই আমার বেশ ভাল লাগছে।

মন্দা। বেশ, তবে এখানেই একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

বিদ্যা। কিন্তু,—তুমি শোবে না? আজ নিয়ে তিন রাত্তির তুমিও ঘুমোও নি মন্দা!

মন্দা। আমার ঘুম পাচ্ছে না।

বিদ্যা। ঘুম পাচ্ছে না!—কেন মন্দা?

মন্দা। জানি না।

বিদ্যা। না, না, তুমি যাও মন্দা,—শোও গে। কি ভাবছো?

মন্দা। সইকে ছেড়ে এসেছি আজ তিন দিন। মঞ্জরী সেখানে আছে বটে, কিন্তু আমা ভিন্ন সে জানতো না। হয়তো সেও এখনো ঘুমোয়নি,—কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে!

বিদ্যা। হুঁ! (দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন)

মন্দা। সই আমার সত্যি বড় অভাগিনী। একটা মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত, চোরের মত দিন কাটাচ্ছে।

বিদ্যা। সত্য মন্দাকিনী, আর ভাগ্য দোষে আমিই হয়েছি তার নিমিত্ত কারণ! তুমি তাঁকে ছেড়ে কেন এলে মন্দা?

মন্দা। না এসে কি করি? তোমার অসুখের সংবাদ শুনে সে-ই যে আমায় জোর করে পাঠিয়ে দিলে।

বিদ্যা। জোর করে পাঠিয়ে দিলেন!

মন্দা। হ্যাঁ। তোমায় সে যে বড় ভালবাসে! এই যে তোমায় নিয়ে তার এত অপমান এত লাঞ্ছনা, তবু কি সে একটিবার কাউকে বললে যে সে তোমায় ভালবাসে না? বলবে কেন? তোমায় ভালবাসতে গিয়ে সে তো কিছু অন্যায় করে নি! ফুলের মত নির্ম্মল, চন্দনের মত পবিত্র সে। তবু তার দুঃখের শেষ নেই, লাঞ্ছনার অবধি নেই!

বিদ্যা। ঠাকুরের খেলা মন্দাকিনী! দুঃখ করে তো লাভ নেই! এ সব হচ্ছে তাঁর পরীক্ষা। সংসারে এসে কষ্ট পাবার মানেই হচ্ছে, ঠাকুরের কৃপালাভ করা। ভক্তকে কাঁদানোই যে তাঁর স্বভাব।

মন্দা। নিষ্ঠুর!

বিদ্যা। নিষ্ঠুর?—নিষ্ঠুর না হলে ভক্ত তাঁকে ডাকবে কেন? পূজা করবে কেন? ঠাকুর দেখান নিষ্ঠুরতা, আর ভক্তের বাড়ে সেই

নিষ্ঠুরকেই পাবার জন্য আকুলতা ! একবারটি চাইলেই যদি আকাশের মেঘ জল দিত, মানুষের পিপাসা বলে কোনও জিনিসই থাকতো না মন্দা !

মন্দা। থাক্, আর বেশী কথা কয়োনা তুমি। তা হ'লে আজ আর ঘুম আসবেই না। একটু চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমি তোমার মাথায় হাওয়া করি আর ঠাকুরের নাম-গান করি,—কেমন ?

বিদ্যা। আচ্ছা !

মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন

দ্বিতীয়াংশ—রাণী লছিমা দেবীর কক্ষ

লছিমা এবং মঞ্জরী কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন

লছিমা। মঞ্জরী !

মঞ্জরী। কি রাণীমা ?

লছিমা। সই সত্যি চলে গেছে,—না ?

মঞ্জরী। হ্যাঁ রাণীমা ! সে তো গেছে আজ তিনদিন। বার বার করে আজ তারই কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? বড্ড মন কেমন করছে,—না রাণীমা ?

লছিমা। না,—না,—ভালই করেছে সে। তুই যে গেলি না বড় ? তোর দাদার অমন অসুখ !

মঞ্জরী। আমি চলে গেলে তুমি সুখী হও রাণীমা ?

লছিমা। সুখী ? না—না—

মঞ্জরী। তবে ?

লছিমা। কি জানি! আমার যেন মনে হচ্ছে সইয়ের সঙ্গে চলে গেলে তুই ভালই করতিস্। মিছে কষ্ট পেতে হোত্ না।

মঞ্জরী। আমার আবার কিসের কষ্ট রাণীমা?

লছিমা। কষ্ট নয়? আমায় তুই আগলে রাখবি কদিন মঞ্জরী? হয়ত আজই তোতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে। পারে না?

মঞ্জরী। আজ তোমার হলো কি বলত? এমন কচ্ছ কেন? সারাটাদিন খালি আন্‌চান্ করছো—কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছ!

লছিমা। আমার যেন কেমন ভাল লাগছে না মঞ্জরী। বুকের ভেতরটা থেকে থেকে কেবল হু-হু করে উঠছে। যেন সব ফাঁকা!—আচ্ছা মঞ্জরী?

মঞ্জরী। কি রাণীমা?

লছিমা। নিন্দের গ্লানি, কলঙ্কের অপবাদ সইতে না পেরে সত্যি কি রাধারাণী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল?

মঞ্জরী। আজ তোমার হয়েছে কি? আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না? ওমা, একি! তোমার ঠাকুর যে আজ এখানে? মন্দির থেকে নিয়ে এসেছ নাকি?

লছিমা। ওকে আমি বাইরে বাইরে রেখে আর তৃপ্তি পাই না মঞ্জরী! সন্ধ্যের পর মন্দিরের ভেতর ওকে শুইয়ে রেখে আসি, কিন্তু রাত্তিরে আমার ঘুম আসে না। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি ও ঘুমুলো কিনা! তাই ওকে আজ নিয়ে এসেছি এখানে। সকালে আবার নিয়ে যাব মন্দিরে। কাউকে বলিস্‌নি যেন!

মঞ্জরী। (হাসিয়া) তুমি করেছ কি? কাল ভোরেই আমি সকলকে বলে দেব! ঠাকুরের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করা তো ভাল নয়!

লছিমা। (ম্লান হাসিয়া) পাগল। মহারাজ কোথায় রে?

মঞ্জরী। কি করে জানবো? হয়তো তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। রাত কি কম হয়েছে? ডাকবো তাঁকে?

লছিমা। না—না, দরকার নেই। কারো দয়ার প্রত্যাশী আমি নই! আজ তিনদিন আমার ঠাকুর পূজা পর্য্যন্ত দেখতে আসেন নি!—কেন? কি পাপ আমি করেছি? বাড়ীশুদ্ধ সবাই মিলে দিচ্ছে আমায় গঞ্জনা, অপবাদ, লাঞ্ছনা! কেন? কিসের জন্য? কেন আমার এই শাস্তি?

মঞ্জরী। রাণীমা! রাণীমা!

লছিমা। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না! কেন? সবার কথা সত্যি, আর আমার কথাই হয় মিথ্যে?

মঞ্জরী। শান্ত হও রাণীমা, শান্ত হও! আর কেউ না জানুক তোমার ঠাকুর তো জানেন তুমি নিষ্কলঙ্ক,—পবিত্র? মিছে ওসব কথা বলে লাভ কি রাণীমা!

লছিমা। সবই বুঝি মঞ্জরী! কিন্তু—

মঞ্জরী। আর কিন্তু নয় রাণীমা! এখন শোবে চল।

লছিমা। তুই শোগে যা মঞ্জরী! আর তোকে কষ্ট দেব না—তুই যা।

মঞ্জরী। তুমি শোবে না?

লছিমা। আমি? না মঞ্জরী, আমার ঘুম তো এখন আসবে না! আজ আমি ঠাকুরকে আমার নিজের হাতে সাজাব! সাধমিটিয়ে,মনের মত ক'রে সাজাব!—তুই যা মঞ্জরী, শোগে যা! রাত বুঝি শেষ হয়ে এল।

মঞ্জরী। কি বলছো রাণীমা? রাত শেষ হ'য়ে এল? এখনো যে অনেক দেরি?

লছিমা। না,—না, তুই বুঝতে পাচ্ছিস না! সত্যি রাত আর নেই। আমার সময় বড় কম!—তুই যা,—তুই যা—মঞ্জরী!

মঞ্জরী। বেশ যাচ্ছি।

প্রস্থানোদ্যত

লছিমা। মঞ্জরী! মঞ্জরী!

মঞ্জরী। কি রাণীমা?

লছিমা। আমায় একটা সাধ তুই পূর্ণ করে যাবি?

মঞ্জরী। কি বল?

লছিমা। বাগান থেকে আজ আমি অনেক ফুল তুলে এনেছি। যাবার আগে আমায় আজ একবার ভাল করে তুই সাজিয়ে দে মঞ্জরী! খুব ভালো ক'রে,—যেখানে যেমনটি মানায়! দেখতে তো আমি সুন্দর নই! ঠাকুর যদি অপছন্দ করেন?

মঞ্জরী। দেখি,—তোমার ভাগ্য আর আমার হাতযশ!

সাজাইতে প্রবৃত্ত

প্রথমাংশ—বিদ্যাপতির গৃহের বারান্দা

মন্দাকিনীর গান

(আজি) চলে বিনোদিনী, রাধা গুণমণি,

শ্যাম-দরশ আশে।

নীল ওড়নী,— আধ চাহনি,

মৃদু-মন্দ মুখে হাসে॥

দ্বিতীয়াংশ—লছিমার কক্ষ

লছিমার গান

চিন্তামণির কাছে যাব, নাহি চিন্তা আর।
চিন্তা হরণ চরণ পাব, এই চিন্তা সার॥
(আমায় সাজিয়ে দে)
(অভিসারিকার বেশে)
ঠাকুর যাতে ভালবাসে, সাজিয়ে দে।
বিরহ অনলে পোড়া অঙ্গ মোর সাজিয়ে দে॥
কৃষ্ণ করুণা পাই যাতে আমি
তেমনি করে সাজিয়ে দে।

প্রথমাংশ—বিদ্যাপতির গৃহের বারান্দা

মন্দাকিনীর গান

বুকের উপরে কৃষ্ণচন্দ্র হার
গলে বনফুল মালা।
শিরে শোভে কৃষ্ণচূড়া ফুল সিঁথি
রাধা রূপে ভুবন আলা॥

দ্বিতীয়াংশ—লছিমার কক্ষ

লছিমার গান

(আমার) রূপ দেখে সই লাজে মরি।
এ রূপে কি ভুলবে হরি—
লাজে মরি।

(ও সেই) কালার রূপে জগত আলা,—
(এ রূপে কি ভুলবে হরি)
(যেন চাঁদের পাশে তারার কিরণ)
আমার এ রূপে কি ভুলবে হরি ॥

হাসিয়া মঞ্জরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয়াংশ—বিদ্যাপতির গৃহের বারান্দা

মন্দাকিনীর গান

ধীরে ধীরে চলে রাই, ফিরে ফিরে চায়।
বুকের আঁচল খসি' ধূলাতে লুটায় ॥
এসেছে যাবার ডাক্, কান পেতে শোনে।
লাজ মান ভয় আর কিছু নাহি গণে ॥
(ওই, চলে যায়—)
(কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী)
(মণিহারা ফণিনী প্রায়)
(বাঁশী ডাকে আয় আয়—)

এদিকে মঞ্জরী চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া লছিমা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার শ্যামসুন্দরকে বুকে করিলেন এবং অতি সন্তর্পণে তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চলিলেন। মন্দাকিনীর গানের শেষ চরণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে কড়্ কড়্ শব্দে বাজ ডাকিয়া উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তারপর,—অন্ধকার,—যেন এক প্রলয়ের অন্ধকারে সব ঢাকিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবসিংহের প্রাসাদ অলিন্দ

কাল—রাত্রি। বাহিরে ঝড় এবং মেঘের গর্জ্জন অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছিল। দূ'র হইতে যেন কিসের একটা অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছিল। শিবসিংহ উত্তেজিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন

শিব। না, না, অসম্ভব,—এ কথা অবিশ্বাস্য! লছিমা—আমার প্রিয়তমা পত্নী হ'য়ে, রাজ্যের রাণী হ'য়ে, বিদ্যাপতির সঙ্গে গোপনে দেখা করে? না,—না, তা হতে পারে না! এত হীনচেতা সে নয়! তার মনে সে কপটতা থাকলে আমার কাছে তা কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে পারতো না,—আমি এতটা নির্ব্বোধ নই! কিন্তু সবাই মিলে তবে বলছে কেন? সত্যিই যদি তাই হয়? রমণীর মন! কে জানে? তার মনের মধ্যে যদি কামনার আগুন সত্যি জ্বলে উঠে থাকে? তাহ'লে—তাহ'লে—ওঃ—সে কথা কল্পনা করবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু ভাল! মৃত্যু ভাল!—কিন্তু,—না, না—তা হ'তে পারে না—কিছুতেই নয়! আমি বুঝতে পেরেছি, এ সমস্ত রত্নর ষড়যন্ত্র,—মন্ত্রীর ষড়যন্ত্র! আমি তাদের শাস্তি দেব! কাল রাত্রি প্রভাতে আমি বিচার করবো! তার নামে যারা যারা কলঙ্ক রটিয়েছে তাদের প্রত্যেকের কণ্ঠ আমি চিরতরে নীরব ক'রে দেব!

রত্নমালার প্রবেশ

রত্ন। মহারাজ!

শিব। কে? ও,—রত্ন!

রত্ন। হ্যাঁ, মহারাজ! আপনি এখনো ঘুমোননি?

শিব। না! ঘুমকে যে তোমরা হরণ ক'রেছো! চিরতরে ঘুমিয়ে পড়বার আগে, এ চোখের পাতায় তো আর ঘুম আসবে না।

রত্ন। কি বলছেন মহারাজ? আমরা আপনার ঘুম নষ্ট করেছি?

শিব। হ্যাঁ,—হ্যাঁ,—তোমরা!—রাজপুরীর সকলে! আমার আর লছমীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার বুকের মধ্যে তোমরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছো। কিন্তু তোমাদের আমি ক্ষমা করবো না,—শাস্তি দেব!

রত্ন। শাস্তি দেবার ক্ষমতা আপনার আছে, শাস্তি দিতে পারেন! কিন্তু আমাদের মুখ চাপা দিলেও আপনার প্রজাদের মুখ চাপা দেবেন কি করে মহারাজ?

শিব। প্রজারা? প্রজারাও এসব ব্যাপারে যোগ দিয়েছে?

রত্ন। নিশ্চয় দিয়েছে! আজ আপনার এক প্রজার ঘরে যদি এসব ব্যাপার ঘটতো, গ্রামে তার মুখ দেখানো ভার হ'তো। তাকে সকলে মিলে সমাজচ্যুত করতো! কিন্তু আজ তাদের রাজার ঘরে যে কুৎসিত ব্যাপার ঘটছে,—তা দেখে তারা ভয়ে বিদ্রোহ করতে পার্চ্ছেনা বটে, কিন্তু সকলে ধিক্কার দিতেও দ্বিধা ক'রছে না!

শিব। কি তারা বলে?

রত্ন। তারা যা বলে—তা আপনার পক্ষে বিশেষ গৌরবের নয়! মিথিলার রাণী এক সামান্য গায়কের কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হ'য়ে যদি নিজের গলার রত্নহার তাঁকে উপহার দিতে পারেন,—গোপনে পত্র আদান প্রদান ক'রে ধরা পড়েন,—বন্দী হ'য়ে কয়েদী কারাগারে প্রেরিত হ'লে নিজে গিয়ে যদি কারাগারের দরজা খুলে দিয়ে আসতে পারেন, এবং

মিথিলার রাজা যদি দাঁড়িয়ে থেকে সে কার্য্যের সহায়তা করেন,— তাহলে তাদের পক্ষে নিন্দে করাটাই কি মস্ত অপরাধ ?

শিব। রত্ন ! তুমি যাও, তুমি যাও,—আমায় একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও। আমি জানি লছমীকে,—আমি জানি বিদ্যাপতিকে ! প্রজাদের দুর্ভাগ্য যে—তারা তাদের চিনতে পারলে না !

রত্ন। দুর্ভাগ্য তাদের ? না—আপনার ? চোখের সম্মুখে ব্যভিচারের অভিনয় চলছে,—আর আপনি নীরবে তাই সহ্য করছেন।

শিব। ব্যভিচার ?—তুমি তার প্রমাণ দিতে পার ?

রত্ন। নিশ্চয় পারি। আজ রাত্রেই তার প্রেমের অভিসার সজ্জা আমি দেখে এসেছি ! সে গৃহত্যাগের সংকল্প করেছে।

শিব। গৃহত্যাগের সংকল্প করেছে ?

রত্ন। আর তার সহকারিণী কে জানেন ? আপনারই আশ্রিতা ঐ মঞ্জরী, আর মন্দাকিনী।

শিব। মন্দাকিনী ! স্বামীর ব্যভিচারে সে-ও সহায়তা করছে ?— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

রত্ন। নিজের স্ত্রীর ব্যভিচার সহ্য করতে যদি স্বামী পারে,—তাহলে— স্ত্রীও হয়তো—

শিব। সাবধান রত্ন ! রসনা সংযত কর !

চিত্রার প্রবেশ

চিত্রা। আপনিই মহারাজ শিবসিংহ ?

শিব। কে ? কে তুমি ?

চিত্রা। আমি চিত্রা ! আপনারই এক প্রজা ! আপনার রাজ্যের

অভিশাপ! আপনার সুশাসনের জলন্ত প্রতীক! আপনার আর্ত্তরক্ষণের একটা স্মরণীয় চিহ্ন! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

শিব। কি ক'রে তুমি এই গভীর নিশীথে রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রলে?

চিত্রা। কি করে প্রবেশ করলাম? হাঃ—হাঃ—হাঃ—আপনার রাজ বাড়ীতে বড় কড়া পাহারা,—না? আপনার এটা রাজবাড়ী না রাজপথ? এখানে কোন বাধা আছে নাকি? বাধা নেই! দেখুন তো আমার পোষাকের দিকে চেয়ে!

শিব। একি! এ-যে ছোটরাণী লছমীর সজ্জা! এ তুই কোথায় পেলি?

চিত্রা। কোথায় পেলাম? হাঃ—হাঃ—হাঃ—তিনিই যে আমায় দান করে পথে বেরিয়ে গেলেন!

শিব। পথে বেরিয়ে গেলেন? কোথায়?

চিত্রা। কোথায় কেমন করে ব'লবো? বলে গেলেন,—তাঁর প্রিয়তমের কাছে যাচ্ছেন! তাইতো এমন খবরটা আপনাকে দিতে এলাম! আমাদের হ'লে আর ঘরে ফিরতে পারতাম না! এ রাজার বাড়ীর ব্যাপার কিনা!

শিব। মিথ্যাবাদিনী!—তোকে আমি হত্যা ক'রব!

রত্ন। ওর কি অপরাধ মহারাজ?

চিত্রা। আমাকে হত্যা ক'রবেন? কেন? আমি সত্য কথা বলেছি ব'লে? আজ সমাজের পতি হ'য়ে, দেশের রাজা হ'য়ে এই সামান্য সত্যটা বুঝি সহ্য করতে পার্চ্ছেন না? কিন্তু মহারাজ শিবসিংহ, আমাকে হত্যা করলেও রাজ্যের সকলকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না! তারা এ কথা বলবে যে সত্য কথা স্পষ্ট কোরে জানাতে গিয়ে তাঁরই এক প্রজা রাজার কাছে মৃত্যু উপহার পেয়েছিল! সকলকে যদি হত্যা করেন

তাহলেও এই পৃথীবির মাটির ভেতর থেকে তাদের নির্য্যাতিত আত্মার সে চীৎকারকে আপনি চেপে রাখতে পারবেন না!

শিব। ক্ষান্ত হ,—ক্ষান্ত হ,—রাক্ষসী! আমার অশান্ত জীবনকে আর দুর্ব্বিসহ ক'রে তুলিসনে! আমায় দয়া ক'রে মুক্তি দে!

চিত্রা। কিন্তু আমাকে তো জ্বালা জুড়োতে হবে? আমার বুকে আগুন জ্বল্‌লে—পোড়ে! তোমার বুকের মধ্যেও সেই আগুন জ্বললে কেমন ক'রে তা পোড়ায়—তাই দেখতেই তো আমি এসেছি! রাজার আর প্রজার জ্বালা ঠিক এক জায়গায় গিয়েই শান্ত হবে কি না! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মুক্তিই তো তোমায় দিতে এসেছি রাজা! তাইতো তোমার কাছে ছুটে এসেছি!

শিব। রত্ন! রত্ন! আমি সত্যই উন্মাদ হোয়ে উঠছি! হ্যাঁ,—হ্যাঁ,—আজ রাত্রেই আমি সমস্ত জ্বালার অবসান ক'রবো,—মুক্তিকে আলিঙ্গন করবো! কোন্ পথে সে গেছে ব'লতে পারিস?

চিত্রা। নদীর ধারে!

শিব। নদীর ধারে? প্রেমের অভিসারিকা! আজ সেই নদীর নীরেই তোমার শেষ তর্পণ সাঙ্গ ক'রবো! চল্,—আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর। কাল—উষা

গত রজনীর ঝড়-বৃষ্টির বেগ যদিও কমিয়া আসিয়াছিল তথাপি আকাশের জমাট মেঘ তখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুক অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল এবং মেঘের গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল।

শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি বুকে লইয়ারাণী লছিমা দেবীর প্রবেশ

লছিমা। ঠাকুর! ঠাকুর! কলঙ্কের অপবাদ, নিন্দের গ্লানি আর আমি সইতে পারছি না হরি! স্থান দাও,—তোমার ঐ রাঙা পায়ে আমায় স্থান দাও করুণাময়!

গান

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নাহি মুঞি ছার॥

গাহিতে গাহিতে শ্যামসুন্দরকে বুকে নিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক হইতে গীতকণ্ঠে বিদ্যাপতি ও মন্দাকিনীর প্রবেশ

গান

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়াপদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেছিলেন

শিবসিংহের প্রবেশ

শিব। কই? কই? কোথায় লছ্মী?—কোথায় গেল? এই তো তার পদচিহ্ন! কিন্তু আর তো দেখতে পাচ্ছি না? কোথায়? কোন্‌দিকে গেল?

বিদ্যা। মহারাজ!

শিব। কে? কে?—বিদ্যাপতি! কৈ? লছমী কৈ? কোথায় সে? শীঘ্র বল!

বিদ্যা। সে কি! তিনি অন্তঃপুরে নেই?

শিব। না, নেই! রাজ অন্তঃপুরের পঙ্কিল সৌন্দর্য্য তাকে আর ধ'রে রাখতে পারলে না! কিন্তু,—কোথায় সে?

বিদ্যা। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না মহারাজ! রাণী লছমীকে খুঁজতে এসেছেন আপনি এখানে,—এই নদীতীরে?

শিব। হ্যাঁ, এসেছি!—শীঘ্র বল, সে কোথায়?

বিদ্যা। হুঁ! ছিঃ ছিঃ আপনিও শেষে ভুল করলেন মহারাজ?

শিব। ভুল ?

বিদ্যা। ভুল নয় ?—শুভ্র স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, পূজার ফুলের মত পবিত্র যার অন্তর,—তাকে আপনি একটা মিথ্যা সন্দেহের বশে শাস্তি দিতে বেরিয়েছেন ?

শিব। শাস্তি ? না,—না, তাকে শাস্তি দিতে তো আমি আসিনি ?

বিদ্যা। তবে কেন আপনার হাতে এই তরবারি ? কেন এই ছলনা ? কেন এই আত্মপ্রবঞ্চনা ?

শিব। আত্মপ্রবঞ্চনা ? না,—না,—আমি জানি, সে ছিল পূজার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র,—সে ছিল দেবী! আমি চেয়েছিলাম তাকে পূজা করতে,—কিন্তু পারিনি ! চারিদিক থেকে হীন চক্রান্তের জাল দিয়েছিল আমায় বাধা ! আজ সে বেঁচে নেই—

বিদ্যা। বেঁচে নেই !

মন্দা। দেবী বেঁচে নেই মহারাজ ?

শিব। না, নেই ! আমি জানি সে নেই,—হীন কলঙ্কের ছাপ বুকে নিয়ে কিছুতেই সে বেঁচে থাকতে পারে না ! তাই তো আমার হাতে এই তরবারি ! আমার হৃদয়ের রক্ত ধারায় জাহ্নবীর জলে তার শেষ তর্পণ করতে আমি ছুটে এসেছি ! তবু যদি সে একটু শান্তি পায় !

চিত্রার প্রবেশ

চিত্রা। মহারাজ ! মহারাজ ! আপনার লছ্মী ধরা পড়েছে,—ধরা পড়েছে !

শিব। কোথায় ? কোথায় ?—

চিত্রা। দূরে,—ঐ জাহ্নবীর বুকে !

শিব। জাহ্নবীর বুকে? অ্যাঁ! তবে সত্যি সে নেই?—লছ্‌মী! লছমী! ওরে,—ফিরে আয়—ফিরে আয়—

মুহ্যমান্ রাজাকে বিদ্যাপতি এবং মন্দাকিনী দুই দিক হইতে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন,—জাহ্নবীর পবিত্র জলে লছিমা দেবীর ভাসমান মৃতদেহে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল! সেই পদ্মের উপরে হাসিমুখে দণ্ডায়মান ও কার ছায়ামূর্ত্তি? এই কি সেই বংশীধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পদাশ্রয় ছিল সেই দেবীর চির জনমের কামনা?

যবনিকা